ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী

১৯৯৭-৯৮

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

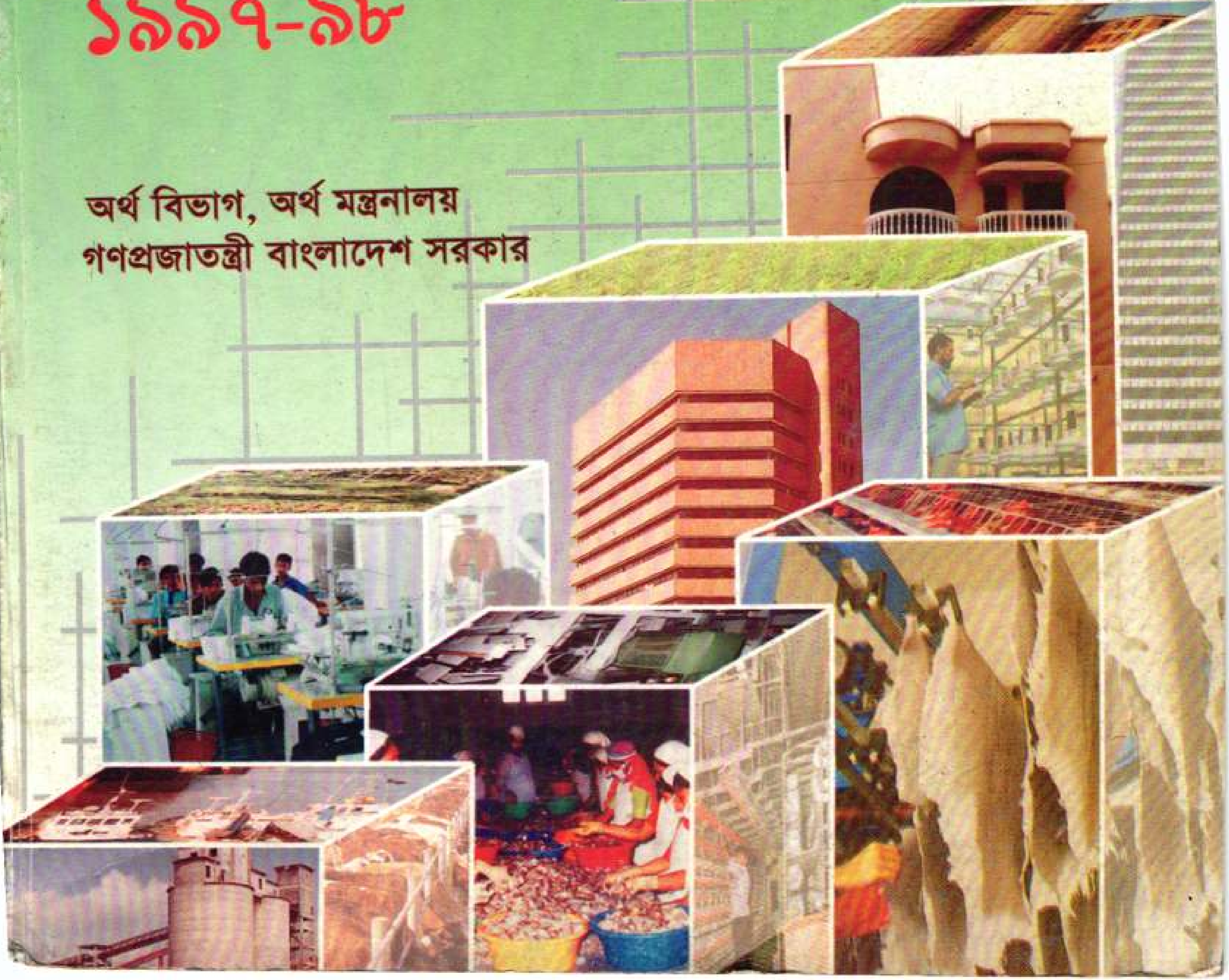

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ১৯৯৭-৯৮

অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শাহ এ, এম, এস, কিবরিয়া
অর্থমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং দারিদ্র বিমোচন ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে সামগ্রিক উন্নয়ন দ্রুততর করতে বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ লক্ষ্য অর্জনে ব্যাংক ও অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অতীতে অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনার ফলে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাংক্ষিত পরিমাণে গতিশীলতা আসেনি বরং অনাদায়ী খেলাপী ঋণের এক বিরাট বোঝা ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে অসুস্থ করে তুলেছিল। বর্তমান সরকার মুক্তবাজার অর্থনীতির আলোকে ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়নে যুগান্তকারী সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়িত করছে এবং খেলাপী ঋণ আদায়ে আইনগত কাঠামো জোরদার করতে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ক্রমশঃ উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে এবং খেলাপী ঋণ আদায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১। অনাদায়ী খেলাপী ঋণ আদায়ে প্রাতিষ্ঠানিক এবং সরকারী পর্যায়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করার ফলে ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে প্রাথমিক পর্যায়ে বিনিয়োগ ধীরগতিতে হলেও পরবর্তী পর্যায়ে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, বছরের প্রথমার্ধে বিনিয়োগ প্রবাহ যে অবস্থানে ছিল দ্বিতীয়ার্ধে তার পরিবর্তন ঘটেছে অভাবনীয়ভাবে। বিশেষ করে দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান খাতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ হয়েছে।

২। ১৯৯৫ সালের পর যে সংস্কার কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছিল তার প্রাথমিক পর্যায় সাফল্যের সাথে শেষ করা গেছে। শুরু হয়েছে দ্বিতীয় ধাপের কাজ। এর ফলে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ শৃংখলা জোরদার করাসহ জবাবদিহিতামূলক অবস্থান আরও স্বচ্ছ হবে বলে আশা করা যায়।

৩। আত্মকর্মসংস্থান গড়ে তোলা, সরকার প্রতিশ্রুত বয়স্কভাতা নিশ্চিত করা, বেসরকারী সাহায্য সংস্থাগুলোকে বিনিয়োগ সহযোগিতা করা এবং যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে পুরো অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে সম্ভাব্য সংস্কারের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে এ সমস্ত উদ্যোগের সুফল পাওয়া যাবে আগামী দিনগুলোতে।

৪। অনাদায়ী ঋণ আদায়ে ইতিবাচক উন্নতি হয়েছে। গত বছরের তুলনায় এ বছর আদায়ের হার প্রায় দ্বিগুণ। ১৯৯৮ সালের জানুয়ারী থেকে এপ্রিল পর্যন্ত অনাদায়ী ঋণ আদায় হয়েছে ২৩৫৫.৭৯ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী বছরে একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ১২৪৯.৩৩ কোটি টাকা। ১৯৯৭ সালে পুরো বছরে অনাদায়ী ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ৫৬৭৬.৩৬ কোটি টাকা। সরকারী মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকসমূহের বিস্তার, বিন্যাসের পাশাপাশি বেসরকারী পর্যায়ে নতুন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যা জাতীয় অর্থনীতিতে সমৃদ্ধির সূচক হিসেবে আগামীতে চিহ্নিত হবে এবং ব্যাংকগুলো গ্রাহক সেবা প্রদানে আরো প্রতিযোগিতামুখী হবে।

৫। পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মীবাহিনীর উন্নয়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন প্রযুক্তি প্রয়োগে সম্ভাব্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

৬। প্রবাসী বাংলাদেশীরা তাদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা যাতে সহজে, নিরাপদে এবং স্বল্প সময়ে দেশে পাঠাতে পারেন সে দিকে দৃষ্টি রেখে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার বিষয়ে আন্তরিক চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

৭। সমুদয় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চিত করতে হবে এবং আমি আশা করি জাতীয় স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে সংশ্লিষ্ট সকলে গুরুত্বের সাথে বিষয়টি বিবেচনা করবেন।

(শাহ এ, এম, এস, কিবরিয়া)
অর্থমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী

সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা .. ৭

কেন্দ্রীয় ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক .. ১১

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক

সোনালী ব্যাংক .. ২১
জনতা ব্যাংক .. ২৬
অগ্রণী ব্যাংক .. ৩০
রূপালী ব্যাংক লিমিটেড .. ৩৪

বিশেষায়িত ব্যাংক

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক .. ৩৮
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক .. ৪২
বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক .. ৪৭
বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা .. ৫১
আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক .. ৫৫
বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড .. ৫৬
গ্রামীণ ব্যাংক .. ৫৮

স্থানীয় বেসরকারী ব্যাংক

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড .. ৬০
উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড .. ৬৩
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড .. ৬৭
দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড .. ৭১
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড .. ৭৫
আরব-বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড .. ৭৮
ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স ইনভেষ্টমেন্ট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড .. ৮২
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড .. ৮৫
আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড .. ৮৮
ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড .. ৯১
ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড .. ৯৫
প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড .. ৯৮
সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লিমিটেড .. ১০১

পৃষ্ঠা

ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড .. ১০৩
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড .. ১০৬
সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড .. ১০৭
ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড .. ১০৯
ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাষ্ট্রিজ এন্ড কমার্স বাংলাদেশ লিমিটেড .. ১১২

বিদেশী বেসরকারী ব্যাংক

আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক .. ১১৬
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক .. ১২০
এ এন জেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক পিএলসি .. ১২৩
হাবিব ব্যাংক লিমিটেড .. ১২৬
ষ্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া .. ১২৮
ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ .. ১৩১
ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান .. ১৩৪
মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক .. ১৩৭
সিটি ব্যাংক এন এ .. ১৪০
হানিল ব্যাংক .. ১৪২

আর্থিক প্রতিষ্ঠান

সৌদি-বাংলাদেশ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড .. ১৪৫
ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট লীজিং কোম্পানী অব বাংলাদেশ .. ১৪৮
ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্রমোশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী অব বাংলাদেশ .. ১৪৯
ইউনাইটেড লীজিং কোম্পানী লিমিটেড .. ১৫০
ইউ এ ই-বাংলাদেশ ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড .. ১৫৩
ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী লিমিটেড .. ১৫৪
বে লীজিং এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড .. ১৫৭
প্রাইম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড .. ১৫৮
জি এস পি ফাইন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড .. ১৫৯
বণিক বাংলাদেশ লিমিটেড .. ১৬০
ইন্টারন্যাশনাল লীজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড .. ১৬১
বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন .. ১৬২
ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ .. ১৬৪
ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড .. ১৭০
চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ .. ১৭২

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী

সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

একটি সুস্থ ও আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ব্যতীত দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে কাংখিত গতি সঞ্চার একান্তই দুরূহ। এ বিবেচনায় সরকার দেশের ব্যাংক ও বহুমুখী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সুষ্ঠু বিকাশে বাস্তবমুখী সংস্কারমূলক পদক্ষেপ ও নানাবিধ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ফলে নতুন নতুন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ছাড়াও বিদ্যমান ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের শাখা সম্প্রসারণ ও কর্মকান্ডের পরিধি বিস্তার করে চলেছে। একই সংগে তাদের সেবার মানেও উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটছে।

২। ১৯৯৭-৯৮ সালে আরো ১টি বিদেশী বেসরকারী ব্যাংক বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। নতুন ব্যাংকসহ ১৯৯৮ সালের মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ব্যাংকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪২টিতে। এর মধ্যে ৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত বিশেষায়িত ব্যাংক, ১টি সমবায় ব্যাংক, ১টি আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক ও ১টি গ্রামীণ ব্যাংক রয়েছে। ১৯৯৮ সালের মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে কার্যরত ব্যাংকসমূহের শাখা সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৯৪৪টি যার মধ্যে শহরাঞ্চলে রয়েছে ২৩২২টি (৩৯%) এবং অবশিষ্ট ৩৬২২টি (৬১%) গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। মোট শাখা সংখ্যার মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা ৩৬১৭টি, বেসরকারী ব্যাংকের শাখা ১১২৫টি, বিদেশী ব্যাংকের শাখা ২৯টি এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের শাখা ১১৭৩টি। এর মধ্যে ৪টি ইসলামী ব্যাংক রয়েছে। এছাড়াও একটি বেসরকারী ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবসার পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকিং অব্যাহত রেখেছে।

৩। দেশের শিল্প, বাণিজ্য, গৃহায়ণ ইত্যাদি খাতে অর্থায়ণে অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে। গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা (এইচ বি এফ সি) ও ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) ছাড়াও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন ও প্রবিধানমালার অধীনে এ পর্যন্ত দেশে মোট ১৮টি প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫টি সম্পূর্ণ দেশীয় বেসরকারী মালিকানাধীন, ১টি সরকারী মালিকানাধীন, ১১টি স্থানীয় ও বিদেশী যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং ১টি সম্পূর্ণ বিদেশী মালিকানাধীন। লাইসেন্স প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের মোট পরিমাণ ৪৫৮৪ মিলিয়ন টাকা। তন্মধ্যে, যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ১১টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিশোধিত মূলধনে বৈদেশিক মুদ্রার সরাসরি বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১৪৫০ মিলিয়ন টাকা। লাইসেন্স প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিভিন্ন খাতে মার্চ ১৯৯৮ পর্যন্ত অর্থায়নের পরিমাণ প্রায় ১০,০০০ মিলিয়ন টাকা। প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক অর্থায়ণের বিপরীতে আদায়ের গড় হার ৯০ শতাংশ।

৪। বিগত বেশ কিছুদিন যাবৎ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে দক্ষিণপূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের পুঁজিবাজারে অস্থিরতা বিরাজ করছে। বাংলাদেশের পুঁজিবাজারও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশে মুক্তবাজারের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী করার জন্য ইতিমধ্যেই নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে ঃ

(ক) পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি)-এর সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী করাসহ এর পর্যবেক্ষণ ও তদারকীর ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

(খ) পুঁজিবাজারের উপর বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় "ক্যাপিটাল মার্কেট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম লোন" প্রকল্পের অধীনে ব্যাপক সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড হাতে নেয়া হয়েছে।

(গ) স্ক্রীন বেইজড্ ট্রেডিং-এর ব্যবস্থা সম্বলিত চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর অটোমেশন ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে; ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ-এর অটোমেশন শীঘ্রই সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

(ঘ) শেয়ার লেন-দেনে কাগজবিহীন ব্যবসার (scriptless trading) ব্যবস্থা সম্বলিত সেন্ট্রাল ডিপজিটরি সিস্টেম (সিডিএস) চালুর কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঙ) পুঁজিবাজারে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১৭টি মার্চেন্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসা পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। বেসরকারী খাতে মিউচুয়্যাল ফাণ্ড গঠনের উদ্দেশ্যে প্রবিধান (regulation) প্রণয়ন করা হয়েছে।

সরকার আশা পোষণ করে যে বর্ণিত ব্যবস্থাদিসহ অন্যান্য সংস্কারমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে দেশের পুঁজিবাজারের উপর বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে এবং পুঁজিবাজারের কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল হবে।

৫। ১৯৯৭-৯৮ সালের প্রথম ন মাসে ব্যাংকসমূহের মোট আমানত ১৯৯৪০ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৪.২৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৮৫৪৯১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়ে তাদের মোট ঋণের স্থিতি ৩২০৭৯ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৮.২৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪২১৬৬৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে আমানত ও ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে শতকরা ৫.২৮ ভাগ ও শতকরা ৭.৫৯ ভাগ। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ব্যাংকসমূহের কর্জের পরিমাণ ২৫০৫ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরে ৪৩৯৪ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। একই সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে ব্যাংকসমূহের নগদ জমা ৬৭০ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়ে ১২২৭ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়েছিল। আলোচ্য সময়ে ব্যাংকসমূহের তারল্য পরিস্থিতিও বেশ সন্তোষজনক ছিল। এ ধারা হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে আলোচ্য বছরে ব্যাংকসমূহের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে বেশ উন্নতি ঘটেছে এবং তারা নিজস্ব সম্পদের উপর ভিত্তি করে ঋণদান কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৬। সুদের হার উন্মুক্ত করণের ফলে বাজার নির্ধারিত সুদ হারে ব্যাংকসমূহ তাদের আমানত সংগ্রহ ও ঋণদান কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এর ফলে ব্যাংকসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে। ঋণ চাহিদার আলোকে আলোচ্য বছরে ব্যাংকের সুদ হারের উঠানামা বেশ লক্ষণীয়, যার প্রভাব কল মার্কেটেও প্রতিফলিত হয়েছে। তবে অগ্রাধিকার খাত যথা কৃষি, রপ্তানী এবং ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত পরিসীমার সুদ নির্ধারণের বিধান আলোচ্য বছরেও অব্যাহত থাকে।

৭। দেশের শিল্পায়নে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। আলোচ্য বছরে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক সীমিত আকারে মেয়াদী মূলধন সরবরাহ করা হলেও শিল্পের জন্য চলতি মূলধন বিতরণের স্বাভাবিক ধারা অব্যাহত ছিল। ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগে ব্যাংকসমূহকে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে গঠিত ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীমের কার্যক্রম আলোচ্য বছরেও অব্যাহত থাকে। ১৯৯৭-৯৮ সালে জুলাই-মার্চ সময়কালে শিল্পখাতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ৬১২২৫ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে, যার মধ্যে ৫৩৭২২ মিলিয়ন টাকা চলতি মূলধন খাতে এবং ৭৬০৩ মিলিয়ন টাকা মেয়াদী ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়। দেশে শিল্প বিনিয়োগে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের বিশেষ করে প্রবাসী বাংলাদেশীদের পরামর্শ দেয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে গঠিত শিল্প ঋণ পরামর্শ সেলের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

৮। ১৯৯৭-৯৮ সালেও ব্যাংকসমূহ ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে আলোচ্য বছরে বার্ষিক ঋণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় যার আওতায় মোট ২৪৪২৫ মিলিয়ন টাকা বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এর বিপরীতে আলোচ্য বছরের প্রথম ন মাসে মোট ১১৫৫৬ মিলিয়ন টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ৭.১১ ভাগ বেশী। ব্যাংকসমূহ তাদের নিজস্ব প্রকল্প ছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দাতা গোষ্ঠী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় গৃহীত প্রকল্পও বাস্তবায়ন করে চলেছে।

৯। বাংলাদেশের সার্বিক আর্থ- সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র ঋণ বা মাইক্রো ক্রেডিট ফাইন্যান্সিং এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে এ ঋণের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচেছ। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ নিজস্ব উদ্যোগে ঋণ প্রদান ছাড়াও দেশের বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার (NGO) সাথে চুক্তির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত করেছে। এ ব্যবস্থা ইতিমধ্যে বেশ সাফল্য অর্জন করেছে এবং আশা করা যায় তা আরও সম্প্রসারিত হবে।

১০। আলোচ্য বছরে খেলাপী ঋণ আদায় কার্যক্রম আরো জোরদার করা হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যাংকে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। সরকার 'ঋণ খেলাপী' সংস্কৃতি রোধকল্পে কঠোর আর্থিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ জন্য অনাদায়ী ঋণ আদায়ের আইনগত পরিবেশ উন্নয়নের অংশ হিসেবে ১৯৯৭ সালে অর্থ ঋণ আদালত আইন, ১৯৯০ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনী জারী করা হয়েছে। এছাড়া ব্যাংকিং খাতের শৃঙ্খলা জোরদারকরণের জন্য ১৯৯৭ সালে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর সংশোধনী জারী করা হয়েছে। সংশোধিত আইন মোতাবেক কোন ব্যাংক কোম্পানীর পরিচালক গৃহীত অগ্রিম বা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তার পরিচালক পদ শূন্য হবে। এছাড়া, কোন খেলাপী ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে কোন ব্যাংক কোম্পানী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোনরূপ ঋণ সুবিধা প্রদান করতে পারবে না। খেলাপী ঋণ আদায় পরিস্থিতির উন্নয়নকল্পে দেউলিয়া বিষয়ক আইন, ১৯৯৭ জারী করা হয়েছে যা ১লা আগষ্ট, ১৯৯৭ হতে কার্যকরী হয়েছে। দেউলিয়া বিষয়ক ও অর্থ ঋণ সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির মাধ্যমে খেলাপী ঋণ আদায় জোরদারকরণের লক্ষ্যে শুধুমাত্র অর্থ ঋণ সংক্রান্ত মামলা পরিচালনার জন্য ঢাকায় ৪টি এবং চট্টগ্রামে ২টি পৃথক অর্থ ঋণ আদালত এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামে ১টি করে পৃথক দেউলিয়া আদালত প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে ইতমধ্যে ঢাকায় ২টি অর্থঋণ আদালত এবং ১টি দেউলিয়া আদালতের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। অন্যান্য আদালতগুলোর কার্যক্রম শীঘ্রই শুরু হবে বলে আশা করা হচেছ।

১১। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সমাপ্ত আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়ন আলোচ্য বছরেও অব্যাহত থাকে। এছাড়া ব্যাংক ব্যবস্থাকে আরও সুসংহত ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক-এর সহায়তায় ১লা মে, ১৯৯৭ হতে প্রাথমিকভাবে এক বছর মেয়াদী "বাণিজ্যিক ব্যাংক পুনর্গঠন" প্রকল্প নামে দ্বিতীয় পর্যায়ের সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। একটি সুস্থ ও দক্ষ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকী ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়েছে এবং এ জন্য একটি "ব্যাংক তদারকী কমিটি" গঠন করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকে গঠিত "প্রবলেম ব্যাংক মনিটরিং বিভাগ" সমস্যায় নিপতিত ব্যাংকের কার্যক্রম সতর্ক পর্যবেক্ষণে রাখছে এবং প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

১২। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক উন্নতির জন্য সরকারী প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। প্রয়োজনে আরো নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তবে এক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতাদের সহযোগিতাও একান্তভাবে আবশ্যক। আশা করা যায় সকলের সম্মিলিত সহযোগিতা ও প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় অর্থনীতিতে আগামীতে আরো কার্যকর ভূমিকা পালনে সমর্থ হবে।

(ডঃ আকবর আলি খান)
সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কেন্দ্রীয় ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক

দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের আর্থ ব্যবস্থাপনা এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত। নোট ইস্যুকরণ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ এবং সরকারের যাবতীয় লেনদেন ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের ঘনিষ্ট সহযোগিতায় দেশের মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে থাকে। মুদ্রানীতির মূল উদ্দেশ্য হল (১) অর্থনৈতিক উন্নয়ন, (২) টাকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক মূল্যমান স্থিতিশীলকরণ, (৩) মূল্যস্তর যুক্তিযুক্ত পর্যায়ে স্থিতিশীল রাখা এবং (৪) দীর্ঘ মেয়াদে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ। দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রা বাজারের উন্নয়ন ও গভীরতা সাধনের জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। গভর্নর সহ ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। প্রধান কার্যালয় ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের ঢাকায় দু'টি এবং চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বগুড়া, সিলেট, রংপুর ও বরিশালে একটি করে শাখা রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৯৯৬-৯৭ সালের স্থিতিপত্র সংযোজনী-১ এ দেখানো হল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আবদুল মতিন খসরু দেউলিয়া আদালত ও অর্থ ঋণ আদালত কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন

অর্থ সরবরাহ

১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরের প্রথম ন' মাসে সংকীর্ণ অর্থ সরবরাহ (ন্যারো মানি এম-১) ১৩০৫ মিলিয়ন টাকা (০.৯%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে ১৫২৯৭৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়কালে হ্রাস পেয়েছিল ১৭৮২ মিলিয়ন টাকা (১.২%)। আলোচ্য অর্থ বছরের এই সময়কালে ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (ব্রড মানি এম-২) ২২৮৪৫ মিলিয়ন টাকা (৪.৫%) বৃদ্ধি পেয়ে ৫২৯১২০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়কালে যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ২৬১৪০ মিলিয়ন টাকা (৫.৭%)। একই সময়ে রিজার্ভ মুদ্রা ৪৯৭০ মিলিয়ন টাকা (৪%) বৃদ্ধি পেয়ে ১২৮৯১৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়কালে বৃদ্ধি পেয়েছিল ২৭৬০ মিলিয়ন টাকা (২.৫%)।

আলোচ্য বছরে অর্থের গুণক (Money Multiplier) জুন, ১৯৯৭ শেষের ৪.০৮ হতে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ১৯৯৮ শেষে ৪.১০ এ দাঁড়ায়। মুদ্রা/ আমানত অনুপাত জুন, ১৯৯৭ শেষের ০.১৮২ হতে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ১৯৯৮ শেষে ০.১৮৫ এ দাঁড়ায় এবং রিজার্ভ/আমানত অনুপাত ০.০৮৫ হতে হ্রাস পেয়ে ০.০৮১ এ দাঁড়ায়।

আলোচ্য অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে ব্যাপক অর্থ সরবরাহের উপাদানসমূহের মধ্যে ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা ৫৮০৬ মিলিয়ন টাকা (৭.৭%) বৃদ্ধি পেয়ে ৮১৫৫২ মিলিয়ন টাকায় এবং মেয়াদী আমানত ২১৫৪০ মিলিয়ন টাকা (৬.১%) বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭৬১৪৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, তলবী আমানত ৪৫০১ মিলিয়ন টাকা (৫.৯%) হ্রাস পেয়ে ৭১৪২৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময় কালে ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা ৩৫০৪ মিলিয়ন টাকা (৪.৯%) এবং মেয়াদী আমানত ২৭৯২২ মিলিয়ন টাকা (৮.৯%) বৃদ্ধি পেয়েছিল, তবে তলবী আমানত ৫২৮৬ মিলিয়ন টাকা (৭.২%) হ্রাস পেয়েছিল। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাপক অর্থ সরবরাহে ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রার পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগ, তলবী আমানতের পরিমাণ শতকরা ১৪ ভাগ এবং মেয়াদী আমানতের পরিমাণ শতকরা ৭১ ভাগ এ দাঁড়ায়, যা ১৯৯৭ সালের মার্চ শেষে ছিল যথাক্রমে শতকরা ১৬ ভাগ, শতকরা ১৪ ভাগ, এবং শতকরা ৭০ ভাগ। ১ নম্বর এবং ২ নম্বর সারণিতে অর্থ সরবরাহ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান দেখানো হল।

সারণি-১

অর্থ সরবরাহ

(মিলিয়ন টাকায়)

বছর/মাস	ব্যাংক বর্হিভূত মুদ্রা	তলবী আমানত	সংকীর্ণ অর্থ সরবরাহ	পরিবর্তন	মেয়াদী আমানত	ব্যাপক অর্থ সরবরাহ	পরিবর্তন
১৯৯৬							
মার্চ	৭০৯৬০	৬৮৫৭৯	১৩৯৫৩৯	-	২৯৫৩০৩	৪৩৪৮৪২	-
জুন	৭১২৩৩	৭৩৩৬১	১৪৪৫৯৪	+৫০৫৫	৩১২৩১১	৪৫৬৯০৫	+২২০৬৩
সেপ্টেম্বর	৭০৯০২	৬৭৪০৬	১৩৮৩০৮	-৬২৮৬	৩২১১৩৫	৪৫৯৪৪৩	+২৫৩৮
ডিসেম্বর	৬৮১৯৫	৭৩৪৮১	১৪১৬৭৬	+৩৩৬৮	৩৪৬৩০৩	৪৮৭৯৭৯	+২৮৫৩৬
১৯৯৭							
মার্চ	৭৪৭৩৭	৬৮০৭৫	১৪২৮১২	+১১৩৬	৩৪০২৩৩	৪৮৩০৪৫	-৪৯৩৪
জুন	৭৫৭৪৬	৭৫৯২৪	১৫১৬৭০	+৮৮৫৮	৩৫৪৬০৫	৫০৬২৭৫	+২৩২৩০
সেপ্টেম্বর	৭৭৫৩৭	৬৮৭২২	১৪৬২৫৯	-৫৪১১	৩৬২৫৯৪	৫০৮৮৫৩	+২৫৭৮
ডিসেম্বর	৭৬০৭৪	৭৬৫৫৯	১৫২৬৩৩	+৬৩৭৪	৩৮২৬৫১	৫৩৫২৮৪	+২৬৪৩১
১৯৯৮							
মার্চ	৮১৫৫২	৭১৪২৩	১৫২৯৭৫	+৩৪২	৩৭৬১৪৫	৫২৯১২০	-৬১৬৪

নোট ঃ তলবী ও মেয়াদী আমানতে ব্যাংক সমূহে গচ্ছিত সরকারী আমানত এবং আন্তঃব্যাংক লেনদেন অন্তর্ভুক্ত নয়। তলবী আমানতে বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত অ-তফসিলী ব্যাংকসমূহের আমানত অন্তর্ভুক্ত।

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-২

ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২) ও এর বিভিন্ন অংশের শতকরা হার

(মিলিয়ন টাকায়)

বছর/মাস	ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২)	অর্থ সরবরাহে(এম-২) ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রার শতকরা হার	অর্থ সরবরাহে (এম-২) তলবী আমানতের শতকরা হার	অর্থ সরবরাহে (এম-২) মেয়াদী আমানতের শতকরা হার
১৯৯৬				
মার্চ	৪৩৪৮৪২	১৬.৩২	১৫.৭৭	৬৭.৯১
জুন	৪৫৬৯০৫	১৫.৫৯	১৬.০৬	৬৮.৩৫
সেপ্টেম্বর	৪৫৯৪৪৩	১৫.৪৩	১৪.৬৭	৬৯.৯০
ডিসেম্বর	৪৮৭৯৭৯	১৩.৯৭	১৫.০৬	৭০.৯৭
১৯৯৭				
মার্চ	৪৮৩০৪৫	১৫.৪৭	১৪.০৯	৭০.৪৩
জুন	৫০৬২৭৫	১৪.৯৬	১৫.০০	৭০.০৪
সেপ্টেম্বর	৫০৮৮৫৩	১৫.২৪	১৩.৫১	৭১.২৬
ডিসেম্বর	৫৩৫২৮৪	১৪.২১	১৪.৩০	৭১.৪৯
১৯৯৮				
মার্চ	৫২৯১২০	১৫.৪১	১৩.৫০	৭১.০৯

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি-৩

অর্থ সরবরাহ পরিবর্তনের কারণ সূচক উপাদানসমূহ

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	জুন ১৯৯৬ হতে মার্চ, ১৯৯৭	জুন ১৯৯৭ হতে মার্চ ১৯৯৮
ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	+৩৫০৪	+৫৮০৬
তলবী আমানত	-৫২৮৬	-৪৫০১
মোট অর্থ সরবরাহের পরিবর্তন	-১৭৮২	+১৩০৫
কারণসূচক উপাদানসমূহঃ		
সম্প্রসারণ(+)		
সংকোচন (-)		
১। সরকারী খাত	+৯৮৪১	+৩১২২
(রাষ্ট্রায়ত্ত খাত সহ)		
(ক) সরকারী খাত (নীট)	+৯৫৮৫	+৩৭
(খ) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	+২৫৬	+৩০৮৫
২। বেসরকারী খাত	+২৫৮৬৯	+২৯২৮৪
৩। মেয়াদী আমানত (বৃদ্ধি)(-)	-২৭৯২২	-২১৫৪০
৪। বৈদেশিক খাত (নীট)	+১১০৮	-৯৯৫
৫। অন্যান্য পরিসম্পদ (নীট)	-৭১১৪	-৮৫৬৬
মোট	-১৭৮২	+১৩০৫

ব্যাংক আমানত

১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরের প্রথম ন মাসে ব্যাংকসমূহের মোট আমানতের পরিমাণ (আন্তঃব্যাংক বাদে) ১৯৯৪০ মিলিয়ন টাকা (৪.৩%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে ৪৮৫৪৯১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী অর্থ বছরের একই সময়ে মোট ব্যাংক আমানতের পরিমাণ ২২০৮৭ মিলিয়ন টাকা (৫.৩%) বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য সময়কালে মোট ব্যাংক আমানতের মধ্যে মেয়াদী আমানত ২১৫৪০ মিলিয়ন টাকা (৬.১%) এবং সরকারী আমানত ২৯১১ মিলিয়ন টাকা (৮.৩%) বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, তলবী আমানত ৪৫০১ মিলিয়ন টাকা (৫.৯%) হ্রাস পেয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে মেয়াদী আমানত ২৭৯২২ মিলিয়ন টাকা (৮.৯%) বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে তলবী আমানত ৫২৮৬ মিলিয়ন টাকা (৭.২%) এবং সরকারী আমানত ৫৫৯ মিলিয়ন টাকা (১.৭%) হ্রাস পেয়েছিল। সারণি-৪ এ ব্যাংক আমানতের পরিমাণ দেয়া হয়েছে।

সারণি-৪

ব্যাংক আমানত

(মিলিয়ন টাকায়)

মাস/বছর	মোট আমানত	মোট আমানতের পরিবর্তন	মোট আমানতের উপর তলবী আমানতের শতকরা হার	মোট আমানতের উপর মেয়াদী আমানতের শতকরা হার
১৯৯৬				
মার্চ	৩৯৯১৯৩	-১১৫৫৪	১৭.১৮	৭৩.৯৭
জুন	৪১৮৬৭০	+১৯৪৭৭	১৭.৫২	৭৪.৬০
সেপ্টেম্বর	৪১৮৪৩৪	-২৩৬	১৬.১১	৭৬.৭৫
ডিসেম্বর	৪৫১০৮০	+৩২৬৪৬	১৬.২৯	৭৬.৭৭
১৯৯৭				
মার্চ	৪৪০৭৫৭	-১০৩২৩	১৫.৪৫	৭৭.১৯
জুন	৪৬৫৫৫১	+২৪৭৯৪	১৬.৩১	৭৬.১৭
সেপ্টেম্বর	৪৬৬৫৩৬	+৯৮৫	১৪.৭৩	৭৭.৭২
ডিসেম্বর	৪৯৮৮১২	+৩২২৭৬	১৫.৩৫	৭৬.৭১
১৯৯৮				
মার্চ	৪৮৫৪৯১	-১৩৩২১	১৪.৭১	৭৭.৪৮

নোটঃ মোট আমানতে সরকারী আমানত অন্তর্ভুক্ত কিন্তু আন্তঃব্যাংক আমানত অন্তর্ভুক্ত নয়।

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ব্যাংক ঋণ

তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরের প্রথম ন মাসে প্রদত্ত ঋণের স্থিতির পরিমাণ (আন্তঃব্যাংক বাদে) ৩২০৭৯ মিলিয়ন টাকা (৮.২%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে ৪২১৬৬৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়কালে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ২৬৩১৭ মিলিয়ন টাকা (৭.৬%) বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭৩১২৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল। আলোচ্য সময়ে (মার্চ, ১৯৯৮ পর্যন্ত) মোট ব্যাংক ঋণের মধ্যে বেসরকারী খাতে ৩১১৫০ মিলিয়ন টাকা (৯.০%) বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭৭৬০২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, সরকারী খাতে (রাষ্ট্রায়ত্ত খাতসহ) ৯২৯ মিলিয়ন টাকা (২.২%) বৃদ্ধি পেয়ে ৪৪০৬৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে সরকারী খাতে ব্যাংক ঋণ বৃদ্ধি পায় ৫৪২ মিলিয়ন টাকা (১.৪%) এবং বেসরকারী খাতে ঋণ বৃদ্ধি পায় ২৫৭৭৫ মিলিয়ন টাকা (৮.৪%)। সারণি-৫ এ খাতওয়ারী ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ও ঋণ প্রবাহের চিত্র দেখানো হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের বরিশাল শাখায় ব্যাংকিং ও ট্রেজারী কার্যক্রম উদ্বোধন করছেন ব্যাংকের গভর্ণর লুৎফর রহমান সরকার

সারণি-৫

ব্যাংক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

মাস/বছর	সরকারী খাতে ব্যাংক ঋণ	বেসরকারী খাতে ব্যাংক ঋণ	মোট ব্যাংক ঋণ	মোট ব্যাংক ঋণের পরিবর্তন
১৯৯৬				
মার্চ	৩১৮৬০	৩০৩০১১	৩৩৪৮৭১	+১৩৬৩৪
জুন	৩৮৬৫০	৩০৮১৬২	৩৪৬৮১২	+১১৯৪১
সেপ্টেম্বর	৪০৪৯১	৩০৯০০৮	৩৪৯৪৯৯	+২৬৮৭
ডিসেম্বর	৪১৫৯৯	৩২৮৬৩৪	৩৭০২৩৩	+২০৭৩৪
১৯৯৭				
মার্চ	৩৯১৯২	৩৩৩৯৩৭	৩৭৩১২৯	+২৮৯৬
জুন	৪৩১৩৭	৩৪৬৪৫২	৩৮৯৫৮৯	+১৬৪৬০
সেপ্টেম্বর	৪৫৫১৪	৩৬২০৪৬	৪০৭৫৬০	+১৭৯৭১
ডিসেম্বর	৪৪৭২২	৩৭৬২৩০	৪২০৯৫২	+১৩৩৯২
১৯৯৮				
মার্চ	৪৪০৬৬	৩৭৭৬০২	৪২১৬৬৮	+৭১৬

নোটঃ বৈদেশিক বিল এবং আন্তঃ ব্যাংক লেনদেন বাদে।

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

শহর ও পল্লী এলাকায় আমানত ও আগামের অংশ

পল্লী ও শহর এলাকার মধ্যে আমানত সংগ্রহ ও আগাম প্রবাহের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যায়। পল্লী এলাকায় আমানত সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও আগামের প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯০ সালে যেখানে মোট আমানতে পল্লী এলাকার আমানতের অংশ ছিল শতকরা ২০.৪ ভাগ তা ১৯৯৭ সালের জুন শেষে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ২২.৭ ভাগে দাঁড়িয়েছে। পক্ষান্তরে, উক্ত সময়ে মোট আগামে পল্লী এলাকার অংশ শতকরা ২৪.০ ভাগ হতে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ১৮.৬ ভাগে নেমে এসেছে। পল্লী ও শহর এলাকার আমানত ও আগামের বছর ভিত্তিক গতিধারা সারণি-৬ এ দেয়া হল।

স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে নতুন স্মারক মুদ্রা

সারণি-৬

শহর ও পল্লী এলাকায় আগাম ও আমানত

শতকরা হার

বছর (জুন শেষের অবস্থা)	আগাম		আমানত	
	পল্লী	শহর	পল্লী	শহর
১৯৯০	২৪.০০	৭৬.০০	২০.৩৬	৭৯.৬৪
১৯৯১	২১.৯১	৭৮.০৯	২১.৪৫	৭৮.৫৫
১৯৯২	১৫.৯৫	৮০.০৫	২১.৫২	৭৮.৪৮
১৯৯৩	১৯.০৩	৮০.৯৭	২১.৭৬	৭৮.২৪
১৯৯৪	১৯.৮৬	৮০.১৪	২২.১১	৭৭.৮৯
১৯৯৫	১৯.৭১	৮০.২৯	২১.৯৭	৭৮.০৩
১৯৯৬	১৯.৭০	৮০.৩০	২২.৭০	৭৭.৩০
১৯৯৭	১৮.৬৪	৮১.৩৬	২২.৬৮	৭৭.৩২

নগদ রিজার্ভ সংরক্ষণ আবশ্যকতা

তফসিলী ব্যাংক সমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ তহবিল সংরক্ষণের হার তাদের মোট দায় (তলবী ও মেয়াদী আমানত) এর শতকরা ৫ ভাগে অপরিবর্তিত রয়েছে।

তরল সম্পদ সংরক্ষণ আবশ্যকতা

ইসলামী শরিয়ত ভিত্তিক ব্যাংক সমূহ এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত ব্যাংকিং কোম্পানিসমূহ কর্তৃক সংরক্ষিতব্য তরল সম্পদের হার তাদের মোট দায় (তলবী ও মেয়াদী আমানত) এর ২০ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ এবং সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ কর্তৃক আইনানুগ তরল সম্পদ সংরক্ষণের হার তাদের মোট দায়ের ১০ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে। অপরদিকে, বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোকে তরল সম্পদ সংরক্ষণের দায় হতে প্রদত্ত অব্যাহতি আলোচ্য সময়েও বলবৎ রয়েছে।

১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে কাংখিত গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে ব্যাংকিং, মুদ্রা ও ঋণ নীতি পরিচালিত হয়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে রয়েছে ঃ

১। ১৯৯৭-৯৮ সালের জুলাই-মার্চ সময়কালে ব্যাংক রেট ও সুদ হারের একবার পরিবর্তন করা হয়। ২৪ শে নভেম্বর, ১৯৯৭ তারিখে ব্যাংক রেট শতকরা ৭.৫ ভাগ থেকে বৃদ্ধি করে শতকরা ৮.০ ভাগে নির্ধারণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭ হতে আমানতের উপর সুদ হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সীমা প্রত্যাহার করা হয় যা আলোচ্য বছরেও অব্যাহত থাকে।

২। ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৯৮ তারিখ হতে স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভূক্ত কোম্পানীর শেয়ার/ডিবেঞ্চারের বিপরীতে ব্যাংকার-কাষ্টমার সম্পর্ক ও অন্যান্য ব্যাংকিং নিয়মাচার পালন সাপেক্ষে ৬(ছয়) মাসের গড় বাজার মূল্যের সর্বাধিক শতকরা ৫০ ভাগের স্থলে শতকরা ৬০ ভাগ পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা যাবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে, একক ঋণ গ্রহীতার ক্ষেত্রে এ ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ২০.০০ লক্ষ টাকার স্থলে ২৫.০০ লক্ষ টাকায় এবং স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের ক্ষেত্রে ৫০.০০ লক্ষ টাকার স্থলে ৭৫.০০ লক্ষ টাকায় নির্ধারণ করা হয়।

৩। খেলাপী ও শ্রেণীবিন্যাসকৃত ঋণ আদায় জোরদারকরণ এবং নতুন ঋণ খেলাপী না হওয়ার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক একজন ডেপুটি-গভর্নর এর নেতৃত্বে "টাস্ক ফোর্স" গঠন করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল আঞ্চলিক অফিসেও "টাস্ক ফোর্স" গঠন করা হয়েছে। ৪টি রাষ্টায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ দেশীয় ১৫টি বাণিজ্যিক ব্যাংকে অনুরূপ "টাস্ক ফোর্স" গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের আঞ্চলিক অফিসগুলো নিজ নিজ এলাকাভূক্ত তফসিলী ব্যাংকগুলোর প্রতিনিধিদের সাথে প্রতিমাসে একটি "টাস্ক ফোর্স সভা" করে থাকে।

৪। Exchange Equalisation A/C এ রক্ষিত স্থিতি ব্যাংকের মূলধন পর্যাপ্ততা নিরুপণের ক্ষেত্রে মূলধনের অংশ (Supplementary) হিসেবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বৈদেশিক মুদ্রা মজুতের পরিমাণ

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বিনিময়যোগ্য বৈদেশিক মুদ্রা মজুতের পরিমাণ জুন, ১৯৯৭ শেষের ৭৪৮৫৭ মিলিয়ন টাকা (১৭১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) হতে ৯১৯৬ মিলিয়ন টাকা (১০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) বৃদ্ধি পেয়ে ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ তারিখে ৮৪০৫৩ মিলিয়ন টাকায় (১৮২১ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে এর পরিমাণ ৭৫৭৬ মিলিয়ন টাকা (২৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) হ্রাস পেয়ে ৭৭৩৩০ মিলিয়ন টাকায় (১৭৯৪ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়িয়েছিল। বৈদেশিক মুদ্রা মজুতের মাস ভিত্তিক পরিসংখ্যান সারণি-৭ এ দেয়া হয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নীতি

আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় রপ্তানীযোগ্য পণ্যের প্রতিযোগিতা বজায় রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় আমদানী নিরুৎসাহিতকরণের মাধ্যমে টাকার বহির্মূল্য সংহত করার লক্ষ্যে ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশী টাকার সাতবার অবমূল্যায়ন করা হয়। ফলে জুন, ১৯৯৭ শেষে টাকা ডলার বিনিময় হার দাঁড়ায় ১ ডলার=৪৩.৬৫ টাকা (মধ্যমান)। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার পাঁচ বার অবমূল্যায়ন করা হয়। সর্বশেষ ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮ তারিখে টাকা-ডলার বিনিময় হার পুনঃনির্ধারণ করা হয় ১ ডলার = ৪৬.৩০ টাকা (মধ্যমান)।

১৯৯৬-৯৭ সালে বৈদেশিক মুদ্রা বিধি ব্যবস্থাদিতে সাধিত পরিবর্তন সমূহ

(ক) বহির্বিশ্বের সাথে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত SWIFT ব্যবস্থা ব্যবহারকারী অনুমোদিত ডিলার/ ব্যাংকসমূহ রয়টার মনিটর সার্ভিসের স্থাপনা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুসৃত ব্যবস্থার ন্যায় অনুমোদিত ডিলারগণের কার্যালয়ে SWIFT ব্যবস্থার স্থাপনা ও ব্যবহার বাবদ চার্জ/ফি এর রেমিটেনস সংশ্লিষ্ট চুক্তি ও ইনভয়েসের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে সম্পাদন করতে পারবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(খ) বাংলাদেশে নিবন্ধনকৃত জয়েন্ট স্টক কোম্পানীসমূহের প্রারম্ভিক পাবলিক ইস্যুর ৫% অনিবাসী বাংলাদেশীগণের অনুকূলে বরাদ্দকরণের প্রক্রিয়া সহজীকরণের জন্য অনিবাসীগণ হতে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্ত শেয়ার সাবস্ক্রিপশন বাবদ অর্থ সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর নামে বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব খুলিয়া জমা গ্রহণের সাধারণ অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে।

(গ) বহির্গামী/অন্তর্মুখী পর্যটকদের সাথে সীমিত মাত্রায় বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়কে একমাত্র ব্যবসা হিসেবে অবলম্বনেচ্ছু ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মানিচেঞ্জার লাইসেনস ইস্যুর সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩৯৯টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মানিচেঞ্জার লাইসেনেসর অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

কৃষি খাতে অর্থ সংস্থান

১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ২৪৪২৫ মিলিয়ন টাকার ঋণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ২১৯৬৮ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে মোট কর্মসূচীর মধ্যে ফসল উৎপাদনের জন্য ১০২৭১ মিলিয়ন টাকা, সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ১৪৫ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য কর্মকান্ডের জন্য অবশিষ্ট ১৩১০৯ মিলিয়ন টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরে (মার্চ, ১৯৯৮ পর্যন্ত) ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ মোট ১১৫৫৬ মিলিয়ন টাকার কৃষি ঋণ প্রদান করেছে, যা মোট কর্মসূচীর শতকরা ৪৭.৩১ ভাগ। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ১০৭৮৯ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরের মার্চ পর্যন্ত সময়ে ঋণ বিতরণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় শতকরা ৭.১১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরের (মার্চ, ১৯৯৮ পর্যন্ত) মোট আদায়কৃত কৃষি ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২০০৯ মিলিয়ন টাকা, পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ১১০৪১ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে ঋণ আদায় শতকরা ৮.৭৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্চ, ১৯৯৮ শেষে কৃষি ঋণের স্থিতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ৭৯৩৫৪ মিলিয়ন টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৮১৭৫০ মিলিয়ন টাকায় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ৫২৩৪৭ মিলিয়ন টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৪৫৪৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ৮ নম্বর সারণিতে কৃষি ঋণ কার্যক্রমের তুলনামূলক সার্বিক চিত্র এবং ৯ নম্বর সারণিতে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক চিত্র দেয়া হল।

সারণি-৭

বৈদেশিক মুদ্রার মজুত

মাস শেষে	রেট (মার্কিন ডলার/ বাংলাদেশ টাকা)	মিলিয়ন মার্কিন ডলারে	মিলিয়ন টাকায়
১৯৯৬			
মার্চ	৪১.০০	২২৩৪.৮৬	৯১৪০৫.৯০
জুন	৪১.৭৫	২০৩৮.৫৬	৮৪৯০৫.৯০
সেপ্টেম্বর	৪২.৪৫	১৯৭৯.০৬	৮৩৮১৩.২০
ডিসেম্বর	৪২.৪৫	১৮৬৮.১৮	৭৯১১৭.৬০
১৯৯৭			
মার্চ	৪৩.২০	১৭৯৪.১৯	৭৭৩২৯.৬০
জুন	৪৩.৬৫	১৭১৮.৮৮	৭৪৮৫৭.২০
সেপ্টেম্বর	৪৪.৫৫	১৬৩৪.৬৮	৭২৬৬১.৫০
ডিসেম্বর	৪৫.৪৫	১৬৬২.০৭	৭৫২৯২.৭০
১৯৯৮			
মার্চ	৪৬.৩০	১৮২১.৩০	৮৪০৫৩.০০

সারণি - ৮

কৃষি ঋণ কার্যক্রম

(মিলিয়ন টাকায়)

অর্থ বছর	কর্মসূচী*	প্রকৃত বিতরণ	আদায়	বকেয়া/স্থিতি
১৯৯৬/৯৭ মার্চ পর্যন্ত	২১৯৬৮	১০৭৮৯	১১০৪১	৭১৩৫৪
১৯৯৭/৯৮ মার্চ পর্যন্ত	২৪৪২৫	১১৫৫৬	১২০০৯	৮১৭৫০

*বাৎসরিক কর্মসূচী

সারণি - ৯

(মিলিয়ন টাকায়)

ব্যাংকের নাম	কর্মসূচী (১৯৯৭/৯৮)	জুলাই ১৯৯৭ হতে ফেব্রুয়ারী, ৯৮ পর্যন্ত	
		বিতরণ	আদায়
সোনালী	৪৩৬০	১৪৭৭	১৩৫৬
জনতা	২৫০০	৯৯৩	৯২৩
অগ্রণী	৩০০০	৭৬৮	৯৫৯
রূপালী	২০০	৩৯	৪০
পূবালী	-	-	-
উত্তরা	-	-	-
উপমোট	১০০৬০	৩২৭৭	৩২৭৮
বিকেবি	১০০০০	৫৮৬৭	৬৩২৫
রাকাব	২৫০০	১৫১০	১৪১২
বিএসবিএল	১০৫	২	১১
বিআরডিবি	১৭৬০	৯০০	৯৮৩
উপমোট	১৪৩৬৫	৮২৭৯	৮৭৩১
সর্বমোট	২৪৪২৫	১১৫৫৬	১২০০৯

কৃষি খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃ অর্থ সংস্থান

১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরে (মার্চ, '৯৮ পর্যন্ত) ঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কৃষি খাতে পুনঃ অর্থ সংস্থান হিসাবে মোট ২৪৭৭ মিলিয়ন টাকা গ্রহণ করেছে এবং পূর্ববর্তী কিস্তিসহ ১১৭৭ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করেছে। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩১৫৪ মিলিয়ন টাকা ও ১২৫৭ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরের মার্চ শেষে অর্থ সংস্থানের স্থিতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ২৮২৮৬ মিলিয়ন টাকা হতে শতকরা ৭.৪৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩০৪০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ স্থিতি পত্র

সংযোজনী-১

ইস্যু বিভাগ দায়

বিবরণ	৩০শে জুন, ১৯৯৭		৩০শে জুন, ১৯৯৬	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	২	৩	৪	৫
ব্যাংকিং বিভাগে রক্ষিত নোট	২৪৮৫০০০		২৫৩৮৫	
প্রচলিত নোট*	৮২৪৯১৮৮১৬০০		৭৭১৮০১৮৬৭৪০	
মোট প্রচলিত নোট		৮২৪৯৪৩৬৬৬০০		৭৭১৮০২১২১২৫
মোট দায়		৮২৪৯৪৩৬৬৬০০		৭৭১৮০২১২১২৫

* বাতিলকৃত পাকিস্তানী নোট যা বাজার হতে প্রত্যাহৃত হয়েছে তদপরিবর্তে পাকিস্তান সরকার/স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান -এর উপর গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার/ বাংলাদেশ ব্যাংকের উক্ত দাবী সম্পর্কে কোন প্রতিকূলতা সৃষ্টি করবে না।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ স্থিতিপত্র

সংযোজনী-১ (চলমান)

ইস্যু বিভাগ সম্পদ

বিবরণ	৩০শে জুন, ১৯৯৭		৩০শে জুন, ১৯৯৬	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	২	৩	৪	৫
ক) স্বর্ণ মুদ্রা ও স্বর্ণ বার	১১১১১৩৭০০০		১১২৬৪৯৫০০০	
রৌপ্য বার	-		-	
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে রক্ষিত এস ডি আর	-		-	
অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা	৪০০০০০০০০০০	৪১১১১১৩৭০০০	৪০০০০০০০০০০	৪১১২৬৪৯৫০০০
খ) টাকা মুদ্রা	৫৭০৪০৫৩০৯		১৭৬২৫০৮৩৪	
বাংলাদেশ সরকারের ঋণপত্র:**	১০৫৭১৯৯৪০৮৬		৭৮১৬৬৩৬০৮৬	
অভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল ও অন্যান্য বানিজ্যিক কাগজ	৩০২৪০৮৩০২০৫	৪১৩৮৩২২৯৬০০	২৮০৬০৮৩০২০৫	৩৬০৫৩৭১৭১২৫
মোট সম্পদ		৮২৪৯৪৩৬৬৬০০		৭৭১৮০২১২১২৫

** পাকিস্তানী নোটের পরিবর্তে বাংলাদেশী নোট ইস্যু করার জন্য সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সৃষ্টি বিশেষ এডহক ট্রেজারী বিলও এর অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশ ব্যাংকঃ স্থিতিপত্র

সংযোজনী-১ (চলমান)

ব্যাংকিং বিভাগ দায়

বিবরণ	৩০শে জুন, ১৯৯৭		৩০শে জুন, ১৯৯৬	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	২	৩	৪	৫
পরিশোধিত মূলধন		৩০০০০০০০		৩০০০০০০০
সংরক্ষিত তহবিল		৩০০০০০০০		৩০০০০০০০
পল্লী ঋণ তহবিল		২৬০০০০০০০০		২৪০০০০০০০০
শিল্প ঋণ তহবিল		৯৩৭৮৫২৪৫০		৭৮৭৮৫২৪৫০
রপ্তানী ঋণ তহবিল		৯১০০০০০০০		৭৮০০০০০০০
কৃষি ঋণ স্থিতিকরণ তহবিল		২৬০০০০০০০০		২৪০০০০০০০০
আমনতঃ				
ক) সরকার	৯৯৪৪০১৫		১৩৮৬৩৯৯৯	
খ) ব্যাংক	৩০১৭৭৭৮৯৪৪১		২২৭৩৫৫০৭৮২০	
গ) অন্যান্য	৪৩৬৪৪৫৭২৭০৬	৭৩৮৩২৩০৬১৬২	৪৪৮৬০২৯৩২২৮	৬৭৬০৯৬৬৫০৪৭
এস ডি আর এর বরাদ্দ		৯১৭৪৩১২০৬		৯১৭৪৩১২০৬
দেয় বিল		৫২৬৩৮৮১		৩০০৪৩১৬৬৫৩
অন্যান্য দায়		২২০২০৪৩৪৮৯৪		২২৩১৬৬১৫৬৬০
মোট দায়		১০৩৮৮৩২৮৮৫৯৩		১০০২৭৫৮৮১০১৬

ব্যাংকিং বিভাগ

সম্পদ

বিবরণ	৩০শে জুন, ১৯৯৭		৩০শে জুন, ১৯৯৬	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	২	৩	৪	৫
নোট		২৪৮৫০০০		২৫৩৮৫
টাকা মুদ্রা		২৪৪		২১৯
সম্পূরক মুদ্রা		৫২		৬৫
ক্রীত ও বাট্টাকৃত বিল				
ক) অভ্যন্তরীণ	-		-	
খ) বৈদেশিক	-		-	
গ) সরকারী ট্রেজারী বিল	৪৯৮৪৯৯৫৫০	৪৯৮৪৯৯৫৫০	৮৯১০০৩৮৩	৮৯১০০৩৮৩
বাংলাদেশর বাইরে রক্ষিত স্থিতি*		৩২৭৭৫৩৮৫৪৫৭		৪২৬১৮৪১২৮৪২
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে রক্ষিত/এস ডি আর		৩৫৩৭২৬৯৬		৪৯২৭২৬৭৯৯
সরকারের প্রদত্ত ঋণ ও আগাম		৬৪০০০০০০০		৬৪০০০০০০০
অন্যান্য ঋণ ও আগাম		১১২৪০২২৯২৩৪		১৪৩০২৮৪৩৪২৯
বিনিয়োগ		৩৬৬৯৯৩১০২৪০		২৩১৮৮৩৮৪৬৪০
অন্যান্য সম্পদ		২১৯৯২০০৬১২০		১৮৯৪৪৩৮৭২৫৪
মোট সম্পদ		১০৩৮৮৩২৮৮৫৯৩		১০০২৭৫৮৮১০১৬

* নগদ টাকা ও স্বল্প মেয়াদী ঋণপত্র এর অন্তর্ভূক্ত।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক

সোনালী ব্যাংক

সোনালী ব্যাংক দেশের সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক যার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। সারা দেশে ব্যাংকটির ১৩০৬টি শাখা (শহরাঞ্চলে ৪২০টি এবং গ্রামাঞ্চলে ৮৮৬টি শাখা) এবং বহির্বিশ্বে ৭টি শাখা রয়েছে যার মধ্যে ৬টি যুক্তরাজ্যে ও একটি ভারতের কলকাতায় অবস্থিত। এছাড়া ১৯৯৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনকর্পোরেটেড নামে একটি সাবসিডিয়ারী কোম্পানী স্থাপনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং অঙ্গনে ব্যাংকটি কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছে। এ কোম্পানী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের অর্থ সহজে ও দ্রুত দেশে প্রেরণের আন্তর্জাতিক অর্থ প্রেরক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে থাকে। একই উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিনে ১৯৯৬ সালে কোম্পানীর একটি এবং ১৯৯৭ সালে কুইনস-এ আরও একটি বুথ স্থাপন করা হয়েছে।

১৯৯৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সোনালী ব্যাংকের মোট অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০০ মিলিয়ন, ৩২৭২ মিলিয়ন ও ১৭৪৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির ১১৬২৯ জন কর্মকর্তা ও ১৪৪৯৬ জন কর্মচারীসহ মোট জনশক্তি ছিল ২৬১২৫ জন।

১৯৯৭ সালে সোনালী ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ১২১৭১ মিলিয়ন টাকা (১০%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৬০০৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে ব্যাংকটির তলবী আমানত হ্রাসের পরিমাণ ছিল ১৭৪০ মিলিয়ন টাকা (৫%)। অন্যদিকে মেয়াদী আমানত বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১৩৯১১ মিলিয়ন টাকা (১৬%)। ১৯৯৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সোনালী ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতির পরিমাণ ১২০৩২ মিলিয়ন টাকা (১৩%) বৃদ্ধি পেয়ে ১০৫০৬৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালে সোনালী ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের মধ্যে সরকারী খাতের অংশ ছিল ২০১৪৮ মিলিয়ন টাকা (১৯%) এবং বেসরকারী খাতের অংশ ছিল ৮৪৯১৬ মিলিয়ন টাকা (৮১%)। ১৯৯৭ সালে সোনালী ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ৭৫৫৯৮ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ৮৯২৮৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্স বাবদ ব্যবসার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩২০৩৯ মিলিয়ন টাকা, ৩৩১৫৮ মিলিয়ন টাকা ও ২৪০৯১ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির বিনিয়োগ ১৯৯৭ সালে ৪৮৬৩ মিলিয়ন টাকা (২১%) বৃদ্ধি পেয়ে ২৭৬৯৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। সোনালী ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হল।

কৃষিজাত শিল্পে সর্বাধিক প্রসার ঘটছে মুরগীর খামারে। দেশজুড়ে ছোট বড় অসংখ্য মুরগীর খামার গড়ে উঠেছে সোনালী ব্যাংকের অর্থায়নে

সারণি - ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	৩১শে মার্চ , ১৯৯৮ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০০	১০০০০	১০০০০	১০০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩২৭২	৩২৭২	৩২৭২	৩২৭২
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৭৪৩	১৭৪৩	১৭৪৩	১৭৪৩
৪।	আমানত:	১২৩৮৩৫	১৩৬০০৬	১৩২৮২৬	১৪৫৫৯৩
	ক) তলবী আমানত	৩৭৫১১	৩৫৭৭১	৩২৩৬১	৩৬৭৭৭
	ক) মেয়াদী আমানত	৮৬৩২৪	১০০২৩৫	১০০৪৬৫	১০৮৮১৬
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৯৩০৩২	১০৫০৬৪	১০৬০৭১	১১০১৮৫
৬।	বিনিয়োগ	২২৮৩৬	২৭৬৯৯	২৬৩৮১	২৬৩৮২
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৬৪০০৫	১৮০৮৭৭	১৮৩৫৩৭	১৮৬২৩০
৮।	মোট আয়	৮৫১৭	১০৭৩৩	২৫৫৬	৫০০৮
৯।	মোট ব্যয়	৮২৬৯	৯৮৫২	২৭৬৩	৫১৫৩
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৭৫৫৯৮	৮৯২৮৮	২২১৬০	৫১০০০
	ক) রপ্তানি	২৬২৮৪	৩৩১৫৮	৮৫০০	১৯০০০
	খ) আমদানি	২৯৫০৫	৩২০৩৯	৭৬৪৪	২০০০০
	গ) রেমিটেন্স	১৯৮০৯	২৪০৯১	৬০১৬	১২০০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২৬২৪৩	২৬১২৫	২৬০৩২	২৬৭২৭
	ক) কর্মকর্তা	৮৭১৬	১১৬২৯	১১৫৬০	১২২৬৭
	খ) কর্মচারী	১৭৫২৭	১৪৪৯৬	১৪৪৭২	১৪৪৬০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩৫৫	৩৪৬	৩৫২	৩৬০
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	১৩১৩	১৩১৩	১৩১৩	১৩১৬
	ক) বাংলাদেশে	১৩০৬	১৩০৬	১৩০৬	১৩০৯
	খ) বিদেশে	৭	৭	৭	৭

খাত ভিত্তিক বিতরণ ও আদায়

১৯৯৭ সালে সোনালী ব্যাংক মোট ৭৮৬৭২ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ৭০২৪৪ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৪৭৬৩ মিলিয়ন ও ৬৫১৫৯ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯৯৭ সালে সোনালী ব্যাংক কৃষি খাতে ২৮৬৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৩১৫০ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৬২৯ মিলিয়ন টাকা ও ২৫৬৫ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭৯৫২ মিলিয়ন টাকা ও ৪৮৬২ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯১১৭ মিলিয়ন টাকা ও ৫৯৩৮ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাতওয়ারী ঋণ বিতরণ ও আদায়ের অবস্থা সারণি-২ এ দেয়া হল।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৭ সালে সোনালী ব্যাংক ১৩৬৮ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করেছে। পূর্ববর্তী বছরে এ খাতে মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৬৪৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পুঞ্জীভূত মোট শিল্প ঋণের (মেয়াদী) মধ্যে ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল থেকে মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ ২০৩২৫ মিলিয়ন টাকা এবং বিভিন্ন বৈদেশিক ঋণ কর্মসূচীর আওতায় বৈদেশিক ঋণের অংশ ৬২৬ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালে ব্যাংকটি শিল্প খাতে চলতি মূলধন ঋণ বাবদ ৭০৫৩ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে। পূর্ববর্তী বছরে এ খাতে বিতরণের পরিমাণ ছিল ৭৩১৭ মিলিয়ন টাকা। শিল্পের আকার অনুযায়ী ঋণের পরিমাণ সারণি-৩ এ দেখানো হ'ল।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৬						
বিতরণ	২৬২৯	১৮০০	৭৩১৩	৯১১৭	৬৩০১৭	৭৪৭৬৩
আদায়	২৫৬৫	৮৬২	৫০৭৬	৫৯৩৮	৫৬৬৫৬	৬৫১৫৯
১৯৯৭						
বিতরণ	২৮৬৮	৮৯৯	৭০৫৩	৭৯৫২	৬৭৮৫২	৭৮৬৭২
আদায়	৩১৫০	৩৯৫	৪৪৬৭	৪৮৬২	৬২২৩২	৭০২৪৪
৩১শে মার্চ, ১৯৯৮*						
বিতরণ	৮৮৩	৪৮০	৫৭৭	১০৫৭	১৮৯৮২	২০৯২২
আদায়	৬২৮	১৩৫	৪০৯	৫৪৪	১৭২৮৪	১৮৪৫৬
৩০শে জুন, ১৯৯৮**						
বিতরণ	২৪৩০	৮৫০	৬৫৫	১৫০৫	৩৩২৩৯	৩৭১৭৪
আদায়	১৫০৫	৩২৫	৪৬০	৭৮৫	৩০৮০৮	৩৩০৯৮

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত

সারণি - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৬৪	৩২১৫৭	৩২৩২১
পরিমাণ	১১৮৫৮	৯০৯৩	২০৯৫১
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৫	৩৫	৫০
পরিমাণ	১১৫২	২১৬	১৩৬৮
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৬৬	৩২১৬১	৩২৩২৭
পরিমাণ	১২০৮৬	৯১১৯	২১২০৫
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	৪	৬
পরিমাণ	২২৮	২৬	২৫৪
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৮* পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৮	১০	১৮
পরিমাণ	৩০০	৫৫	৩৫৫

* প্রাক্কলিত।

অন্যান্য কার্যাবলী

ক) বিশেষ বিনিয়োগ কর্মসূচী

সোনালী ব্যাংক ১৯৭৩/৭৪ সাল থেকে পল্লী এলাকায় কৃষি/পল্লী ঋণ প্রদান করে আসছে। এ খাতে ব্যাংকের বর্তমান বকেয়ার পরিমাণ ২৩৯৮৪ মিলিয়ন টাকা, যার প্রধান অংশ কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন এবং গ্রামীণ ক্ষুদ্র চাষীদের আয় উৎসারী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ১০৭৩টি শাখার মাধ্যমে ১১৪০ টি ইউনিয়নে ২.২৫ মিলিয়ন ঋণ গ্রহীতা রয়েছে। পুঁজি বিনিয়োগে অসমর্থ অথচ সম্ভাবনাময় গ্রামীণ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে মৎস্য চাষ এবং হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু খামার স্থাপনে কোন রকম সহায়ক জামানত ছাড়াই ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত (৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বর্ধিত করণের সুযোগসহ) নিবিড় তদারকীমূলক ঋণ প্রদানের জন্য সোনালী ব্যাংকের বিশেষ কর্মসূচী অব্যাহত রয়েছে। ১৯৯৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে এ কর্মসূচীর অধীনে ১৫১৯৫ জন উদ্যোক্তার মাঝে ৭৩৬ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার মধ্যে ৮০ শতাংশই সহায়ক জামানত ছাড়া। সুদসহ ঋণ আদায়ের হার শতকরা ৬৮ ভাগ। এ কর্মসূচীর আওতায় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সকল ঋণ মঞ্জুর করে থাকেন। ক্ষুদ্র ও মাঝারী আকারের দুগ্ধ উৎপাদন, গরু মোটাতাজাকরণ, মহিষ পালন, হাঁস-মুরগী খামার, মৎস্য খামার, সনাতনী ও আধা-নিবিড় চিংড়ী চাষ, হ্যাচারী এবং ফিডমিল প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্যোক্তাদের ঋণ চাহিদা মেটাতে সোনালী ব্যাংক ১৯৯৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত এ কর্মসূচীর আওতায় মোট ১০৯ উদ্যোক্তাকে ৭৬১ মিলিয়ন টাকা ঋণ দিয়েছে। আলোচ্য কর্মসূচীতে ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষমতা প্রিন্সিপাল অফিস ও কর্পোরেট শাখা প্রধানদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। কৃষি খাতে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা সৃষ্টি, লালন ও উন্নয়ন করাই আলোচ্য কর্মসূচীর লক্ষ্য। সোনালী ব্যাংক ২০০টি নির্বাচিত শাখার মাধ্যমে সহায়ক জামানত ছাড়াই ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত হাজা-মজা গ্রামীণ জলাশয় ও পুকুর সংস্কার করে মৎস্য চাষের আওতাভূক্ত করার জন্যে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে মৎস্য ঋণ কর্মসূচী পরিচালনা করে।

খ) দারিদ্র বিমোচন ঋণ কর্মসূচী

মূলতঃ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাংক দারিদ্র বিমোচন ঋণ কর্মসূচী চালু করেছে। দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কর্মসূচীসমূহ হচ্ছেঃ

(১) এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগিতায় বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া ও যশোর জেলার ৮২টি থানায় পরিচালিত পল্লী দারিদ্র সমবায় প্রকল্প, (২) ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ও নেদারল্যান্ড সরকারের সহায়তায় বৃহত্তর রংপুর জেলায় পরিচালিত আরডি-৯ প্রকল্প, (৩) সরকারের জনশক্তি কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএসইটি) সহযোগিতায় পরিচালিত বিত্তহীন ঋণ প্রকল্প, (৪) স্বনির্ভর বাংলাদেশ ঋণ সহায়তায় স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচী, (৫) কুড়িগ্রাম জেলায় পরিচালিত ইফাদ সহায্যপুষ্ট প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র খামার পদ্ধতির মাধ্যমে শস্য নিবিড়করণ প্রকল্প।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করছেন আভ্যন্তরীণ রুটে বেসরকারী বিমান সংস্থা। এই সংস্থাটি সোনালী ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে উঠেছে

বিত্তহীনদের ঋণ প্রদানের একটি কার্যকর মডেল উদ্ভাবনের লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী কুমিল্লা ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বগুড়ার সংগে দু'টি গবেষণা মূলক ঋণ কর্মসূচী পরিচালনা করছে। পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাংক এ পর্যন্ত ৪৯৭৪০০ জন নারীসহ সর্বমোট ৭০৫০০০ জন বিত্তহীন-এর মাঝে ২৪৩১ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করেছে। এছাড়া, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড-এর সহযোগিতায় সোনালী ব্যাংক ১৩০ টি থানায় মহিলা ঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। ব্যাংক এ খাতে এ পর্যন্ত ৬৬০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করেছে যার বিপরীতে গড় আদায়ের হার প্রায় ৯২%। কর্মসূচীটি সমবায় কাঠামোর ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। ৩১৬৪টি প্রাথমিক সমিতির (এমএসএস) প্রায় ১৫৮৫২৫ জন মহিলা সদস্য এই কর্মসূচীর আওতায় ঋণ সুবিধা পেয়েছে। বিশেষ কর্মসূচীসহ খাত ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণি-৪ এ দেয়া হ'ল।

সারণী - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৮ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ				
	ক) শস্য	১২০০৮	১৪২৭৮	১৪৭০৯	১৫০৮৫
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৭৫৮২	৬৭৩৬	৬৮০৬	৬৮৪০
২।	শিল্পঃ				
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	২৪২৩৩	২৫৪১৫	২৫৯৪৩	২৬৩৯৭
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১১৫৬১	১২৭৬১	১৩১৭৫	১৩৩৮০
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	৭৭০৬	১০৯৫৮	১০৮৫১	১০৯০৫
৪।	বীমা রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	২৫৩১	২৭৬০	২৭৭৫	২৮০০
৩।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৫২	১৩৮	১৩৫	১৩৩
৪।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ				
	ক) দারিদ্র বিমোচন	১২৪৬	১৪৮২	১৩৫৯	১৩৭২
	ক) অন্যান্য	৪৪৪	৪৫৯	৪৮৩	৪৯৭
৫।	অন্যান্য	২৫৫৬৯	৩০০৭৭	২৯৮৩৫	৩২৭৭৬
	সর্বমোট	৯৩০৩২	১০৫০৬৪	১০৬০৭১	১১০১৮৫

গ্রামীণ জনপদে অতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে পাঙ্গাস মাছের চাষ। এ ক্ষেত্রেও অর্থায়ন করে চলেছে সোনালী ব্যাংক

জনতা ব্যাংক

জনতা ব্যাংক দেশের অন্যতম বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক যার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮০০০ মিলিয়ন টাকা, ২৫৯৪ মিলিয়ন টাকা ও ১৩৬ মিলিয়ন টাকা। বিদেশে ৪টি শাখাসহ ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা ৮৯৭টি। বিদেশী শাখাসমূহ সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবী, দুবাই, শারজাহ ও আল-আইনে অবস্থিত। ১৯৯৭ সালের শেষে ব্যাংকের মোট জনশক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭১১৩ জন, যার মধ্যে ৭৬৯৩ জন কর্মকর্তা।

১৯৯৭ সালে জনতা ব্যাংকের আমানত ১০৭৩৪ মিলিয়ন টাকা (১৪%) বৃদ্ধি পেয়ে ৮৭১০২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা ১৯৯৬ সালে ১০১৩৪ মিলিয়ন টাকা (১৫%) বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য বছরে মোট আমানতের মধ্যে তলবী আমানত হ্রাস পায় ৮২ মিলিয়ন (০.৪৯%) ও মেয়াদী আমানত বৃদ্ধি পায় ১০৮১৬ মিলিয়ন (১৮%) টাকা। ১৯৯৭ সালে ব্যাংকটির ঋণের স্থিতির পরিমাণ ৮৭৬৯ মিলিয়ন টাকা (১৭%) বৃদ্ধি পেয়ে ৬১৯২৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৬ সালে ঋণের স্থিতি ৭১৯৯ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য বছরে ব্যাংকটির বিনিয়োগের পরিমাণ ৩০৭৯ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০৫৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। জনতা ব্যাংক ১৯৯৭ সালে মোট ৬৯৫৪৭ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসা পরিচালনা করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৬৫৭৫১ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে বৈদেশিক মুদ্রার মোট ব্যবসার মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৬৯৩৮ মিলিয়ন টাকা, ২২৯৬৯ মিলিয়ন টাকা ও ৯৬৪০ মিলিয়ন টাকা। জনতা ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৭ সালে জনতা ব্যাংক ১২৪৭৯৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৯৫৫০ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৫৭০২ মিলিয়ন ও ৮৫০৩ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে কৃষি ও শিল্প খাতে যথাক্রমে ১৬০৯ মিলিয়ন টাকা এবং ১৩১৮৯মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৩৭৫ মিলিয়ন টাকা ও ৫৮০৭ মিলিয়ন টাকা। জনতা ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২ এ দেয়া হ'ল।

ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে উঠেছে সেচযন্ত্র প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৭ সালে জনতা ব্যাংক ৩০টি শিল্প প্রকল্পের জন্য মোট ১১৩৩ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করেছে। ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ব্যাংকটির ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮২১৩ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে ৫৩৪৬ মিলিয়ন টাকা (৬৫%) মঞ্জুর করা হয় বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প খাতে। জনতা ব্যাংকের শিল্প ঋণের আকার ভিত্তিক অবস্থা সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

দারিদ্র বিমোচন/পল্লী ঋণ কর্মসূচী

জনতা ব্যাংক দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাংকের নিজস্ব উদ্যোগে ও দেশী-বিদেশী সংস্থার সহযোগিতায় বিভিন্ন দারিদ্র বিমোচন সংক্রান্ত ঋণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে আসছে। এ সকল কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন আয় উৎসারী কর্মকান্ডে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এ ঋণ ব্যক্তি ও গ্রুপের মাধ্যমে কোন জামানত ছাড়াই বিতরণ করা হয়। ঋণের সীমা ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৫০০০ টাকা এবং ৫ হতে ২০ সদস্যের গ্রুপের ক্ষেত্রে দুই লক্ষ টাকা। দারিদ্র বিমোচন সংক্রান্ত ঋণ কর্মসূচীগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি অন্যতমঃ

ক) ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন কৃষক উন্নয়ন প্রকল্প,
খ) স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচী,
গ) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক খামার পদ্ধতিতে শস্য নিবিড়করণ প্রকল্প,

ঘ) রুরাল পুওর প্রোগ্রাম (আরপিপি),
ঙ) বহুমুখী ঋণ কর্মসূচী ।

দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে এ সব প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ২ লাখ ৮ হাজার জন ঋণ গ্রহীতাকে মোট ৮৭০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ কর্মসূচীগুলির মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ মহিলার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকের ৬৪৭টি শাখা দেশের ৭২১টি ইউনিয়নে পল্লী ঋণ কার্যক্রমের সংগে জড়িত রয়েছে। ১৯৯৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে জনতা ব্যাংকের মোট পল্লী ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৫০৮ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে এর পরিমাণ ছিল ৩৩৫৪ মিলিয়ন টাকা । এ স্থিতির পরিমাণ ১৯৯৮ সালের ৩০শে জুন তারিখে প্রায় ৪৫৫৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। দারিদ্র বিমোচন ও বিশেষ ঋণসহ ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণি-৪ এ দেয়া হ'ল।

ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় নির্মিত বহুতল ভবন

সারণি - ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭*	৩১শে মার্চ ,১৯৯৮ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৮০০০	৮০০০	৮০০০	৮০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৫৯৪	২৫৯৪	২৫৯৪	২৫৯৪
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৩৪	১৩৬	১৩৬	১৩৬
৪।	আমানত:	৭৬৩৬৮	৮৭১০২	৮৫১৫৯	৮৯৪১৬
	ক) তলবী আমানত	১৬৮৬০	১৬৭৭৮	১৫১১৭	১৬১৭৮
	খ) মেয়াদী আমানত	৫৯৫০৮	৭০৩২৪	৭০০৪২	৭৩২৩৮
৫।	অগ্রিম	৫৩১৫৯	৬১৯২৮	৫৮৯৫১	৬০১৩০
৬।	বিনিয়োগ	১৫৯৭৯	১৯০৫৮	১৪২৫৭	১৭১৫৫
৭।	মোট পরিসম্পদ	৮৩৫২৯	৯৫৭২৯	৭৬৫৮৩	৮১৩৭০
৮।	মোট আয়	৬২৩২	৭৫৯৩	১৯৯৩	৩৯৮৬
৯।	মোট ব্যয়	৫২৮৫	৬৪৯৩	১৯৬৩	৩৭৮৬
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৬৫৭৫১	৬৯৫৪৭	১৪৬৪৭	৩৩১০০
	ক) রপ্তানি	২০৫৬৬	২২৯৬৯	৩০৪৭	৭৫০০
	খ) আমদানি	৩৭৮৬০	৩৬৯৩৮	৯৫০০	২১০০০
	গ) রেমিটেন্স	৭৩২৫	৯৬৪০	২১০০	৪৬০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৭৩৫১	১৭১১৩	১৭০৪৯	১৭০৩০
	ক) কর্মকর্তা	৭৭৯০	৭৬৯৩	৭৬৫৩	৭৬৪৩
	খ) কর্মচারী	৯৫৬১	৯৪২০	৯৩৯৬	৯৩৮৭
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৮৪০	১১০২	১১০৫	১১২০
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	৮৯৭	৮৯৭	-	-
	ক) বাংলাদেশে	৮৯৩	৮৯৩	-	-
	খ) বিদেশে	৪	৪	-	-

* ক্রমিক নং ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সাময়িক।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৬							
	বিতরণ	১৩৭৫	৯	৫৭৯৮	৫৮০৭	৮৫২০	১৫৭০২
	আদায়	১২৮০	৪	৫০২২	৫০২৬	২১৯৭	৮৫০৩
১৯৯৭							
	বিতরণ	১৬০৯	৭৪২	১২৪৪৭	১৩১৮৯	১০৯৯৯	২৫৭৯৭
	আদায়*	১৪৯৬	৩৩৮	৫২৮	৮৬৬	৭১৮৮	৯৫৫০
৩১শে মার্চ, ১৯৯৮							
	বিতরণ	৪৬৭	৭৪	৩৯৫৩	৪০২৭	২২৫৬৭	২৭০৬১
	আদায়*	২৬১	৬৫	৫৬	১২১	২১৯৮	২৫৮০
৩০শে জুন, ১৯৯৮							
	বিতরণ	১০১৭	১২৮	৭৯০৬	৮০৩৪	৪৫১৩৪	৫৪১৮৫
	আদায়*	৭৩০	১০৬	১৫৭	২৬৩	৪১০৭	৫১০০

* কেবলমাত্র শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণ আদায়।

সারণি - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৭ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪৯	৪৬৬৪	৪৭১৩
	পরিমাণ	৫৩৪৬	২৮৬৭	৮২১৩
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১১	১৯	৩০
	পরিমাণ	৮০৯	৩২৪	১১৩৩
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৭ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫১	৪৬৭৩	৪৭২৪
	পরিমাণ	৫৫৫৭	২৯১৯	৮৪৭৬
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২	৯	১১
	পরিমাণ	২১১	৫২	২৬৩
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৮ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫	২১	২৬
	পরিমাণ	৩৫৬	১০৮	৪৬৪

সারণি - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৮ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	২৫৭৩	২৬৯০	২৭০৬	২৭০৮
	(ক) শস্য	২১২৩	২২৮৮	২৩০৩	২৩০৫
	(ক) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৪৫০	৪০২	৪০৩	৪০৩
২।	শিল্পঃ	৭১৮০	২৫৩২৮	২৫৭৩৫	২৫৮৫০
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৫২১৩	২৩৩০৮	২৩৭১০	২৩৮২০
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১৯৬৭	২০২০	২০২৫	২০৩০
৩।	পাইকারী/ খুচরা ব্যবসা এবং রেঁস্তোরা	১৬৫০	১৬২৫	১৬৩০	১৬৩৫
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	১০৫০	১০৬৯	১০৭০	১০৭১
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৩	৩৯৯	৪০০	৪০২
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ	৭৮১	১৮১৮	১৮৩৯	১৮৪৯
	দারিদ্র বিমোচন	৫৮০	৭৪০	৭৪৭	৭৪৯
	অন্যান্য	২০১	১০৭৮	১০৯২	১১০০
৭।	অন্যান্য	৩৯৯১২	২৮৯৯৯	২৫৫৩৫	২৬৬১৫
	সর্বমোট	৫৩১৫৯	৬১৯২৮	৫৮৯১৫	৬০১৩০

ম্যালামাইনের তৈজসপত্র শিল্পেও রয়েছে জনতা ব্যাংকের অর্থায়ন

অগ্রণী ব্যাংক

অগ্রণী ব্যাংক দেশের অন্যতম বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে অগ্রণী ব্যাংকের অনুমোদিত এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮০০০ মিলিয়ন টাকায় ও ২৪৮৪ মিলিয়ন টাকায়। রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ৩০৯ মিলিয়ন টাকা। এ সময়ে ব্যাংকটির শাখা সংখ্যা দাঁড়ায় ৯০৩টিতে যার মধ্যে ৬৬০টি বা শতকরা ৭৩ ভাগ পল্লী এলাকায় অবস্থিত। ব্যাংকটির মোট জনবলের সংখ্যা হচ্ছে ১৩৪৮৬ জন যার মধ্যে ৬৮২৯ জন কর্মকর্তা। মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ছাড়াও ১৯৯৭ সালে ৪৭ টি কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে মোট ১২৮৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পরিমাণ ৪৪৯৪ মিলিয়ন টাকা (৮%) বৃদ্ধি পেয়ে ৬২১৬৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী বছরে যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ৩৯৭৬ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের মার্চ পর্যন্ত ঋণের স্থিতি ৬৬৯৮৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির বিনিয়োগের পরিমাণ ৩৭০২ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৭২৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালে অগ্রণী ব্যাংক মোট ৮৮৬৮৮ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এর মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৮৩২৬ মিলিয়ন টাকা, ৩৫১৯৬ মিলিয়ন টাকা ও ২৫১৬৬ মিলিয়ন টাকা। অগ্রণী ব্যাংকের কার্যক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি - ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	৩১শে মার্চ ১৯৯৮ (সাময়িক)	৩০শে জুন ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৮০০০	৮০০০	৮০০০	৮০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৪৮৪	২৪৮৪	২৪৮৪	২৪৮৪
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩০৯	৩০৯	৩০৯	৩০৯
৪।	আমানত:	৬৯৪৬৯	৭৫৩৫৬	৭৭৩৩৭	৮১৬৬৫
	১। তলবী আমানত	১৪২৩৯	১৫৫২৬	১৩৯২১	১৪৭০০
	২। মেয়াদী আমানত	৫৫২৩০	৫৯৮৩০	৬৩৪১৬	৬৬৯৬৫
৫।	অগ্রিম	৫৭৬৭৪	৬২১৬৮	৬৬৯৮৩	৭১৮২২
৬।	বিনিয়োগ	১৪০২৩	১৭৭২৪	১৫৯৪৭	১৬০০২
৭।	মোট পরিসম্পদ	৭৫৭৩৯	৮৭৬২৩	৯০৫৯৩	৯৩৫৬৫
৮।	মোট আয়	৬২৪২	৬৬৮৪	১৬৭১	৩৩৪১
৯।	মোট ব্যয়	৪৯৮৮	৫৮১০	১৪৫২	২৯০৪
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৮৬১৮৫	৮৮৬৮৮	২৫৯০০	৫১০০০
	ক) রপ্তানি	৩৫১০৩	৩৫১৯৬	১০৬০০	২১০০০
	খ) আমদানি	২৯৪৮২	২৮৩২৬	৮১০০	১৬০০০
	গ) রেমিটেন্স	২১৬০০	২৫১৬৬	৭২০০	১৪০০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৩৬৪১	১৩৪৮৬	১৩৪৩৩	১৩৪১৯
	১। কর্মকর্তা	৬৮৯০	৬৮২৯	৬৮০৬	৬৭৯৫
	২। কর্মচারী	৬৭৫১	৬৬৫৭	৬৬২৭	৬৬২৪
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৯৭৮	৯৭৮	৯৭৮	৯৮০
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	৯০৩	৯০৩	৯০৩	৯০৩

১৯৯৭ সালে অগ্রণী ব্যাংকের আমানত শতকরা ৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৭৫৩৫৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী বছরে বৃদ্ধি পেয়েছিল শতকরা ৫ ভাগ। এর মধ্যে তলবী আমানত ও মেয়াদী আমানত বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ১২৮৭ মিলিয়ন টাকা ও ৪৬০০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটির আমানত ১৯৮১ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য ১৯৯৭ বছরের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির মোট ঋণের স্থিতির

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৭ সালে অগ্রণী ব্যাংক মোট ২৬৮২৪ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে এবং ২৭৪৯৮ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ছিল ৪২৭ মিলিয়ন টাকা কৃষি ঋণ, ৯১২১ মিলিয়ন টাকা শিল্প ঋণ ও ১৭২৭৬ মিলিয়ন টাকা অন্যান্য ঋণ। এর বিপরীতে উক্ত খাতসমূহে ঋণ আদায়ের

পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৯৯ মিলিয়ন টাকা, ৮৩২১ মিলিয়ন টাকা ও ১৮৬৭৮ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের খাতওয়ারী ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক চিত্র সারণি-২ এ দেয়া হ'ল।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৭ সালে অগ্রণী ব্যাংক ৯৫৪টি প্রকল্পের জন্য মোট ১৯৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে যার মধ্যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য ৫২ মিলিয়ন টাকা এবং বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে জন্য ১৪৫ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করা হয়। ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত পুঞ্জীভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ১১০৩২ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ১০৩৮২ মিলিয়ন টাকা এবং বৈদেশিক ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ৬৫০ মিলিয়ন টাকা। শিল্প খাতে অগ্রণী ব্যাংকের মঞ্জুরীকৃত ঋণের মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প খাতে ৭২৭৬ মিলিয়ন টাকা এবং ৩৭৫৬ মিলিয়ন টাকা দেয়া হয়েছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে। শিল্পের আকার ভিত্তিক অগ্রণী ব্যাংকের ঋণ মঞ্জুরী সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

খাত		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ		মোট	অন্যান্য	সর্ব মোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন			
১৯৯৬							
	বিতরণ	৫৬৭	৩০৪৭	১৮০৫৩	২১১০০	৯১১১	৩০৭৭৮
	আদায়	৪৭৩	২১৯৩	১৭১৯৭	১৯৩৯০	৪১৪৬	২৪০০৯
১৯৯৭							
	বিতরণ	৪২৭	৫৪৩	৮৫৭৮	৯১২১	১৭২৭৬	২৬৮২৪
	আদায়	৪৯৯	৫৮৬	৭৭৩৫	৮৩২১	১৮৬৭৮	২৭৪৯৮
৩১শে মার্চ, ১৯৯৮*							
	বিতরণ	১০৭	১০৩	৩৬৬৭	৩৭৭০	২৪০২	৬২৭৯
	আদায়	১২৫	৯৮	৩৬২০	৩৭১৮	৪০৪৬	৭৮৮৯

* সাময়িক।

সারণি - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৭ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১১২	৪৪৫৩	৪৫৬৫
	পরিমাণ	৭২৭৬	৩৭৫৬	১১০৩২
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩	৯৫১	৯৫৪
	পরিমাণ	১৪৫	৫২	১৯৭
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৮ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১১৩	৪৪৬০	৪৫৭৩
	পরিমাণ	৭৪৪৬	৩৭৬৪	১১২১০
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১	৭	৮
	পরিমাণ	১৭০	৮	১৭৮
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৮ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১	১০	১১
	পরিমাণ	১৭০	১২	১৮২

বিশেষ ঋণ কর্মসূচী

দেশের বাড়তি জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করে আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের বেকারত্ব দূর করা, আর্থিক অবস্থার তথা জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং সর্বোপরি তাদেরকে উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করাই অগ্রণী ব্যাংকের এসব কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংকের গৃহীত কয়েকটি বিশেষ কর্মসূচী হচ্ছে ঃ

ক) কৃষি ও পল্লী ঋণ ঃ

১৯৯৭ সালে ব্যাংকটি কৃষি ও পল্লী ঋণ বাবদ ১২৩৭ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে এবং ১২৫২ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়ে যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১১১৫ মিলিয়ন ও ১০৫৪ মিলিয়ন টাকা।

খ) উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান প্রকল্প (পিইপি)ঃ

দরিদ্র জনগণের সঞ্চয় ও ঋণ প্রক্রিয়া উদ্ভাবনে বিভিন্ন আয় বর্ধক কর্মকান্ডে এ প্রকল্পের আওতায় ঋণ দেয়া হয়। কর্মসূচীর প্রকল্প এলাকা হলোঃ ফরিদপুর, রাজবাড়ি, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, শরিয়তপুর ও কুড়িগ্রাম জেলায় ২৫টি থানা। ঋণ প্রকল্পটি সিডা ও নোরাডের আর্থিক সাহায্য ও বিআরডিবির সহযোগিতায় গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটির আওতায় ১৫৩৯৮৬ জন ঋণ গ্রহীতাকে ৭৭২ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আদায়ের হার শতকরা ৯৯ ভাগ।

গ) দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী (দাবিক)ঃ

বিত্তহীন জনগোষ্ঠীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, জীবন যাত্রার সার্বিক মান উন্নয়ন, বেকারত্ব দূরীকরণ এবং পাশাপাশি গণশিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষেও বিভিন্ন আয় উৎসারী কর্মকান্ড, কুটির শিল্প, হাঁস-মুরগী পালন ইত্যাদি কার্যক্রমে ব্যাংকের নিজস্ব উৎস হতে এ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচীর আওতায় ২৫টি থানার ১৬৩১৭ জনকে ৬৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আদায়ের হার শতকরা ৮৮ ভাগ।

ঘ) চাকুরীর জন্য বিদেশে গমনেচ্ছু বেকার যুবকদের অগ্রিম প্রদান কর্মসূচীঃ

দেশের বেকার যুবকদের বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য ব্যাংক নিজস্ব উৎস হতে এ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ দিয়ে থাকে। সর্বোচ্চ ঋণ সীমা ০.১০ মিলিয়ন টাকা। সমগ্র বাংলাদেশে এ কর্মসূচীর আওতায় ৮৬৮ জনকে ৩৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আদায়ের হার শতকরা ৮৪ ভাগ।

ঘ) ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন প্রকল্প (এসইডিপি)ঃ

নোরাডের সহায়তায় এ প্রকল্পের আওতায় বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর জেলায় ক্ষুদ্র আকারের প্রকল্প স্থাপন করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য মে, ৯৫ হতে এ ঋণ প্রদান শুরু হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ডিসেম্বর, ৯৭ পর্যন্ত ৮৬৪৬

অগ্রণী ব্যাংক অর্থায়িত একটি ডেইরী প্রকল্প

জনকে ১৮৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং আদায়ের হার শতকরা ৯৫ ভাগ।

চ) মহিলাদের জন্য ঋণ কর্মসূচীঃ

দেশের মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য ব্যাংকের নিজস্ব উৎস হতে ১৯৯৩ সালে ব্যাংক এ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচীর আওতায় নকশী কাঁথা, বাটিক প্রিন্ট, টেইলারিং, শাড়ীর দোকান ইত্যাদি উদ্যোগের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচীর আওতায় ১০১জন মহিলাকে ৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আদায়ের হার শতকরা ৮০ ভাগ।

ছ) দারিদ্র বিমোচনে বেসরকারী সংস্থাকে ঋণ প্রদানঃ

অগ্রণী ব্যাংক দেশের বেসরকারী সংস্থা (এনজিও)কে ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমেও দেশের দারিদ্র বিমোচন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। ব্যাংকটি এ পর্যন্ত "আশা"-র অনুকূলে ১০ মিলিয়ন টাকা এবং রংপুরস্থ গ্রামীণ সমাজ কেন্দ্র-এর অনুকূলে ৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে।

ছ) নেত্রকোণা সমন্বিত কৃষি উৎপাদন ও পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পঃ

নেত্রকোণা জেলার ১০টি থানার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের ক্রমান্বয়ে ভূমিহীন হওয়ার প্রবণতা রোধ করা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে চলতি বছরে এ প্রকল্পের আওতায় ২০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় আগামী পাঁচ বছরে সর্বমোট ১০০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হবে।

ঝ) পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প (ইফাদ)ঃ

প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তাদের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে স্থায়ীভাবে তাদের দারিদ্র বিমোচন করাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় শুরু থেকে পরবর্তী ৫ বছরে ৬০০ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হবে যার শতকরা ৮০ ভাগ ইফাদ এবং ২০ ভাগ অগ্রণী ব্যাংক প্রদান করবে। ডিসেম্বর, ১৯৯৭ পর্যন্ত ৮৭৯ জনকে ৬৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে।

ঞ) কুড়িগ্রাম দ্রারিদ্র বিমোচন প্রকল্প (কেপিএপি)ঃ

কুড়িগ্রাম জেলার দ্ররিদ্র জনগণের মধ্যে ঋণ প্রদানকল্পে নোরাডের ৮৫ মিলিয়ন টাকা আর্থিক সহায়তায় জুলাই, ৯৭ হতে এ কর্মসূচীটির কার্যক্রম শুরু হয়। ডিসেম্বর, ৯৭ পর্যন্ত ৪৩৪৪২ জন ঋণ গ্রহীতাকে ২২৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আদায়ের হার শতকরা ৮২ ভাগ।

বিশেষ ঋণ কর্মসূচীসহ খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হল।

সারণি - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৮ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ				
	(ক) শস্য	১৭৯৫	১৯২৫	১৯৫৮	১৯৯০
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৩৯৩	৪১২	৪১৪	৪১৭
২।	শিল্পঃ				
	(ক) বৃহৎ ও মাঝারী	২৪১৭১	২৬৫৮০	২৬৫১১	২৮৩৭২
	(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৩৯৫২	৩৭৬৩	৩৮৬৫	৩৯৩৫
৩।	পাইকারী ও খুচরা বানিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল	১৩৫৬৮	১২৯৬০	১৩৪৬৯	১৪৬৮১
৪।	বীমা, অর্থ সংস্থা, রিয়েল এষ্টেট, ব্যবসা ও সার্ভিস	৪৪০৫	৪৬০৫	৪৬৪৬	৫০৬৪
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৬৮৪	৭৮১	৭৭৮	৮৪৭
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ				
	(ক) দারিদ্র বিমোচন	১৮	২৪	২৫	২৬
	(ক) অন্যান্য	৫৬৮	৫৮১	৭৩৪	৭৮৮
৭।	অন্যান্য	৮১২০	১০৫৩৭	১৪৫৮৩	১৫৭০২
	সর্বমোট	৫৭৬৭৪	৬২১৬৮	৬৬৯৮৩	৭১৮২২

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড

১৯৮৬ সালের ১৪ই ডিসেম্বর রূপালী ব্যাংককে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা হয়। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে রূপালী ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭০০০ মিলিয়ন টাকা ও ১২৫০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪৭ মিলিয়ন টাকা। পরিশোধিত মূলধনে সরকারী শেয়ারের পরিমাণ শতকরা ৯৪.৫৫ ভাগ এবং বেসরকারী শেয়ার এর পরিমাণ ৫.৪৫ ভাগ। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা পাকিস্তানের করাচীতে ১টি বিদেশী শাখাসহ মোট ৫১৬টি তে দাঁড়ায়, যার মধ্যে ২৫০টি শাখা পৌর এলাকাধীন এবং বাকী ২৬৬টি পল্লী অঞ্চলে অবস্থিত। ১৯৯৭ সালের শেষে ব্যাংকটির মোট জনসম্পদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬০০৭ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তার সংখ্যা ৩৩৯৯ এবং কর্মচারীর সংখ্যা ২৬০৮ জন।

১৯৯৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২৫৪৫ মিলিয়ন টাকা যা ১৯৯৬ সালের তুলনায় ৩৯১ মিলিয়ন টাকা (১%) কম। ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ তারিখে ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ ৩০৫৪০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এর ঋণের স্থিতির পরিমাণ গত বছরের চেয়ে ১৩৬ মিলিয়ন টাকা (০.৫৮%) বৃদ্ধি পেয়ে ২৩৬৫০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ৩১শে মার্চ '৯৮ তারিখে মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ২২৮৮৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে ব্যাংকের মোট বিনিয়োগ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১২৭৮ মিলিয়ন টাকা (১৫%) হ্রাস পেয়ে ৭১৪৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড মোট ২০৯৮০ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ১৭৬৫৬ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে মোট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসায়ের মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৪৫০০ মিলিয়ন টাকা, ৫৪০০ মিলিয়ন টাকা ও ১০৮০ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি - ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৭০০০	৭০০০	৭০০০	৭০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১২৫০	১২৫০	১২৫০	১২৫০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৪৪	১৪৭	১৪৭	১৪৭
৪।	আমানত:	৩২৯৩৬	৩২৫৪৫	৩০৫৪০	৩৩৬০০
	ক) তলবী আমানত	৬১৪১	৭২৭২	৫৬৮০	৬২৪৮
	খ) মেয়াদী আমানত	২৬৭৯৫	২৫২৭৩	২৪৮৬০	২৭৩৫২
৫।	অগ্রিম	২৩৫১৪	২৩৬৫০	২২৮৮৩	২৫১৭০
৬।	বিনিয়োগ	৮৪২৬	৭১৪৮	৭১৪৮	৭৮৬৩
৭।	মোট পরিসম্পদ	৪৪৩৬৫	৫০৪৮০	৫০৪৯০	৫২৫০০
৮।	মোট আয়	২৭৩১	২৮৯৬	৬৫৭	১৪৫০
৯।	মোট ব্যয়	২৩৬০	২৭৫২	৭৫০	১২৫০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১৭৬৫৬	২০৯৮০	৮৮২০	১৭৬৩৮
	ক) রপ্তানি	৩৯৭৪	৫৪০০	১৩০০	২৫৯৯
	খ) আমদানি	১২৩১২	১৪৫০০	৭৩৫০	১৪৭০০
	গ) রেমিটেন্স	১৩৭০	১০৮০	১৭০	৩৩৯
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৬১৭৯	৬০০৭	৫৯৭৪	৫৯৫৪
	ক) কর্মকর্তা	২৭৭৩	৩৩৯৯	৩৩৭৯	৩৩৬৮
	খ) কর্মচারী	৩৪০৬	২৬০৮	২৫৯৫	২৫৮৬
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৬০	১৬০	১৬০	১৬২
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	৫১৮	৫১৬	৫১৫	৫১৫
	ক) বাংলাদেশ	৫১৭	৫১৫	৫১৪	৫১৪
	খ) বিদেশে	১	১	১	১

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৭ সালে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড মোট ৪৯৬৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ১৭৯৯ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬২৬৭ মিলিয়ন টাকা ও ১৩৩৬ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯৯৭ সালে ব্যাংকটির কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৪০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৪৮ মিলিয়ন টাকা। একই সময়ে শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৯২৩ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৫৭৮৬ মিলিয়ন টাকা। রূপালী ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের অবস্থা সারণি-২ এ দেয়া হল।

রূপালী ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি ইটের কারখানা

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ		মোট	অন্যান্য	সর্ব মোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন			
১৯৯৬							
	বিতরণ	৪৮	৭৫৪	৫০৩২	৫৭৮৬	৪৩৩	৬২৬৭
	আদায়	৪৮	১৭	১৩১	১৪৮	১১৪০	১৩৩৬
১৯৯৭							
	বিতরণ	৪০	৯৮	৪৮২৫	৪৯২৩	৫	৪৯৬৮
	আদায়	৫৯	১০	১০০৯	১০১৯	৭২১	১৭৯৯
৩১শে মার্চ, ১৯৯৮*							
	বিতরণ	১১	৯	৫৯৮	৬০৭	২	৬২০
	আদায়	১৪	-	১৩৩	১৩৩	১০১	২৪৮
৩০শে জুন, ১৯৯৮**							
	বিতরণ	৩০	-	৫৫০	৫৫০	৫	৫৮৫
	আদায়	২৮	-	২৫০	২৫০	২	২৮০

* সাময়িক। ** প্রাক্কলিত।

১৯৯৭ সালে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড মাত্র ৮টি প্রকল্পের জন্য মোট ১১০ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকের পুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ১১১৭টি প্রকল্পের অনুকূলে ২৫৩৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এর মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারী আকারের জন্য ২৩৮৯ মিলিয়ন টাকা (৯৪%) এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য ১৪৫ মিলিয়ন টাকা (৬%) মঞ্জুর করা হয়। ব্যাংকটির আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

দারিদ্র বিমোচন ও অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী

দেশে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে রূপালী ব্যাংক লিঃ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এগুলোর অনুকূলে বিতরণকৃত ঋণের স্থিতি ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে দাঁড়ায় ৯৪ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ১০৭ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হ'ল।

সারণি - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		মোট
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
*ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৭৯	৯৩৮	১১১৭
পরিমাণ	২৩৮৯	১৪৫	২৫৩৪
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত*			
প্রকল্প সংখ্যা	৮	-	৮
পরিমাণ	১১০	-	১১০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৮১	৯৩৮	১১১৯
পরিমাণ	২৪৫১	১৪৫	২৫৯৬
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	৬০	-	৬০
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১০	-	১০
পরিমাণ	৫০	-	৫০

* সংশোধিত।

রূপালী ব্যাংক লিঃ কর্তৃক অর্থায়িত একটি জুতা তৈরির কারখানা

সারণি - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৮ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	২৪৯	১৫৫	১৭০	১৭৫
	ক) শস্য	৪৩	৪০	৪০	৪০
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	২০৬	১১৫	১৩০	১৩৫
২।	শিল্পঃ	৯০৮৯	৭৯৫৮	৮০১৪	৮০৬০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৮৪৮১	৭১৪৭	৭১৭৯	৭১৯৫
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৬০৮	৮১১	৮৩৫	৮৬৫
৩।	পাইকারী ও খুচরা বানিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল	৭৫৪৯	৮৭৩৫	৮৮২৩	৮৭৬২
৪।	বীমা, অর্থ সংস্থা, রিয়েল এষ্টেট, ব্যবসা ও সার্ভিস	৬৯৪	৩৩১	৩৪০	৩৪০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৪৬৬	৪৭৮	৪৮৯	৪৮৯
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ	১০৭	৯৪	৯৮	১০২
	ক) দারিদ্র বিমোচন	১	২	৩	৪
	খ) অন্যান্য	১০৬	৯২	৯৫	৯৮
৭।	অন্যান্য	৫৩৬০	৫৮৯৯	৪৯৪৯	৭২৪২
	সর্বমোট	২৩৫১৪	২৩৬৫০	২২৮৮৩	২৫১৭০

বিশেষায়িত ব্যাংক

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষি ঋণ দানকারী বৃহত্তম জাতীয় প্রতিষ্ঠান। কৃষি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। এ ব্যাংকের বর্তমান অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে ২০০০ মিলিয়ন ও ১০০০ মিলিয়ন টাকা। ১১ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংকের সার্বিক পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। এ ব্যাংকের বর্তমানে ৮৩৬টি শাখা রয়েছে। মার্চ, ১৯৯৮ তারিখে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৬৯৭ ও ৬৮৩৮ জন।

১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরে আমানত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ৩৭৫০ মিলিয়ন টাকায় নির্ধারণ করা হয়। ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে আমানতের পরিমাণ জুন, ১৯৯৭ এর ১৮৩৬৪ মিলিয়ন টাকা থেকে প্রায় ০.৭৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১৮২২০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

কৃষি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত অগ্রিমের পরিমাণ জুন, ১৯৯৭ এর ৩৪৯৯৬ মিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে মার্চ, ১৯৯৮শেষে ৩২২৭৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এপ্রিল-জুন, ১৯৯৮ তিন মাসে অগ্রিমের পরিমাণ আরো কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে।

সীমিত আকারে হলেও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের মত বৈদেশিক ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োজিত। তবে এ কাজে তাদের রয়েছে মাত্র ১১টি অনুমোদিত বৈদেশিক বিনিময় শাখা এবং ১১৫টি বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক। আলোচ্য অর্থ বছরের প্রথম ন' মাস (মার্চ, ১৯৯৮) পর্যন্ত আমদানি, রপ্তানি এবং রেমিটেন্সের পরিমাণ যথাক্রমে ১৬৩৬ মিলিয়ন, ১০৬৯ মিলিয়ন এবং ৮৫৫ মিলিয়ন টাকা হয়। আলোচ্য অর্থ বছরের একই সময়ে ১০৮৮ জন হজ্জ যাত্রীকে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হয়েছে।

সারণি - ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮	
				৩১শে মার্চ ১৯৯৮ (সাময়িক)	৩০শে জুন ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০০০	২০০০	২০০০	২০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৮২০	৮২০	৮২০	৮২০
৪।	আমানত:	১৭৩৭৩	১৮৩৬৪	১৮২২০	১৯৩৭৪
	ক) তলবী আমানত	২০৮৩	২১৯৭	২২৯৬	২৪৪১
	খ) মেয়াদী আমানত	১৫২৯০	১৬১৬৭	১৫৯২৪	১৬৯৩৩
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৩২৪৯০	৩৪৯৯৬	৩২২৭৯	৩৪৮৮১
৬।	বিনিয়োগ	১৫৩০	১৪৫৩	১৪৮৬	১৪৯১
৭।	মোট পরিসম্পদ	৪৭০৩৫	৫০৮৮৩	৫২০০২	৫২৬৭৫
৮।	মোট আয়	১৩৬০	২৫৯৬	২২০৩	২৯০৪
৯।	মোট ব্যয়	৩৭৪৮	৪১৭৩	২৮৯৮	৩৯৬৫
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৪৯৪২	৩৮০৯	৩৫৬০	৪৬৫২
	ক) রপ্তানি	১১২২	১৩৫৯	১০৬৯	১৪২৪
	খ) আমদানি	২৯৯৫	১৪০৮	১৬৩৬	২০৯৮
	গ) রেমিটেন্স	৮৩৫	১০৪২	৮৫৫	১১৩০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১১৭২২	১১৬০৪	১১৫৩৫	১১৫০৫
	ক) কর্মকর্তা	৪৮২৭	৪৭১৬	৪৬৯৭	৪৬৮০
	খ) কর্মচারী	৬৮৯৫	৬৮৮৮	৬৮৩৮	৬৮২৫
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১১৪	১১৫	১১৫	১১৫
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৮৩৬	৮৩৬	৮৩৬	৮৩৬

ঋণ বিতরণ ও আদায়

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ১০০০০ মিলিয়ন টাকায় নির্ধারণ করে। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৬১ শতাংশ বা ৬০৮৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের বিতরণের পরিমাণ ছিল ৫৫৯৪ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭/৯৮ সালে আগের মত শস্য উৎপাদন (চা সহ), হালের বলদ, সেচ ও খামার যন্ত্রপাতি, মৎস্য চাষ, হাঁস মুরগী পালন, কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপন, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট শিল্প পণ্যের বাজারজাতকরণের নিমিত্ত ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রমেও আর্থিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ ঋণদান কর্মসূচী চালু রেখেছে। ব্যাংক ঋণ পাশ বই এর মাধ্যমে যথা সময়ে ঋণ বিতরণ ব্যবস্থাও অব্যাহত রেখেছে।

আলোচ্য অর্থ বছরে ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রা ১১০০০ মিলিয়ন টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। ১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত প্রদত্ত মোট ৬০৮৪ মিলিয়ন টাকা ঋণের বিপরীতে ৬৪৪২ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে, যার ৭৫ শতাংশ এসেছে চলতি আদায়যোগ্য ঋণ থেকে। পূর্ববর্তী অর্থ বছরের একই সময়ে ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ৫৬৭২ মিলিয়ন টাকা।

সারণি - ২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৫/৯৬							
	বিতরণ	৫৪৬৪	৬৮২	১০৭৯	১৭৬১	৫৬৪	৭৭৮৯
	আদায়	৪৮৭৩	৩২৮	৯৪১	১২৬৯	৫১৩	৬৬৫৫
১৯৯৬/৯৭							
	বিতরণ	৪৮৪৮	২৮৪	৭৩৬	১০২০	১৯৪৪	৭৮১২
	আদায়	৫২৯৫	২৭৯	৭০৯	৯৮৮	১৭২৬	৮০০৯
৩১শে মার্চ, ১৯৯৮*							
	বিতরণ	৩৬১৬	৩০২	২৬০	৫৬২	১৯০৬	৬০৮৪
	আদায়	৪২২১	৩০৮	৫৫০	৮৫৮	১৩৬৩	৬৪৪২
৩০শে জুন, ১৯৯৮**							
	বিতরণ	৫৮২১	৪০২	৫৭৪	৯৭৬	২১৮৮	৮৯৮৫
	আদায়	৬১২৮	৪১৩	৮৩৩	১২৪৬	১৮৩৭	৯২১১

* সাময়িক।

** প্রাক্কলিত।

কৃষি ব্যাংক ১৯৯৭সালের শেষ পর্যন্ত মোট ২২৮৮০৬টি প্রকল্প অনুমোদন করে। যার জন্যে ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৫৪৭ মিলিয়ন টাকা। মার্চ, ১৯৯৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত মোট ১১৬৭৫ মিলিয়ন টাকার ঋণ মঞ্জুরী দিয়ে ২৩৮২২০টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। ঋণের ৯৮ শতাংশ পেয়েছে বৃহৎ ও মাঝারী আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠান।

মোট ঋণের স্থিতি ১৯৯৬/৯৭ সালের শেষে ৩৪৯৯৬ মিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৯৭/৯৮ সালের মার্চে ৩২২৭৯ মিলিয়ন টাকা হয়েছে এবং জুন, ১৯৯৮ এ ৩৪৮৮১ মিলিয়ন টাকা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। মার্চ, ১৯৯৮ এর তথ্য থেকে দেখা যায় ঋণ স্থিতি কৃষি ও মৎস্য খাতে ২১১৭০ মিলিয়ন, শিল্প খাতে ৪৭৩১ মিলিয়ন, বিশেষ ঋণ কর্মসূচীতে ১৪৭৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

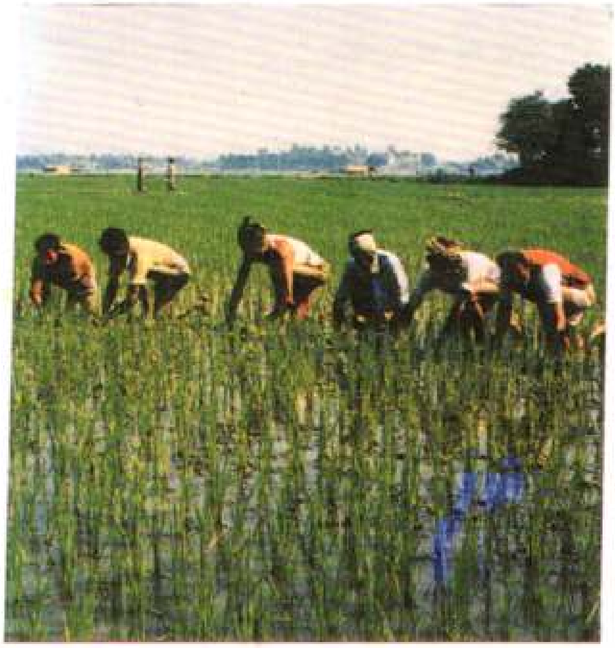

কৃষি ব্যাংকের অর্থায়নে চাষীরা রোপন করছেন আমন ধান

সারণি - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		মোট
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৯২৫৫৫	৩৬২৫১	২২৮৮০৬
পরিমাণ	১১২৮৯	২৫৮	১১৫৪৭
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২১৬১৪	৪৭	২১৬৬১
পরিমাণ	৯৩৯	৮	৯৪৭
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২০১৯৬৫	৩৬২৫৫	২৩৮২২০
পরিমাণ	১১৪১৬	২৫৯	১১৬৭৫
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৯৪১০	৪	৯৪১৪
পরিমাণ	১২৭	১	১২৮
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৬৫৩৪	৭	১৬৫৪১
পরিমাণ	২৬৪	২	২২৬

সারণি - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর		খাত	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৮ (প্রাক্কলন)
১।		কৃষি ও মৎস্য ঃ	২৩৪৪০	২৪০৩৬	২১১৭০	২২৮৫৭
	ক)	শস্য	৮৪৯৭	৮৪৯৭	৮৩৬০	৯০৩৪
	খ)	শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১৪৯৪৩	১৫৫৩৯	১২৮১০	১৩৮২৩
২।		শিল্পঃ	৩৯৮৬	৪৭৩৯	৪৭৩১	৫০৯১
	ক)	বৃহৎ	-	-	-	-
	খ)	মাঝারী	৩৪২৩	৪২২১	৪২৪৯	৪৫৭০
	গ)	ক্ষুদ্র ও কুটির	৫৬৩	৫১৮	৪৮২	৫২১
৩।		পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা / হোটেল	৮৬৩	৮৬৫	৮৭৪	৯৪৪
৪।		বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	১৩২৯	১৫৫৭	১৫৬৫	১৬৯১
৫।		পরিবহন ও যোগাযোগ	৪৮২	৫৪৫	৫৩৩	৫৭৬
৬।		বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ	৮২০	১৩৯০	১৪৭৪	১৫৯৩
	ক)	দারিদ্র বিমোচন	৭১৭	১২৪৮	১৩৬৫	১৪৭৫
	খ)	অন্যান্য	১০৩	১৪২	১০৯	১১৮
৭।		অন্যান্য	১৫৭০	১৮৬৪	১৯৩২	২১২৯
		সর্বমোট	৩২৪৯০	৩৪৯৯৬	৩২২৭৯	৩৪৮৮১

গৃহস্থালী কাজে সম্পন্নতা এসেছে কৃষি ব্যাংকের অর্থায়নের ফলে

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) রাজশাহী বিভাগে কৃষি ঋণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের রাজশাহী বিভাগস্থ সকল কার্যালয় ও শাখা অংগীভূত করে এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষি ঋণ বিতরণ ছাড়াও এ ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকিং কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। ৩০০ টি শাখার এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১৫০০ মিলিয়ন টাকা। মার্চ, ১৯৯৮ পর্যন্ত পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯৮০ মিলিয়ন টাকায়। সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালক পর্ষদ ও একটি নির্বাহী কমিটির উপর ব্যাংকের সার্বিক নীতি নির্ধারণী দায়িত্ব ন্যস্ত। ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে যেখানে রাকাবের ৩৬৫৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী ছিল সেখানে ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে হয়েছে ৩৬৫৩ জন, যার মধ্যে ১৫৩৫ জন কর্মকর্তা এবং ২১১৮ জন কর্মচারী। উভয় শ্রেণীর জনশক্তির জন্যে রাকাব তার নিজস্ব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। চলতি অর্থ বছরের প্রথম ন' মাসে ১৬৭ জন কর্মচারী ও ১৬৯ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

মার্চ, ১৯৯৮ শেষে আমানত স্থিতি দাঁড়িয়েছে ২৮১৭ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ, ১৯৯৭ এর ২৫৪৯ মিলিয়ন টাকা থেকে ২৬৮ মিলিয়ন টাকা বা ১১ শতাংশ বেশী। ১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরের জন্যে ব্যাংকের নতুন আমানত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা ১১০০ মিলিয়ন টাকায় নির্ধারিত হয়েছে।

ব্যাংকের অগ্রিম ১৯৯৬/৯৭ সালের ১৪৮৭১ মিলিয়ন টাকার তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে ১৪৮৯৪ মিলিয়ন টাকা হয়েছে। আশা করা যায় যে, ১৯৯৮ সালের জুন নাগাদ তা ১৫১০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে।

রাকাবের বিভিন্নমুখী ঋণ কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে শস্য উৎপাদন, পশুপালন, মৎস্য চাষ, উদ্যানভিত্তিক ফলের চাষ, রেশম চাষ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন, ক্ষুদ্র আকারের কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠা, ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর জন্য কৃষি-অকৃষি খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দারিদ্র বিমোচনমূলক ঋণ কর্মসূচী ইত্যাদি। এ সব কর্মসূচীর অধীনে ১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত ১৫১০ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করা হয় যা সম্পূর্ণ অর্থ বছরের ২৫০০ মিলিয়ন টাকার লক্ষ্যমাত্রার ৬০ শতাংশ। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে বিতরণের পরিমাণ ছিল ১৩১১ মিলিয়ন টাকা যা ঐ অর্থ বছরের ২৫০০ মিলিয়ন টাকার লক্ষ্যমাত্রার ৫২ শতাংশ। এ তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে ঐ সময়ে ঋণ বিতরণ প্রায় ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে উঠেছে পেঁপে বাগান

আমন চাষের জন্যে গত অর্থ বছরের ৯১ মিলিয়ন টাকার তুলনায় এ বছর ৭৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ দেয়া হয়। রবি ফসলের জন্য এ বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত মোট ৭১২ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে যা গত অর্থ বছরের একই সময়ে ছিল ৭৭৪ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬/৯৭ সালের মার্চ পর্যন্ত শস্য খাতে মোট ৮৮৪ মিলিয়ন টাকার স্থলে চলতি অর্থ বছরের মার্চ অবধি ঐ খাতে ঋণের পরিমাণ ৮৯১ মিলিয়ন টাকা হয়েছে। সেচ যন্ত্র ও কৃষি সরঞ্জামের জন্যে গত বছরের ন' মাসের তুলনায় এ বছর ঋণ বিতরণ ৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১১ মিলিয়ন টাকা হয়েছে। গত বছরের ঐ সময়ের তুলনায় হাঁস-মুরগী ও পশু পালন খাতে ঋণ দানের পরিমাণ ১৬৯ মিলিয়ন থেকে হ্রাস পেয়ে এ বছর মার্চ পর্যন্ত ১৫৯ মিলিয়ন টাকা হয়। কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন, হিমাগারে আলু সংরক্ষণ ইত্যাদি খাতে চলতি পুঁজি সরবরাহ বাবদ গত বছরের প্রথম ন' মাসে ৪১ মিলিয়ন টাকার স্থলে এ বছর একই সময়ে ৩৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়।

গ্রামীণ ভূমিহীন জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি স্বকর্মসংস্থানমূলক ও আয় বর্ধক ঋণ কর্মসূচী পরিচালনা করা হয়। প্রচলিত জামানত নির্ভর ঋণ নীতির পরিবর্তে নিবিড় তত্ত্বাবধানে এবং ঋণ গ্রহীতা গ্রুপ গুলোর যৌথ দায়িত্বের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে এ কর্মসূচী গুলো

পরিচালিত হয়। চলতি অর্থ বছরের মার্চ পর্যন্ত সময়ে এ খাতে ৪৮৫০জন ঋণ গ্রহীতাকে ৪৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

'স্বনির্ভর বাংলাদেশ' নামক সংগঠনের সহযোগিতায় পরিচালিত স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ প্রদানের পরিমাণ ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরের প্রথম ন' মাসের ১২ মিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে বর্তমান অর্থ বছরের একই সময়ে ৫.৫ মিলিয়ন টাকা হয়েছে। বিসিকের সহায়তায় অকৃষি খাতে কর্ম সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ইউএনসিডিএফ এর

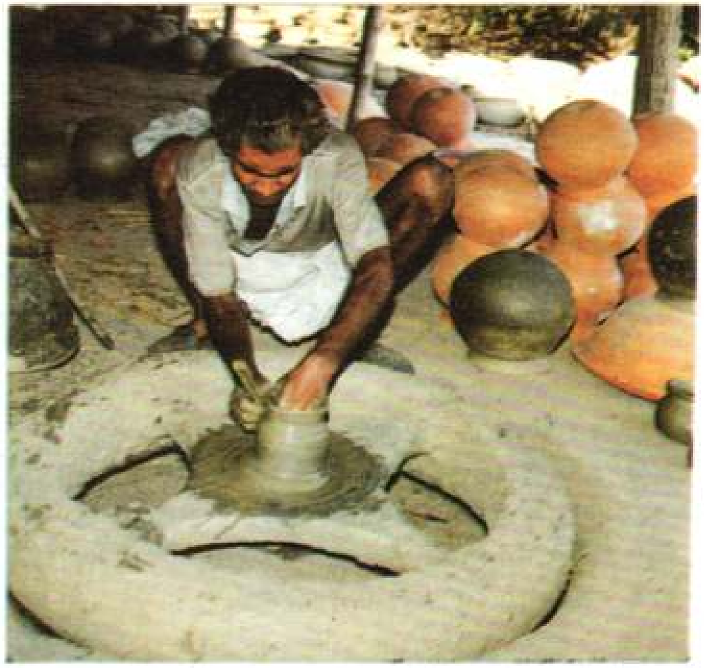

গ্রামীণ মৃৎশিল্পে অর্থায়ন করে চলেছে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

সারণি - ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	৩১শে মার্চ ১৯৯৮ (সাময়িক)	৩০শে জুন ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৯৮০	৯৮০	৯৮০	১২০০
৩।	সংরক্ষিত তহবিল	২০৮	২০৮	২০৮	২০৮
৪।	আমানত:	২৬২০	২৮৬২	২৮১৭	৩২০০
	ক) তলবী আমানত	৩৫৬	২২৭	২১২	৪৫০
	খ) মেয়াদী আমানত	২২৬৪	২৬৩৫	২৬০৫	২৭৫০
৫।	অগ্রিম	১৪৬১৯	১৪৮৭১	১৪৮৯৪	১৫১০০
৬।	বিনিয়োগ	৮৩৫			
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৮৪৭০	১৯২৯৪	২০০৮৫	২০২০০
৮।	মোট আয়	৪৩৯	৪৭৭	৬৯৩	১০০০
৯।	মোট ব্যয়	৯৭২	১০৪৯	৮৬১	১১০০
১০	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩৭২৩	৩৬৫৫	৩৬৫৩	৩৬৪০
	ক) কর্মকর্তা	১৫২৫	১৪৬৭	১৫৩৫	১৫২৮
	খ) কর্মচারী	২১৯৮	২১৮৮	২১১৮	২১১২
১১	শাখা (সংখ্যায়)	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০

ঋণ বিতরণ মার্চ, ১৯৯৭ এর ৩.৫ মিলিয়ন টাকা থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ১৯৯৮ শেষে ৩.৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীনে ঋণ প্রদান ৪ মিলিয়ন টাকা থেকে ৪.৭ মিলিয়ন টাকায় বৃদ্ধি পায়।

রাকাব পরিচালিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী গুলির মধ্যে এমএসএফএসসিআইপি সবচেয়ে সম্ভাবনাময় কর্মসূচী হিসেবে চিহ্নিত। বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকিতে ইফাদের অর্থায়নে, জার্মান সাহায্য সংস্থা জিটিজেড এর কারিগরী সহযোগিতায়, গ্রুপ গঠনের জন্যে রংপুর-দিনাজপুর পল্লী সংস্থার সহায়তায় কুড়িগ্রাম জেলায় গ্রুপ এ্যাপ্রোচে পরিচালিত এই কর্মসূচীর অধীনে গত বছরের (মার্চ পর্যন্ত) ২৩ মিলিয়ন টাকার স্থলে এ বছরের একই সময়ে প্রায় ২৩.৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ কর্মসূচীর অধীনে ঋণ আদায়ের হার প্রায় ৯৫ শতাংশ।

মৎস চাষে অর্থায়ন করে চলেছে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

সারণি - ২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৬							
	বিতরণ	১৪৫৪	০.৩	২৭	২৭.৩	২৪০	১৭২১.৩
	আদায়	১৩৯১	১৬	৩৯	৫৫	২৩৪	১৬৮০
১৯৯৭							
	বিতরণ	১৪০৯	৪১	৩০	৭১	২৮৯	১৭৬৯
	আদায়	১৮০১	১৫	৪১	৫৬	২৯১	২১৪৮
৩১শে মার্চ, ১৯৯৮*							
	বিতরণ	১০৬১	৮১	১৯	১০০	৩৪৯	১৫১০
	আদায়	১০৯৬	১৫	৩০	৪৫	২২৬	১৩৬৭
৩০শে জুন, ১৯৯৮**							
	বিতরণ	১৪০০	১২০	৩০	১৫০	৬৫০	২২০০
	আদায়	১৫০০	৩০	৭০	১০০	৬৫০	২২৫০

* সাময়িক।

** প্রাক্কলিত।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে গৃহীত প্রয়াসের ফলে ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরকে ঋণ আদায় বর্ষ হিসেবে ঘোষণার ফলে ২১৪৮ মিলিয়ন টাকার সর্বোচ্চ ঋণ আদায় সম্ভব হয। বর্তমান অর্থ বছরেও ঋণ আদায়ে গতিশীলতা অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য বছরের মার্চ পর্যন্ত সময়ে মোট ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৪১২ মিলিয়ন টাকা, যা ৫০০০ মিলিয়ন টাকা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ২৮ ভাগ। গত অর্থ বছরের একই সময়কালের তুলনায় ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৩০ মিলিয়ন টাকা বেশি।

ঋণ মঞ্জুরীর হিসাব (সারণি-৩) থেকে দেখা যায় যে ১৯৯৭ সালে ১৬৮৫ টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্যে এ ব্যাংক ৫২ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করে। ১৯৯৮সালের মার্চ পর্যন্ত ২৭৩ টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য মোট ২ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

১৯৯৬/৯৭ শেষে রাকাবের ১৪৮৭১ মিলিয়ন টাকা ঋণ স্থিতি দাঁড়ায়। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে ঋণ স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১৪৮৯৪ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে কৃষি

ও মৎস্য খাতে ১১৭৩৯ মিলিয়ন টাকা এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে ১২৬৭ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের জুন শেষে ঋণ স্থিতি বেড়ে গিয়ে ১৫১০০ মিলিয়ন টাকা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়।

সারণি - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	৩৯৪৫২	৩৯৪৫৭
পরিমাণ	১৮০	৮৫৩	১০৩৩
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	১৬৮৫	১৬৮৮
পরিমাণ	১২১	৫২	১৭৩
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	৩৯৭২৫	৩৯৭৩০
পরিমাণ	১৮০	৮৫৫	১০৩৫
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	২৭৩	২৭৩
পরিমাণ	-	২	২
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	-	৮০০	৮০০
পরিমাণ	-	১০	১০

সারণি - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬/৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮(সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৮ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ			
	ক) শস্য	৪৩৯৪	৪৪২০	৪৫০০
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৭৫০১	৭৩১৯	৭৪০০
২।	শিল্পঃ	১৬২৭	১৭৭৫	১৮৪০
	ক) বৃহৎ	-	-	-
	খ) মাঝারী	৪০১	৫০৮	৫২০
	গ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১২২৬	১২৬৭	১৩২০
৩।	পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা হোটেল/রেস্তোরা	৬০৫	৫৫৬	৫৭০
৪।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৬০	৬০	৬১
৫।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ			
	ক) দারিদ্র বিমোচন	২৪৫	২৪০	২৪৫
	খ) অন্যান্য	-	-	-
৬।	অন্যান্য	৪৩৯	৫২৪	৪৮৪
	সর্বমোট	১৪৮৭১	১৪৮৯৪	১৫১০০

বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক

অক্টোবর ১৯৭২-এ প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ২০০০ মিলিয়ন টাকা যার অন্যূন ৫১ শতাংশ সরকার কর্তৃক এবং অবশিষ্ট ৪৯ শতাংশ বাংলাদেশী নাগরিক কিংবা দেশী বা বিদেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য। বর্তমানে প্রধান কার্যালয় ও তিনটি আঞ্চলিক কার্যালয় ছাড়াও এ ব্যাংকের ১৫টি শাখা আছে। এ ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা জুন ১৯৯৭ শেষের ৯৮৮ এর তুলনায় হ্রাস পেয়ে মার্চ ১৯৯৮-এ ৯৬১-তে দাঁড়ায়। ব্যাংকের পরিচালক বোর্ড চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ ন'জন পরিচালক সমন্বয়ে গঠিত। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক সরকার সূচিত মুক্ত বাজার অর্থনীতি, গৃহীত অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী ও শিল্প নীতির সাথে সংগতি রেখে দেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা, চালু শিল্পের সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণ কল্পে দেশীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ প্রদান এবং এ ব্যাংকের ঋণে স্থাপিত সমস্যাগ্রস্থ শিল্পের পুনর্বাসনে সহায়তা করে থাকে। ব্যাংক দেশীয় শিল্প কারখানায় বিদেশী কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান সহ সীমিত দায় বিশিষ্ট কোম্পানীর শেয়ারক্রয়/অবলেখনের মাধ্যমে ক্রয়মূলধন যোগানে সহায়তা দেয়। ব্যাংকের কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়ন এবং এর কার্যাবলী বহুমূখীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৩/৯৪ অর্থ বছরে পূর্ণ বাণিজ্যিক ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করা হয়।

বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি টেক্সটাইল মিল

ফলশ্রুতিতে, এ ব্যাংক অর্থায়িত প্রকল্পগুলোর চলতি মূলধন প্রাপ্তি, কাঁচামাল আমদানি ও অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকিং সেবাদি লাভে সমর্থ হচ্ছে। এ ছাড়াও, ব্যাংক শিল্প স্থাপনে আগ্রহী উদ্যোক্তাদেরকে আর্থিক, কারিগরী ও পরামর্শমূলক সহায়তা প্রদান করে।

শিল্প ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ১৯৯৭ সালের জুনের ১১৯৩ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩৯ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে ৭২৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

এ ব্যাংকের প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ (মন্দ ও সন্দেহজনক সঞ্চিতিবাদে) ১৯৯৬/৯৭ সালের ৯৬৭০ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ১৯৯৮ শেষে ১০২২৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একই ভাবে এ ব্যাংকের বিনিয়োগ ১৯৯৭ সালের জুনের ২২২৯ মিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে মার্চ, ১৯৯৮ শেষে ১৯২৯ মিলিয়ন টাকা হতে পারে। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হল।

বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি সিনথেটিক সূতা কল

সারণি - ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ (সাময়িক)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০০০	২০০০	২০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৩২০	১৩২০	১৩২০
৩।	সংরক্ষিত তহবিল	৪৬৯	৪৬৯	৪৬৯
৪।	আমানত:	১২৯৯	১১৯৩	৭২৩
	ক) তলবী আমানত	১১৯	১৩৮	৬৮
	খ) মেয়াদী আমানত	১১৮০	১০৫৫	৬৫৫
৫।	অগ্রিম	৯৫৩২	৯৬৭০	১০২২৯
৬।	বিনিয়োগ	১৩২৩	২২২৯	১৯২৯
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৩৭৯৬	১৪৯৩৬	১৫৫৭৮
৮।	মোট আয়	৯৪৫	৭২৪	৫৮৭
৯।	মোট ব্যয়	৫৬১	৭২৪	২০৮
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৪৩৪	১৩৬৭	১৮১০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১০০৪	৯৮৮	৯৬১
	ক) কর্মকর্তা	৫১৫	৪৯৫	৪৯৩
	খ) কর্মচারী	৪৮৯	৪৯৩	৪৬৮
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩২	৩৩	৩৩
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	১৪	১৫	১৫

শিল্প ব্যাংকের মোট ঋণ বিতরণ ১৯৯৬/৯৭ সালের ৪৩৭ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস নাগাদ ৮০৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। শিল্প ব্যাংকের প্রধান ঋণ হল মেয়াদী ঋণ। মেয়াদী ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছরের ১১৩৬ মিলিয়ন টাকা থেকে ৮২ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে ২০৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উভয় বছরেই সম্পূর্ণ নগদ ঋণ বেসরকারী খাতে দেয়া হয়।

আলোচ্য অর্থ বছরের প্রথম ন' মাসে শিল্প ব্যাংক ৩৮৯ মিলিয়ন টাকা মেয়াদী ঋণ আদায় করেছে। মোট ঋণ আদায় ১৯৯৫/৯৬ সালের ৯১৩ মিলিয়ন টাকা থেকে ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬/৯৭ সালে ১১৩৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে এর পরিমাণ ৪৯৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায় সারণি-২ এ দেয়া হল।

১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত ব্যাংক ৪টি প্রকল্পের জন্য ৯১২ মিলিয়ন টাকার ঋণ অনুমোদন করেছে।

সারণি - ২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		শিল্প ঋণ	অন্যান্য		সর্ব মোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	
১৯৯৫/৯৬					
	বিতরণ	১১৩৬	১৩৭	৮৩	১৩৫৬
	আদায়	৫০১	২৬৪	১৪৮	৯১৩
১৯৯৬/৯৭					
	বিতরণ	২০৩	২১৮	১৬	৪৩৭
	আদায়	৬৬৭	২৮২	১৮৮	১১৩৭
১৯৯৭/৯৮ ৩১ শে মার্চ* পর্যন্ত					
	বিতরণ	৭১৪	১২	৮০	৮০৬
	আদায়	৩৮৯	৭৫	৩৩	৪৯৭

* সাময়িক।

বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি ব্যাটারী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান

পক্ষান্তরে, পূর্ববর্তী অর্থ বছরে ব্যাংকের ঋণ অনুমোদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৪২১২ মিলিয়ন টাকায়। অর্থাৎ ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৭৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। তহবিল সংকটই এ মঞ্জুরী সংকোচন মাত্রার অন্যতম কারণ। ১৯৯৭ সালের জুলাই মাস হতে মার্চ, ১৯৯৮ পর্যন্ত ব্যাংক বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রকল্পে ৫১ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে। শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি-৩ এ দেয়া হল।

শিল্প ব্যাংকের খাত ভিত্তিক মেয়াদী ঋণের স্থিতি ৩০শে জুন ১৯৯৬ তারিখে ১৬৫৮৬ মিলিয়ন টাকা থেকে ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালের ৩০শে জুনে ১৭৫০১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। সারণি-৪ এ উল্লেখিত ঋণের স্থিতি সংক্রান্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, বৃহৎ শিল্প খাতে ১৯৯৫/৯৬ সালে যেখানে ১০৮৭৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ স্থিতি ছিল সেখানে জুন, ১৯৯৭ ও মার্চ, ১৯৯৮-এর সাময়িক তথ্য অনুযায়ী স্থিতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ১১৭০৬ মিলিয়ন ও ১২৬৭৮ মিলিয়ন টাকা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে স্থিতির পরিমাণও একই সময়ের ৫৭০৭ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৫৭৯৫ মিলিয়ন ও ৫৯৬৪ মিলিয়ন টাকা হয়েছে।

সারণি - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার			
	বৃহৎ	মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩০শে জুন,১৯৯৬তারিখে				
প্রকল্প সংখ্যা	২৩৬	-	১৩২৩	১৫৫৯
পরিমাণ	২০২৯১	-	৫০৩৮	২৫৩২৯
১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছরে				
প্রকল্প সংখ্যা	২০	-	৪৯	৬৯
পরিমাণ	৩৯৯০	-	২২২	৪২১২
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৭তারিখে				
প্রকল্প সংখ্যা	২৩৬	-	১৩২৩	১৫৫৯
পরিমাণ	২০৩০১	-	৫০৩৮	২৫৩৩৯
১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে				
প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	-	৪
পরিমাণ	৯১২	-	-	৯১২
১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরে (মার্চ পর্যন্ত)				
প্রকল্প সংখ্যা	৩	-	২	৫
পরিমাণ	৪৮	-	৩	৫১

সারণি - ৪

খাত-ভিত্তিক মেয়াদী ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮ (সাময়িক)
১।	শিল্পঃ			
	ক) বৃহৎ	১০৮৭৯	১১৭০৬	১২৬৭৮
	খ) মাঝারী	-	-	-
	গ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৫৭০৭	৫৭৯৫	৫৯৬৪
	মোট	১৬৫৮৬	১৭৫০১	১৮৬৪২

বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা

অক্টোবর, ১৯৭২ এ সৃষ্ট বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা সরকারী নির্দেশনার প্রেক্ষাপটে মার্চ, ১৯৮৫ থেকে নিজস্ব পোর্টফলিওভুক্ত প্রকল্পগুলোর সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণের জন্যে অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। সম্প্রতি সরকার এ সংস্থার নতুন শিল্প প্রকল্পে ঋণ প্রদানের ক্ষমতা পুনর্বহালসহ বাণিজ্যিক ব্যাংকিং ও মার্চেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পারিচালনার জন্য অনুমোদন দেয়ার প্রেক্ষিতে সংস্থা ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে বাণিজ্যিক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করেছে। এছাড়া, সংস্থা ১৯৯৭ সালের আগষ্ট মাসে ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য পদ লাভ করে এবং নিয়মিতভাবে শেয়ার ও সিকিউরিটিজ ক্রয় বিক্রয় করে চলেছে। ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে সংস্থা বেসরকারী খাতের পাঁচটি শিল্প প্রকল্পে এবং একটি প্রকল্পে 'সেতু' ঋণ অনুমোদন করেছে। ১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরের মার্চ পর্যন্ত সময়ে ৪টি নতুন প্রকল্পে ঋণ অনুমোদন দিয়েছে। সংস্থাটি ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম বিএসআরএস মিউচুয়্যাল ফান্ড জনসাধারণের জন্যে বাজারে ছেড়েছে। এ সংস্থার বর্তমানে অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২০০০ মিলিয়ন এবং ৭০০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬/৯৭ সালে যেখানে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মোট সংখ্যা ২১২ জন ছিল সেখানে ১৯৯৭/৯৮ সালের মার্চে ২১৬ জন হয়েছে এবং জুন নাগাদ ২২১ জন হতে পারে। সংস্থার বিনিয়োগ মার্চ, ১৯৯৮-র ২৮ মিলিয়ন টাকা থেকে উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে জুন, ১৯৯৮ শেষে ৯৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ১১৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭/৯৮ সালের প্রথম ন' মাসে ঋণ বিতরণ ১৭৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, উভয় বছরে ঋণের সবটাই স্থানীয় মুদ্রায় বেসরকারী খাতে দেয়া হয়।

সংস্থার অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি কোর্টিং লিকোয়ারিং এবং লেমিনেটিং প্লান্ট

১৯৯৭/৯৮ সালের মার্চ পর্যন্ত ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাড়াঁয় ২১৬ মিলিয়ন টাকা। তবে, আশা করা যায় ৩০শে জুন, ১৯৯৮ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরে ঋণ আদায়ের লক্ষমাত্রা ৪৫৯ মিলিয়ন টাকা অর্জন করা সম্ভব হবে। ১৯৯৬/৯৭ সালে ২৯১ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছিল।

সংস্থা ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে বেসরকারী খাতের শিল্প প্রকল্পের জন্য ১৭৫ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ মঞ্জুর করে। ১৯৯৭/৯৮ সালের প্রথম ন'মাসে ৪টি শিল্প প্রকল্পের জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ১২৪ মিলিয়ন টাকা।

সারণি - ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭ (সাময়িক)	মার্চ ১৯৯৮ (সাময়িক)	জুন ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০০০	২০০০	২০০০	২০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৭০০	৭০০	৭০০	৭০০
৩।	সংরক্ষিত তহবিল	৪৯৪	৫৮৪	৫৮৪	৬০১
৪।	আমানত				
	(ক) তলবী	-	-	-	-
	(খ) মেয়াদী	-	১০	৩১	৪৩
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৭৭৮১	১৩৪৮৫	১৩৫৮১	১৩৬৭৯
৬।	বিনিয়োগ	৯	৪৯	২৮	৯৫
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩৩৬৬	২২৪১	২২৪১	২৫৫৮
৮।	মোট আয়	২৩১	২৬১	১৩০	২৬১
৯।	মোট ব্যয়	১৬৫	২১৬	১০৪	২০৭
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৭০	২১২	২১৬	২২১
	ক) কর্মকর্তা	৭৫	১০০	১০০	১০৫
	খ) কর্মচারী	৯৫	১১২	১১৬	১১৬
১১।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	-	-	-	-
১২।	শাখা (সংখ্যায়)	৪	৫	৫	৫

সংস্থার অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি হিমাগার

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সম্পর্কীয় সারণি-৪ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছরে ৮৪৬২ মিলিয়ন টাকা থেকে ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে স্থিতি বৃদ্ধি পেয়ে ১৫৫৮২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরের মার্চ পর্যন্ত স্থিতির পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পেয়ে ১৫৮৮৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। প্রধাণতঃ বৃহৎ শিল্প খাতে জুন, ১৯৯৭ সালের ১৩৯৭৩ মিলিয়ন টাকার তুলনায় জুন, ১৯৯৮ শেষের প্রাক্কলিত ১৪৭৮৩ মিলিয়ন টাকায় বৃদ্ধি পাওয়ায় মোট স্থিতির এ পরিবর্তন হয়েছে।

সারণি - ২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		শিল্প খাতে মেয়াদী ঋণ	অন্যান্য	সর্ব মোট
১৯৯৬				
	বিতরণ	২০	-	২০
	আদায়	৩৮৯	১৬	৪০৫
১৯৯৭				
	বিতরণ	১১৫	২৮	১৪৩
	আদায়	২৭২	১৯	২৯১
৩১শে মার্চ, ১৯৯৮*				
	বিতরণ	১৭৯	-	১৭৯
	আদায়	২০৪	১২	২১৬
৩০শে জুন, ১৯৯৮**				
	বিতরণ	৩৫৩	-	৩৫৩
	আদায়	৪৩৫	২৪	৪৫৯

* সাময়িক।

** প্রাক্কলিত।

সারণি - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৭ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩১৬	১	৩১৭
	পরিমাণ	৪৮৪০	৮	৪৮৪৮
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫	-	৫
	পরিমাণ	২৬২	-	২৬২
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৮ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩১৭	১	৩১৮
	পরিমাণ	৪৮৭০	৮	৪৮৭৮
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত*				
	প্রকল্প সংখ্যা	১	১	২
	পরিমাণ	৩০	১৫	৪৫
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৮ পর্যন্ত**				
	প্রকল্প সংখ্যা	৮	১	৯
	পরিমাণ	২৬০	১৫	২৭৫

*সাময়িক।

** প্রাক্কলিত।

সারণি - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৮ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্যঃ	-	-	-	-
	(ক) শস্য	-	-	-	-
	(খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্পঃ	৭৫২৭	১৩৯৭৩	১৪২২৭	১৪৭৮৩
	(ক) বৃহৎ	৭৫২৭	১৩৯৭৩	১৪২২৭	১৪৭৮৩
	(খ) মাঝারী	-	-	-	-
	(গ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা / হোটেল	২২২	৬২১	৬৩২	৬৫৭
৪।	বীমা, অর্থ সংস্থা, রিয়েল এষ্টেট, ব্যবসা ও সার্ভিস	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৬৫৩	৯১৬	৯৪৯	৯৮৬
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ	-	-	-	-
	(ক) দারিদ্র বিমোচন				
	(খ) দারিদ্র বিমোচন ব্যতীত অন্যান্য				
৭।	অন্যান্য	৬০	৭২	৮১	৮৫
	সর্বমোট	৮৪৬২	১৫৫৮২	১৫৮৮৯	১৬৫১১

আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক

'আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক আইন-১৯৯৫' এর অধীনে ১০০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ১০০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিশোধিত মূলধন প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যমানের ১০ মিলিয়ন শেয়ারে বিভক্ত। এর মধ্যে ২৫ শতাংশ শেয়ার সরকার/সরকারের পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ শেয়ার শুধুমাত্র আনসার ও ভিডিপি সদস্য-সদস্যাগণ, সংগঠনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ও আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের নিকট বন্টনকৃত। আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক ১৯৯৬ সালের নভেম্বর হতে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করে। ১৯৯৮ সালের মার্চ পর্যন্ত ব্যাংকটির শাখা সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬টি এবং মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ১২৫ জন, তন্মধ্যে ৯০ জন কর্মকর্তা। ১৯৯৭ সালের মার্চ পর্যন্ত ব্যাংকটি ৫২ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করে।

ব্যাংকটি গ্রামীণ অর্থনীতি নির্ভর কার্যক্রম যথা গরু-ছাগল মোটাতাজাকরণ, হাঁস-মুরগীর খামার, মৎস্য চাষ ও চিংড়ী প্রকল্প, কুটির শিল্প স্থাপন, হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, রিক্সা/রিক্সা ভ্যান ক্রয়, সেলাই মেশিন ক্রয়, বাঁশ ও বেতের কাজ, কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ ইত্যাদি গ্রামীণ অর্থনীতি নির্ভর প্রকল্পগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৫ জনের গ্রুপের (পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক গ্রুপ) মাধ্যমে ঋণ প্রদান করছে। সাথে সাথে ঋণ গ্রহীতা প্রত্যেক সদস্য/সদস্যাদের মধ্যে সঞ্চয় আমানত (group saving) জমা করছে যার উপর বার্ষিক ৭% সুদ প্রদান করা হচ্ছে। ব্যাংক সাধারণভাবে প্রকল্প ঋণের জন্য ইক্যুইটি এবং সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে এবং ক্ষেত্র বিশেষে ইক্যুইটি ও সহায়ক জামানত নিয়ে ব্যক্তিগত এবং গ্রুপ গ্যারান্টির বিপরীতে ঋণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত ব্যাংক উক্ত শাখাগুলির মাধ্যমে ১৫৭৩০ জন সদস্য/সদস্যাকে ৮৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ করেছে। যার বিপরীতে সাপ্তাহিক কিস্তিতে আদায় হয়েছে ৩৯ মিলিয়ন টাকা। এ ব্যাংকের ঋণ আদায়ের হার শতকরা ১০০ ভাগ।

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ (সাময়িক)	৩০শে জুন ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩২	১০০	১২২	২০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-	-
৪।	আমানত	-	-	-	-
	ক) তলবী	-	-	-	-
	খ) মেয়াদী	-	-	২	৩
৫।	অগ্রিম	-	১২	৫৪	৭৩
৬।	বিনিয়োগ	-	৯১	৫২	৩৩
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩	১২০	১২৮	১৩৪
৮।	মোট আয়	-	৪	৭	১৯
৯।	মোট ব্যয়	১	৭	৮	১৫
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	-	-	-	-
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১১	১২৫	১২৫	২৭৭
	(ক) কর্মকর্তা	১	৯০	৯০	১৬২
	(খ) কর্মচারী	১০	৩৫	৩৫	১১৫
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	-	-	-	-
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	-	১৮	২৬	৪০

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড কৃষি খাতে অর্থায়নের মৌলিক উদ্দেশ্যে সমবায় ক্ষেত্রে শীর্ষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। সমস্ত কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক এবং অন্যান্য সমবায় সমিতি এ ব্যাংকের সদস্য পদ লাভ করতে পারে। এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ১০০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে অংশগত পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২ মিলিয়ন টাকা। বর্তমানে ১২ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচিত কার্যকরী পরিষদ ব্যাংক পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে।

১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে এ ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ ছিল ২২ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের শেষে আমানত বৃদ্ধি পেয়ে ২৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এ ব্যাংক ১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছরে ৪২ মিলিয়ন টাকার ঋণ প্রদান করে এবং সুদ ও দন্ডসুদসহ ৩৯ মিলিয়ন টাকার ঋণ আদায় করে। ১৯৯৬/৯৭ সালে ঋণ প্রদান ও আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৭ মিলিয়ন টাকা ও ৪৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৯৭ সালে ৪৩৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	৩১শে মার্চ, ১৯৯৮	৩০শে জুন, ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০	১০০	১০০	১০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩২	৩২	৩২	৩২
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৬২৪	৬২৫	৬২৫	৭৬৪
৪।	আমানত	২২	২৩	২০	২০
	ক) তলবী আমানত	১১	১২	১০	১০
	খ) মেয়াদী আমানত	১১	১১	১০	১০
৫।	অগ্রিম	১৮০৭	২০১৬	২০৫০	২৪৩৬
৬।	বিনিয়োগ	৪৩৪	৪৩৩	৪৪৮	৪৭৮
৭।	মোট পরিসম্পদ	২২৫৩	২৭৬১	২৮৩৫	২৮৪০
৮।	মোট আয়	৪৪	৫২৯	৮৯	১৪৯
৯।	মোট ব্যয়	১৫	৩৮২	৫৩	১০৯
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১০৫	১০২	১০১	১০০
	ক) কর্মকর্তা	৬১	৬৫	৬৫	৬৪
	খ) কর্মচারী	৪৪	৩৭	৩৬	৩৬

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

সমবায় ব্যাংক মূলত সমবায়ী কৃষকদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করে থাকে। তবে, প্রয়োজনে কৃষি ব্যতীত অন্যান্য গ্রামীণ কর্মকান্ডেও সমবায় ব্যাংক অর্থায়ন করে থাকে। ব্যাংকটি স্বর্ণ বন্ধক রেখেও ঋণ প্রদান করে থাকে। ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ সারণি-২ এ দেয়া হল।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	অন্যান্য	সর্ব মোট
১৯৯৫/৯৬				
	বিতরণ	১৮	২৪	৪২
	আদায়	১৪	২৫	৩৯
১৯৯৬/৯৭				
	বিতরণ	১৯	৩৮	৫৭
	আদায়	১৬	৩২	৪৮
৩১শে মার্চ, ১৯৯৮*				
	বিতরণ	২	৩০	৩২
	আদায়	১১	২৭	৩৮
৩০শে জুন, ১৯৯৮**				
	বিতরণ	৩১	৪০	৭১
	আদায়	১১	৩৭	৪৮

* সাময়িক।

** প্রাক্কলিত।

সারণি - ৩

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৮ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	১৭২২	২২১৪	২২৫০	২৩১৬
	ক) শস্য	১১২৬	১৪৮৩	১৫০৮	১৫১৯
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৫৯৬	৭৩১	৭৪২	৭৯৭
২।	অন্যান্য	৬৭	৭৯	১০০	১২০
	সর্বমোট	১৭৮৯	২২৯৩	২৩৫০	২৪৩৬

গ্রামীণ ব্যাংক

গ্রামীণ ব্যাংকের সূচনা ১৯৭৬ সালে চালুকৃত একটি প্রকল্পের মাধ্যমে। প্রকল্পটির সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকসহ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক এ প্রকল্পকে ১৯৭৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের নিজস্ব প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করে। ১৯৮১ সালে আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) এ প্রকল্পে ঋণ দানের জন্যে এগিয়ে আসে এবং ১৯৮৩ সালের অক্টোবর মাসে এক অধ্যাদেশ বলে গ্রামীণ ব্যাংক একটি বিশেষ ব্যাংক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য ঃ

- গরীব পুরুষ ও মহিলাদের জন্যে ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করা,
- গ্রামীণ মহাজনদের শোষণ হতে গরীব মানুষকে রক্ষা করা,
- বিশাল বেকার জনশক্তির জন্য স্বকর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা,
- সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় সংঘবদ্ধ করা যেটা তারা বুঝতে এবং নিজেরা পরিচালনা করতে পারেন,
- স্বল্প আয়, স্বল্প সঞ্চয়, স্বল্প বিনিয়োগ ভিত্তিক বহু পুরানো দুষ্ট চক্রকে ভেংগে দিয়ে ঋণ বিনিয়োগের মাধ্যমে স্বল্প আয়, নতুন ঋণ, নতুন বিনিয়োগ, অধিক আয় ভিত্তিক একটি বিকাশমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু করা।

গ্রামীণ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন প্রায় ২৪৩ মিলিয়ন টাকা। মোট

পরিশোধিত মূলধনের শতকরা ৮৮ ভাগ শেয়ারের মালিক বর্তমানে ব্যাংকের সদস্যগণ, অবশিষ্ট ১২ ভাগ শেয়ারের মালিক হচ্ছেন সরকার।

১৩ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিচালক মন্ডলী গ্রামীণ ব্যাংকের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ। এদের মধ্যে ৯ জন সদস্য ভূমিহীন শেয়ার মালিকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন।

পরিচালক মন্ডলীর সভাপতি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আরো দু'জন সদস্য সরকার কর্তৃক নির্বাচিত।

নির্মাণ কাজে নিয়োজিত মহিলা শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে গ্রামীণ ব্যাংক

১৯৯৭ সালে গ্রামীণ ব্যাংকের ২৬ টি নতুন শাখা খোলা হয়। বর্তমানে ১১০৫টি শাখার মাধ্যমে এ ব্যাংক ৩৭৯৩৭টি গ্রামের দুই মিলিয়নেরও বেশী সদস্যদের জন্য কাজ করে, যাদের ৯৫ শতাংশই মহিলা।

গ্রামীণ ব্যাংকের মোট আমানত ১৯৯৬ সালের ৪২৮০মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালের শেষ নাগাদ ৪৮৮১ মিলিয়ন টাকা হয়েছে। ব্যাংকের বিনিয়োগ ১৯৯৬ সালের ৬০৬২ মিলিয়ন টাকা থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়ে ১৯৯৭ সালে ৪৬০০ মিলিয়ন টাকা হয়েছে।

১৯৯৭ সালে গ্রামীণ ব্যাংক ১৬২৭১ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করে। ১৯৯৬ সালে এর পরিমাণ ছিল ১১৮৭৮ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালে ঋণ আদায় ১৪৩৮০ মিলিয়ন টাকা হয়েছে ।

১৯৯৭ সালে গৃহ নির্মাণ ঋণ বাবদ ৬৮৮ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে যা উপরোক্ত হিসাবে ধরা হয়নি। ১৯৯৮ সালের মার্চ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের জামানত বিহীন ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৯৩৫৬৯ মিলিয়ন টাকা এবং এ পর্যন্ত ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ৭৮৭১৯ মিলিয়ন টাকা।

গ্রামীণ ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত একটি আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প

সারণি - ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ, ১৯৯৮ (সাময়িক)	জুন, ১৯৯৮ (প্রাক্কলন)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০		
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৩২	২৪৩		
৩।	সংরক্ষিত তহবিল	১০৯	১০৯		
৪।	আমানত	৪২৮০	৪৮৮১		
৫।	অগ্রিম	১১৮৬২	১৩৮১২		
৬।	বিনিয়োগ	৬০৬২	৪৬০০		
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৯৫৭৩	১৯৫৭৩		
৮।	মোট আয়	২৩১৪	-		
৯।	মোট ব্যয়	২২৯৫	-		
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১২৩৪৮	১২৬২৮	১২৫০২	১৩০০০
	ক) কর্মকর্তা	৩০০৮	৩২৫৭	৩২২৮	৩৩১৮
	খ) কর্মচারী	৯৩৪০	৯৩৭১	৯২৭৪	৯৬৮২
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	১০৭৯	১১০৫	১১১০	১১৫৫

স্থানীয় বেসরকারী ব্যাংক

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড

১৯৯৮ সালের মার্চ মাস শেষে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০০০ মিলিয়ন টাকা এবং এর পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১৬০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির শাখা সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫১ টি তে। ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৯৫৬ জনে, তন্মধ্যে ২৯৫০ জন কর্মকর্তা এবং ২০০৬ জন কর্মচারী। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫৭ মিলিয়ন টাকা।

১৯৯৭ সালের প্রারম্ভে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড এর মোট আমানত ১৯৯৫০ মিলিয়ন টাকা ছিল যা শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর শেষে ২১০০৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে মোট আমানত শতকরা ৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য বছরে ব্যাংকটির মোট আমানতের এ বৃদ্ধি মেয়াদী আমানতে প্রতিফলিত হয়েছে, যা ২১২০ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায়। তলবী আমানত এ সময়ে ৭৮ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পায়। ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটির মোট আমানত শতকরা ৩ ভাগ হ্রাস পেয়ে ২০৪৬৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬২৮৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা মার্চ, ১৯৯৮ শেষে শতকরা ০.৪ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১৬২২২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালে ব্যাংকটি মোট ২৬৩৭ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করে। পূর্ববর্তী বছরে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২৬৪১ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালে ব্যাংকটি মোট ২৫০৮৬ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি ৮৩৪৮ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৪১৪৪ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ২৫৯৪ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটির বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৫৭৬৩ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে রপ্তানি ২২০৪ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৩১৪০ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৪১৯ মিলিয়ন টাকা। পূবালী ব্যাংক লিমিটেড এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হল।

সারণি - ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	৩১শে মার্চ , ১৯৯৮ (সাময়িক)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০০	৫০০০	৫০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৬০	১৬০	১৬০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩৫৭	৩৫৭	৩৫৭
৪।	আমানত:	১৯৯৫০	২১০০৭	২০৪৬৬
	ক) তলবী আমানত	৪১৩৬	৪০৫৮	৪০৬৬
	খ) মেয়াদী আমানত	১৫৮১৪	১৬৯৪৯	১৬৪০০
৫।	অগ্রিম	১৪৮২৯	১৬২৮৮	১৬২২২
৬।	বিনিয়োগ	২৬৪১	২৬৩৭	২৪৩৭
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৫৮৯০	৩০০২২	২৯৪৮১
৮।	মোট আয়	১৭০০	২২০৩	৭৫১
৯।	মোট ব্যয়	১৩৮৩	১৫০২	৭১৩
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১৭৫৫৫	২৫০৮৬	৫৭৬৩
	ক) রপ্তানি	৫৯৭৫	৮৩৪৮	২২০৪
	খ) আমদানি	৯২৮৬	১৪১৪৪	৩১৪০
	গ) রেমিটেন্স	২২৯৪	২৫৯৪	৪১৯
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৪৯১৮	৪৯৫৬	৪৯৫৬
	ক) কর্মকর্তা	২৭২৪	২৯৫০	২৯৫০
	খ)কর্মচারী	২১৯৪	২০০৬	২০০৬
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৪২৭	৪৩০	৪৩০
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	৩৫১	৩৫১	৩৫১

ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৭ সালে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড মোট ১৪৫৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১২৫৭ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০৬০ মিলিয়ন টাকা ও ৩০২ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের প্রথম ৩ মাসে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৮৭ মিলিয়ন টাকা ও ২৪৭ মিলিয়ন টাকা। পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেয়া হল।

সারণি - ২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৬						
	বিতরণ	১৯৩	১২৮	৩২১	৭৩৯	১০৬০
	আদায়	৩	১৩	১৬	২৮৬	৩০২
১৯৯৭						
	বিতরণ	২০১	৭০৩	৯০৪	৫৫৫	১৪৫৯
	আদায়	৩০	২৩	৫৩	১২০৪	১২৫৭
৩১শে মার্চ, ১৯৯৮*						
	বিতরণ	৭২	৭	৭৯	১০৮	১৮৭
	আদায়	৯৮	১	৯৯	১৪৮	২৪৭

* সাময়িক।

** প্রাক্কলিত।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৭ সালে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড ১৬টি শিল্প প্রকল্পে মোট ৫২ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে, তন্মধ্যে ৩টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে ৩১ মিলিয়ন টাকা এবং ১৩টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ২১ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস শেষে মোট ১২৭টি প্রকল্পে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৫৪ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে ৩৬টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে ৩২৯ মিলিয়ন টাকা এবং ৯১টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ১২৭ মিলিয়ন টাকা। পূবালী ব্যাংক লিমিটেড এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণি-৩ এ দেয়া হল।

সারণি - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	১৩	১৬
পরিমাণ	৩১	২১	৫২
জানুয়ারী ১ হতে মার্চ ৩১,১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	-	৫	৫
পরিমাণ	-	৭	৭
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩৬	৯১	১২৭
পরিমাণ	৩২৯	১২৫	৪৫৪

ঋণ কর্মসূচী

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড এর ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫৭৬৯ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে দারিদ্র বিমোচন খাতে ৪২ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস শেষে ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫৬৯২ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে দারিদ্র বিমোচন খাতে ৪৪ মিলিয়ন টাকা। পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের ঋণ কর্মসূচীসহ খাত ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণি-৪ এ দেয়া হল।

সারণি - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮ (সাময়িক)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	২৬২	২৬১	২৬৩
	ক) শস্য	৯৬	৯০	৯০
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১৬৬	১৭১	১৭৩
২।	শিল্পঃ	৯১২	১১৭৫	১২৩০
	ক) বৃহৎ	৪২৩	৫৮৪	৬৩২
	খ) মাঝারী	৩৯০	৪৯৪	৫০০
	গ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৯৯	৯৭	৯৮
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	১০২৩২	১০৮৩৩	১০৪২৯
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	৬২৫	৬০৫	৬১৭
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৯৩	৯৫	৯০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ	৫৩	৫২	৫২
	ক) দারিদ্র বিমোচন	৪১	৪২	৪৪
	খ) অন্যান্য	১২	১০	৮
৭।	অন্যান্য	২৬৫২	৩২৬৭	৩৫৪১
	সর্বমোট	১৪৮২৯	১৬২৮৮	১৬২২২

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড

সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতির আওতায় পুঁজি প্রত্যাহারপূর্বক উত্তরা ব্যাংক লিমিটেডকে ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস হতে বেসরকারী খাতে ব্যবসা পরিচালনার অনুমোদন দেয়া হয়। ১৯৯৭/৯৮ সালের মার্চ পর্যন্ত সময়কালে ১৯৮টি শাখা সম্বলিত এ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২০০ মিলিয়ন টাকা। মোট ১০০ মিলিয়ন টাকা পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে ৯৫ মিলিয়ন টাকা উদ্যোক্তা ও জনসাধারণ কর্তৃক পরিশোধিত এবং অবশিষ্ট ৫ মিলিয়ন টাকা সরকার কর্তৃক পরিশোধিত। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫৬ মিলিয়ন টাকা এবং মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮৪২ জনে, তনমধ্যে ১৭৯৮ জন কর্মকর্তা এবং ১০৪৪ জন কর্মচারী।

১৯৯৭ সালে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড এর মোট আমানত ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর, ৯৭ শেষে ১৬৬২৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে মোট আমানত শতকরা ২ ভাগ হ্রাস পেয়েছিল। ১৯৯৮ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির মোট আমানত ৩ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১৬১০৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ দ্রুততম সময়ে দেশে প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেয়ার এবং তা লাভজনক খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এ ব্যাংক (ক) অনাবাসিক বৈদেশিক মুদ্রা মেয়াদী আমানত (NFCD), (খ) বৈদেশিক মুদ্রা চলতি আমানত (FCAP/FCAD), (গ) ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড (WEDB), (ঘ) হোম রেমিটেন্স সেল (HRC) এবং ওয়েজ আর্নার্স বিনিয়োগ সেল (WEIC) গঠন করেছে। এছাড়া প্রবাসীদেরকে দেশের প্রাথমিক শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ শতকরা ২৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১২১৪১ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয় যা মার্চ, ১৯৯৮ শেষে শতকরা ০.২৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১২১৬৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালে ব্যাংকটি মোট ২০০৬ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করে। পূর্ববর্তী বছরে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২২৫৮ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালে ব্যাংকটি মোট ২১৭২৪ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে তন্মধ্যে রপ্তানি ৫৬০৯ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৩৮৬৯ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ২২৪৬ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৭০৪২ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে রপ্তানি ১৯১৮ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৪৪৮৪ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৬৪০ মিলিয়ন টাকা। উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড এর কার্যক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেডের অর্থায়িত একটি ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	৩০শে মার্চ, ১৯৯৮(সাময়িক)	৩০শে জুন, ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০০	২০০	২০০	২০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০০	১০০	১০০	১০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৫৬	১৫৬	১৫৬	১৫৬
৪।	আমানত	১৪৩০২	১৬৬২৩	১৬১০৯	১৬৫০০
	(ক) তলবী আমানত	৩২৪৭	৪৮৩২	৪৮১৬	৫২০০
	(খ) মেয়াদী আমানত	১১০৫৫	১১৭৯১	১১২৯৩	১১৩০০
৫।	অগ্রিম	৯৭৯২	১২১৪১	১২১৬৯	১৩১২৫
৬।	বিনিয়োগ	২২৫৮	২০০৬	১৯৯৪	২০০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৫৬৩৯	১৮০১৯	১৯৮৭৬	২০০০৭
৮।	মোট আয়	১১৬৫	১৬০০	৬৫৭	১৩৫০
৯।	মোট ব্যয়	১১৫৩	১৩০০	৬০১	১২০০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১৩৯১৫	২১৭২৪	৭০৪২	১৪১৫০
	(ক) রপ্তানি	৩৮১২	৫৬০৯	১৯১৮	৩৮৫০
	(খ) আমদানি	৮৫২৪	১৩৮৬৯	৪৪৮৪	৯০০০
	(গ) রেমিটেন্স	১৫৭৯	২২৪৬	৬৪০	১৩০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২৯৯৬	২৮৬২	২৮৪২	২৮৩৩
	(ক) কর্মকর্তা	১৭০৩	১৮১৯	১৭৯৮	১৭৯১
	(খ) কর্মচারী	১২৯৩	১০৪৩	১০৪৪	১০৪২
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১৯৭	১৯৮	১৯৮	১৯৮

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৭ সালে উত্তরা ব্যাংক ১৬১৩৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে ও ৮৪৭০ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৫২৪৯ মিলিয়ন ও ৬৪৪৫ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪১৭৪ মিলিয়ন টাকা ও ৩৪৯০ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৫৯৯ মিলিয়ন টাকা ও ২১৯৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের প্রথম ৩ মাসে এ ব্যাংক মোট ৪৫০০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ২৩৩৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। ১৯৯৬ সালের জুলাই মাস হতে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড "এটিডিপি" কর্মসূচীর আওতায় কৃষি ও কৃষি ভিত্তিক প্রযুক্তি উন্নয়ন খাতে ঋণ মঞ্জুর করছে। উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড এর খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২-এ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৬							
	বিতরণ	-	১৫	৩৫৮৪	৩৫৯৯	১১৬৫০	১৫২৪৯
	আদায়	২	১৪	২১৭৯	২১৯৩	৪২৫০	৬৪৪৫
১৯৯৭							
	বিতরণ	-	২৪	৪১৫০	৪১৭৪	১১৯৬৪	১৬১৩৮
	আদায়	-	১৫	৩৪৭৫	৩৪৯০	৪৯৮০	৮৪৭০
৩১শে মার্চ, ১৯৯৮*							
	বিতরণ	-	-	৭৫০	৭৫০	৩৭৫০	৪৫০০
	আদায়	-	৬	৫৫০	৫৫৬	১৭৮০	২৩৩৬
৩০শে জুন, ১৯৯৮**							
	বিতরণ	-	-	২১৫০	২১৫০	৮১৪০	১০২৯০
	আদায়	১	৬	১২৫০	১২৫৬	৪১২০	৫৩৭৭

* সাময়িক।

** প্রাক্কলিত।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৭ সালে উত্তরা ব্যাংক শুধুমাত্র ১টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প প্রকল্পের জন্য মোট ২৪ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করেছে। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫১০ মিলিয়ন টাকা। তন্মধ্যে মাঝারী শিল্পে ৩২১৫ মিলিয়ন টাকা এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ২৯৫ মিলিয়ন টাকা। উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

সারণি - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৭ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩৫	১৫৭৫	১৬১০
	পরিমাণ	৩১৯৫	২৮৫	৩৪৮০
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১	০	১
	পরিমাণ	২৪	০	২৪
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ১৯৯৮ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩৭	১৫৮০	১৬১৭
	পরিমাণ	৩২১৫	২৯৫	৩৫১০
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত*				
	প্রকল্প সংখ্যা	২	৫	৭
	পরিমাণ	২০	১০	৩০
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৮ পর্যন্ত**				
	প্রকল্প সংখ্যা	৪০	২৫৯০	২৬৩০
	পরিমাণ	৩৭২৪	৩২৭	৪০৫১

* সাময়িক।

** প্রাক্কলিত।

বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড এর বিশেষ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে দারিদ্র বিমোচন খাতে ২০ মিলিয়ন টাকা ও অন্যান্য খাতে ১২ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস শেষে বিশেষ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণের স্থিতির পরিমাণ শতকরা ১৩ ভাগ হ্রাস পেয়ে ২৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, তন্মধ্যে দারিদ্র বিমোচন খাতে ১৮ মিলিয়ন টাকা ও অন্যান্য খাতে ১০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড উত্তরণ শীর্ষক ভোগ্যপণ্য ক্রয়ে ঋণ সহায়তা প্রকল্প চালু করেছে। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এর আওতায় ১২৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আদায়ের হার শতকরা ১০০ ভাগ। বিশেষ ঋণ কর্মসূচীসহ খাত ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণি-৪ এ দেয়া হ'ল।

সারণি - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৮ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	২৬	২৬	২৬	২৪
	ক) শস্য	২৫	২৫	২৫	২৪
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১	১	১	-
২।	শিল্পঃ	২৭২৮	৩৪৮০	৩৫১০	৪০৫১
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	২৪৭৩	৩১৯৫	৩২১৫	৩৭২৪
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	২৫৫	২৮৫	২৯৫	৩২৭
৩।	পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল	১৬৪২	১৮৫৯	১৮০৪	১৮৪৮
৪।	বীমা, অর্থ সংস্থা, রিয়েল এষ্টেট, ব্যবসা ও সার্ভিস	৩৮১২	৪৭২০	৪৭১০	৪৯১৫
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৫৬	১৭৮	১৭৫	১৮০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ	৩২	৩২	২৮	২৫
	ক) দারিদ্র বিমোচন	২২	২০	১৮	১৬
	খ) অন্যান্য	১০	১২	১০	৯
৭।	অন্যান্য	১৩৯৬	১৮৪৬	১৯১৬	২০৮২
	সর্বমোট	৯৭৯২	১২১৪১	১২১৬৯	১৩১২৫

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেডের অর্থায়িত একটি আধুনিক ঔষধ কারখানা

ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড

ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড ১০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ৪৪ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ২৩শে মার্চ, ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০০০ মিলিয়ন টাকা ও ৩৯১ মিলিয়ন টাকা। পরিশোধিত মূলধনের ১৯৫ মিলিয়ন টাকা উদ্যোক্তাদের কর্তৃক, ২০ মিলিয়ন টাকা সরকার ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এবং অবশিষ্ট ১৭৬ মিলিয়ন টাকা জনসাধারণ কর্তৃক পরিশোধিত। ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬২৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির শাখা সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৭টিতে। ওমানে ব্যাংকের যৌথ মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত 'গালফ ওভারসীজ এক্সচেঞ্জ হাউজ' আছে। ১৯৯৬ সালে মায়ানমারে ব্যাংকের একটি রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিস খোলা হয়। ১৯৯৭ সালে এ ব্যাংক অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড চালু করেছে। Western Union Service International এর মাধ্যমে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সহায়তায় তাৎক্ষণিকভাবে এক দেশ থেকে অন্য দেশে টাকা গ্রহণ ও প্রেরণ করে থাকে। ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮৫৩ জনে, তন্মধ্যে ১২৭০ জন কর্মকর্তা বাকী ৫৮৩ জন কর্মচারী।

১৯৯৭ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড এর মোট আমানত শতকরা ০.৪ ভাগ হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর শেষে ১৫৫৫৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে মোট আমানত বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল শতকরা ১৬ ভাগ। ১৯৯৮ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির আমানত হ্রাস পেয়ে মার্চ মাস শেষে ১৫২৫২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৪১০ মিলিয়ন টাকা যার পরিমাণ ছিল ১৯৯৬ শেষে ৯৬৫৮ মিলিয়ন টাকা।

রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ মোকাবেলায় ব্যাংকসমূহ অত্যন্ত আন্তরিক। ছবিতে ন্যাশনাল ব্যাংকের চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে একটি চেক প্রদান করছেন

১৯৯৭ সালে ব্যাংকটি মোট ১৯৬৪ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করে। ১৯৯৭ সালে ব্যাংকটি ৩১৪৬৯ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে তন্মধ্যে রপ্তানি ১২৬৫২ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৮০৮২ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৭৩৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের প্রথম ৩ মাসে এ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৫১২ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি এবং রেমিটেন্সের পরিমাণ যথাক্রমে ৩২২৯ মিলিয়ন, ৭১৬২ মিলিয়ন এবং ১২১ মিলিয়ন টাকা। সারণি-১ এ ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য দেয়া হ'ল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	৩১শে মার্চ, ১৯৯৮	৩০শে জুন, ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩৯১	৩৯১	৩৯১	৩৯১
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৪৬৯	৬২৫	৬২৫	৬২৫
৪।	আমানত	১৫৬২০	১৫৫৫৪	১৫২৫২	১৬৪২৭
	(ক) তলবী আমানত	৪৩৪৮	৪৪৭৫	৪৪৬৯	৪৬৮০
	(খ) মেয়াদী আমানত	১১২৭২	১১০৭৯	১০৭৮৩	১১৭৪৭
৫।	অগ্রিম	৯৬৫৮	১০৪১০	১০৫২৮	১১২৮০
৬।	বিনিয়োগ	১৯২৯	১৯৬৪	২১৮০	২২২০
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৫৯৪৭	২৮৩৭৩	৩১৪৬৪	৩২০০০
৮।	মোট আয়	১২২৫	১৪৫৬	৬৪৩	৮০৭
৯।	মোট ব্যয়	৯৮৩	১১৮১	৪৬৭	৩৫৭
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২৫৯৭৮	৩১৪৬৯	১০৫১২	১৮৯৫০
	(ক) রপ্তানি	১১১৩৬	১২৬৫২	৩২২৯	৫৮০০
	(খ) আমদানি	১৪৬২২	১৮০৮২	৭১৬২	১২৯০০
	গ) রেমিটেন্স	২২০	৭৩৫	১২১	২৫০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৭৭৪	১৮৫৬	১৮৫৩	১৯৮৩
	(ক) কর্মকর্তা	১২০৮	১২৭২	১২৭০	১৩৭০
	(খ) কর্মচারী	৫৬৬	৫৮৪	৫৮৩	৬১৩
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩৬০	৩৩৪	৩৩৬	৩৩৮
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৬৫	৬৭	৬৭	৬৭
	ক) বাংলাদেশে	৬৩	৬৬	৬৬	৬৬
	খ) বিদেশে*	২	১	১	১

* এক্সচেঞ্জ হাউস

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৭ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক মোট ১০৪১০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ৩১৫০ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯৯৭০ মিলিয়ন টাকা ও ৩০০৮ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯৯৭ সালে ব্যাংকটি কৃষিখাতে ৩৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১২ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৪ মিলিয়ন ও ১১ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে শিল্পখাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৪০৬ মিলিয়ন ও ৭২৮ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৩০০ মিলিয়ন ও ৬৯৫ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের অবস্থা সারণি-২ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৬							
	বিতরণ	৩৪	৭৭০	১৫৩০	২৩০০	৭৬৩৬	৯৯৭০
	আদায়	১১	২৩৫	৪৬০	৬৯৫	২৩০২	৩০০৮
১৯৯৭							
	বিতরণ	৩৭	৮০৬	১৬০০	২৪০৬	৭৯৬৭	১০৪১০
	আদায়	১২	২৪৬	৪৮২	৭২৮	২৪১০	৩১৫০
৩১শে মার্চ, ১৯৯৮*							
	বিতরণ	৯	১৪২	২৮৫	৪২৭	১৪১৪	১৮৫০
	আদায়	১	৫০	৯৪	১৪৪	৪৮৫	৬৩০
৩০শে জুন, ১৯৯৮**							
	বিতরণ	১৮	২৯০	৫৮৮	৮৭৮	২৯০৪	৩৮০০
	আদায়	১২	৮৭	১৭৩	২৬০	৮৬৩	১১৩৫

* সাময়িক।

** প্রাক্কলিত।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী ঃ

১৯৯৭ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড ৫২টি প্রকল্পে মোট ২১৯ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণের মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৪৭৬৮ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণের মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৪৮৯২ মিলিয়ন টাকা। সারণি-৩ এ শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দেয়া হ'ল।

সারণি - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৭ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩১২	৭৫২	১০৬৪
	পরিমাণ	২৮৭৮	১৮৯০	৪৭৬৮
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৭	৩৫	৫২
	পরিমাণ	১৫৬	৬৩	২১৯
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৮ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩১৫	৭৬০	১০৭৫
	পরিমাণ	২৯৮৮	১৯০৪	৪৮৯২
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩	৮	১১
	পরিমাণ	১১০	১৪	১২৪
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৮ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৮	২০	২৮
	পরিমাণ	২৩০	৩৬	২৬৬

বিশেষ ঋণ কর্মসূচীঃ

ন্যাশনাল ব্যাংক ১৯৯২ সাল থেকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পাধীন বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় শস্য খাতে তদারকী ঋণ ব্যবস্থায় অর্থায়ন করে আসছে। দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তীর্ণ উর্বর আবাদযোগ্য ভূমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রান্তিক ও বর্গা চাষীর প্রয়োজনীয় অর্থায়ন তদারকী ঋণ প্রদান কর্মসূচীর লক্ষ্য। ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সালে এ খাতে বিনিয়োগ করা হয় যথাক্রমে ১০ মিলিয়ন ও ৭ মিলিয়ন টাকা। ঋণ আদায়ের হার ১৯৯৬ সালে ৮৬ ও ১৯৯৭ সালে ৭১ শতাংশ।

১৯৯৭ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড বিশেষ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ৫২ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করে, ১৯৯৬ সালে যার পরিমাণ ছিল ৪৬ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে এ ঋণের পরিমাণ ৫৩ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়। বিশেষ ঋণ কর্মসূচীসহ খাত-ভিত্তিক ঋণের অবস্থা সারণি-৪ এ দেয়া হ'ল।

সারণি - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৮ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ				
	ক) শস্য	৬	৭	৯	১০
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৪০	৪৪	৪৮	৫৫
২।	শিল্পঃ				
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	১১৯৮	১২৯২	১২৯০	১৪০৫
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১৭০৪	১৮৩৬	১৮৬০	২০৩০
৩।	পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল	৪৬৩৮	৪৯৯২	৫০৫০	৫১৮০
৪।	বীমা, অর্থ সংস্থা, রিয়েল এষ্টেট, ব্যবসা ও সার্ভিস	১৩৯৮	১৫১০	১৫৩০	১৫৬০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৩০	৩২	৩৫	৩৫
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ				
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	৪৬	৫২	৫৩	৫৫
৭।	অন্যান্য	৫৯৮	৬৪৫	৬৫৩	৯৫০
	সর্বমোট	৯৬৫৮	১০৪১০	১০৫২৮	১১২৮০

দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড

১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত দি সিটি ব্যাংক লিমিটেডের বর্তমান অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে ৪০০ মিলিয়ন টাকা এবং ১৬০ মিলিয়ন টাকা। পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে ৮০ মিলিয়ন টাকা উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক, ৮০ মিলিয়ন টাকা জনসাধারণ কর্তৃক পরিশোধিত। ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫৯ মিলিয়ন টাকা। মোট ৭৬টি শাখা বিশিষ্ট এ ব্যাংকে ১১৯৩ জন নির্বাহী/কর্মকর্তা এবং ৬৫৬ জন কর্মচারী রয়েছে।

১৯৯৭ সালের শেষে দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড এর মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৫০২ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬ সালের শেষে এর পরিমাণ ছিল ৭৭৭৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের মোট আমানত হয় ৮০৬৬ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬ সালের শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতি ছিল ৬০৩৫ মিলিয়ন টাকা যা ১৯৯৭ সালের শেষে দাঁড়ায় ৬৯১৯ মিলিয়ন টাকা। মার্চ, ১৯৯৮ শেষে মোট ঋণের পরিমাণ হয় ৬৬১৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালে ব্যাংকটি মোট ৮৮২ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করে। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ৮৩৪ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালে ব্যাংকটি মোট ৮৩৯১ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি ১৪৫৬ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৬১৮২ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৭৫৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের প্রথম ৩ মাসে এ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ২০৯৯ মিলিয়ন টাকা, তনমধ্যে রপ্তানি ৩২১ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ১৫৩৭ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ২৪১ মিলিয়ন টাকা। দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড এর কার্যক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	৩১শে মার্চ, ১৯৯৮(সাময়িক)	৩০শে জুন, ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৪০০	৪০০	৪০০	৪০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৬০	১৬০	১৬০	১৬০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৫৯	১৫৯	১৫৯	১৫৯
৪।	আমানত	৭৭৭৫	৮৫০২	৮০৬৬	৯০০০
	(ক) তলবী আমানত	১৪১৭	১৮৫৫	১৬৯৪	১৮৯০
	(খ) মেয়াদী আমানত	৬৩৫৮	৬৬৪৭	৬৩৭২	৭১১০
৫।	অগ্রিম	৬০৩৫	৬৯১৯	৬৬১৫	৭২০০
৬।	বিনিয়োগ	৮৩৪	৮৮২	১২২১	১৫০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৯৯৮০	৯২২১	১১২১৮	১২৫০০
৮।	মোট আয়	৭৯৩	৯২৩	২১৫	৪৬৬
৯।	মোট ব্যয়	৬২২	৭৪২	২১০	৩৯৮
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৬৭২৭	৮৩৯১	২০৯৯	৬৫০০
	(ক) রপ্তানি	১১০১	১৪৫৬	৩২১	১০০০
	(খ) আমদানি	৪৯৫৬	৬১৮২	১৫৩৭	৫০০০
	(গ) রেমিটেন্স	৬৭০	৭৫৩	২৪১	৫০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৮৪৩	১৮৫৫	১৮৪৯	১৮৪৯
	(ক) নির্বাহী/কর্মকর্তা	১১৬৪	১১৯৭	১১৯৩	১১৯৩
	(খ) কর্মচারী	৬৭৯	৬৫৮	৬৫৬	৬৫৬
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২৫১	২৫১	২৫১	২৬০
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৭৬	৭৬	৭৬	৮০

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৭ সালে দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড মোট ৮৪৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৭৫২ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯৯৭ সালে ব্যাংকটি কৃষি খাতে ১৪ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ একই ছিল। শিল্পখাতে ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪০ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ১৫৫ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণের অবস্থা সারণি-২ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৬							
	বিতরণ	১৪	৫	১৫০	১৫৫	৫৮৩	৭৫২
	আদায়	৪	৭১	৩৫	১০৬	৪১৮	৫২৮
১৯৯৭							
	বিতরণ	১৪	৭০	১৭০	২৪০	৫৯০	৮৪৪
	আদায়	৩	১০	৪০	৫০	৩৮৫	৪৩৮
৩১শে মার্চ, ১৯৯৮*							
	বিতরণ	১৭	৪০	৬৫	১০৫	১৯০	৩১২
	আদায়	৫	১৫	৩৫	৫০	৩৫	৯০
৩০শে জুন, ১৯৯৮**							
	বিতরণ	২০	১২০	১৫০	২৭০	২২৫	৫১৫
	আদায়	৭	২৫	৬০	৮৫	৭২	১৬৪

*সাময়িক।

** প্রাক্কলিত।

পরিবহন খাতে অধিক যাত্রী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যাংকের অর্থায়নে চালুকৃত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস

শিল্প ঋণ মঞ্জুরীঃ

১৯৯৭ সালে দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড ১ টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে মোট ৭০ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ২৪০ মিলিয়ন টাকা। সারণি-৩ এ শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা দেয়া হ'ল।

সারণি - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৭	১	৮
পরিমাণ	২৪০	৩	২৪৩
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
পরিমাণ	৭০	-	৭০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৮	-	৮
পরিমাণ	৩৩০	-	৩৩০
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	৪০	-	৪০
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১১	১	১২
পরিমাণ	৩৪০	৫	৩৪৫

ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি ঔষধ কোম্পানী

১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড এর ঋণের স্থিতির পরিমাণ মোট ৬৬১৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (কৃষি খাতে ১৭ মিলিয়ন টাকা, শিল্প খাতে ৩২৮ মিলিয়ন টাকা)। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং বাণিজ্যে ব্যাংকের মোট অগ্রিমের স্থিতি দাঁড়ায় ৫৯৬৪ মিলিয়ন টাকা যা ১৯৯৭ এর শেষে ৬৩২৪ মিলিয়ন টাকা ছিল। ব্যাংকটির খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হল।

সারণি - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৮ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	১৪	১৪	১৭	২০
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১৪	১৪	১৭	২০
২।	শিল্পঃ	৪৭৭	২৩৯	৩২৮	৩৪৮
	ক) বৃহৎ	৩৭৫	৯৮	৭০	৮০
	খ) মাঝারী	১০২	১৪১	২৫৮	২৬৮
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	৫০১৯	৬৩২৪	৫৯৬৪	৬৫০৭
৪।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৭	২	১	৫
৫।	অন্যান্য	৫১৮	৩৪০	৩০৫	৩২০
	সর্বমোট	৬০৩৫	৬৯১৯	৬৬১৫	৭২০০

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড ১৯৮৩ সালের ২৯শে জুন হতে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মকান্ড শুরু করে। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসের শেষ নাগাদ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরমাণ ১০০০ মিলিয়ন টাকা, পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ২৩০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ২৬৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ৩১ মার্চ, ১৯৯৮ শেষে ব্যাংকটির ৭৯টি শাখাসহ মোট জনশক্তি দাঁড়ায় ১৯৬১ জনে, যার মধ্যে ১২৭১ জন কর্মকর্তা এবং ৬৯০ জন কর্মচারী।

ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষের ৮৬৬৮ মিলিয়ন টাকা থেকে ৭৩৪ মিলিয়ন টাকা (৮%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালের একই সময়ে ৯৪০২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে ৯০৬২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। তলবী ও মেয়াদী আমানতের পরিমাণ ১৯৯৬ সালের তুলনায় যথাক্রমে ৩১৬ মিলিয়ন টাকা (১২%) এবং ৪১৮ মিলিয়ন টাকা (৭%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালের শেষে ৩০৬৩ মিলিয়ন টাকা এবং ৬৩৩৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়ের ব্যবধানে মোট আগাম এবং বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে ৫১৬ মিলিয়ন টাকা (৯%) বৃদ্ধি এবং ১৭ মিলিয়ন টাকা (১%) হ্রাস পেয়ে ৬৪৬৪ মিলিয়ন টাকা এবং ১১৯১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ১৯৯৬ সালের তুলনায় ২৮৬০ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি (২৪%) পেয়ে ১৯৯৭ সাল শেষে ১৪৭০৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মোট আমদানির পরিমাণ ১৯৯৬ সালের ৮৩৭৮ মিলিয়ন টাকা থেকে ১৭৯৯ মিলিয়ন টাকা (২১%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালে ১০১৭৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাসের ৩০৯৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, রপ্তানির পরিমাণ ১৯৯৬ সালের ৩৪৬৮ মিলিয়ন টাকা থেকে ১০৬১ মিলিয়ন টাকা (৩১%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালে ৪৫২৯ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ১২৮৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		১৯৯৬	১৯৯৭	৩০শে মার্চ, ১৯৯৮	৩০শে জুন, ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২২৪	২৩০	২৩০	২৩০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৮৪	২৬৬	২৬৬	২৬৬
৪।	আমানত	৮৬৬৮	৯৪০২	৯০৬২	৯৬৯৬
	(ক) তলবী আমানত	২৭৪৭	৩০৬৩	২৭৪৯	২৯১৮
	(খ) মেয়াদী আমানত	৫৯২১	৬৩৩৯	৬৩১৩	৬৭৭৮
৫।	অগ্রিম	৫৯৪৮	৬৪৬৪	৬৪০৯	৬৯২২
৬।	বিনিয়োগ	১২০৮	১১৯১	১৪৭৩	১৪৮০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১১৮৮৩	১২৭৮৫	১৩০৬০	১৩৭১৩
৮।	মোট আয়	৯৪৭	১০৮৭	২৭৭	৬০৯
৯।	মোট ব্যয়	৬৪৪	৭৬৭	২৩৩	৪০৬
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১১৮৪৬	১৪৭০৬	৪৩৮৭	৪৩৩৪
	(ক) রপ্তানি	৩৪৬৮	৪৫২৯	১২৮৯	১৩৭১
	(খ) আমদানি	৮৩৭৮	১০১৭৭	৩০৯৮	২৯৬৩
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৯৩৯	১৯৪৬	১৯৬১	১৯৭০
	(ক) কর্মকর্তা	১২৬০	১২৫৬	১২৭১	১২৭৫
	(খ) কর্মচারী	৬৭৯	৬৯০	৬৯০	৬৯৫
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১০২	১০২	১০২	১০৩
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৭৮	৭৯	৭৯	৮০

ঋণ বিতরণ ও আদায়

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক এর ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ১৯৯৬ সালের ১০৪৬৪ মিলিয়ন টাকা এবং ৮২৭৯ মিলিয়ন টাকার তুলনায় যথাক্রমে ৩০১ মিলিয়ন টাকা হ্রাস এবং ১১৩৬ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালে ১০১৬৩ মিলিয়ন টাকা এবং ৯৪১৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাসে যথাক্রমে ২৬৩০ মিলিয়ন টাকা ও ২৩৮২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত তথ্য সারণি -২ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৬							
	বিতরণ	২৩৮	৪৩৫	১৩০৫	১৭৪০	৮৪৮৬	১০৪৬৪
	আদায়	৯৭	১৬২	৯২৮	১০৯০	৭০৯২	৮২৭৯
১৯৯৭							
	বিতরণ	২২৯	১৩৪	১৬৪০	১৭৭৪	৮১৬০	১০১৬৩
	আদায়	১০২	২৩৮	১১২৫	১৩৬৩	৭৯৫০	৯৪১৫
৩১শে মার্চ, ১৯৯৮*							
	বিতরণ	৬০	৬৯	৪৩০	৪৯৯	২০৭১	২৬৩০
	আদায়	২৭	৫৫	২৯৩	৩৪৮	২০০৭	২৩৮২
৩০শে জুন, ১৯৯৮**							
	বিতরণ	১২৫	১৪৫	৯৫০	১০৯৫	৪৭৫০	৫৯৭০
	আদায়	৯০	১২৫	৬০০	৭২৫	৪১০০	৪৯১৫

* সাময়িক।

** প্রাক্কলিত।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

ব্যাংক শুরু থেকে ১৯৯৮ সালের মার্চ পর্যন্ত ৮০টি প্রকল্পের আওতায় মোট ২৩০৫ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে যার মধ্যে ২৮০ মিলিয়ন টাকা (১২%) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং বাকী ২০২৫ মিলিয়ন টাকা (৮৮%) মাঝারী শিল্পের জন্য। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংক ৭৬টি প্রকল্পের আওতায় মোট ২৩০৮ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করে যার মধ্যে ২৪৭ মিলিয়ন টাকা (১১%) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে এবং বাকী ২০৬১ মিলিয়ন টাকা (৮৯%) মাঝারী শিল্পে। শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

সারণি - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৭ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৭	৫৯	৭৬
	পরিমাণ	২০৬১	২৪৭	২৩০৮
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৭	২১	২৮
	পরিমাণ	৪৩২	১১৭	৫৪৯
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ১৯৯৮ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৯	৬১	৮০
	পরিমাণ	২০২৫	২৮০	২৩০৫
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত*				
	প্রকল্প সংখ্যা	২	২	৪
	পরিমাণ	২৬২	৫৬	৩১৮

* সাময়িক।

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড এর মোট ঋণের স্থিতি ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষের ৫৯৪৮ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ৫১৬ মিলিয়ন টাকা (৯%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালের একই সময়ে ৬৪৬৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যার মধ্যে শিল্প ঋণের স্থিতির পরিমাণ ছিল ২৩০৮ মিলিয়ন (৩৬%) টাকা। ব্যাংকের এ স্থিতির পরিমাণ ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস শেষে ৬৪০৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে যার মধ্যে শিল্প ঋণের পরিমাণ ২৩০৫ মিলিয়ন (৩৬%) টাকা। খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হ'ল।

সারণি - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৮ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	১৪১	৯৯	৭১	৭৫
	ক) শস্য	৩১	৬৩	৩৯	৪১
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১১০	৩৬	৩২	৩৪
২।	শিল্পঃ	২৩৫১	২৩০৮	২৩০৫	২৩৩৫
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	২০১০	২০৬১	২০২৫	২০৩৫
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৩৪১	২৪৭	২৮০	৩০০
৩।	পাইকারী ও খুচরা বানিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল	৩২৪৩	৩৮৩৫	৩৭৬০	৪০৭৭
৪।	বীমা, অর্থ সংস্থা, রিয়েল এষ্টেট, ব্যবসা ও সার্ভিস	৭৪	১৫৬	২০১	৩৫৫
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৩৩	২৯	৩০	৩৫
৬।	অন্যান্য	১০২	৩৭	৪২	৪৫
	সর্বমোট	৫৯৪৮	৬৪৬৪	৬৪০৯	৬৯২২

আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড

আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড ১৯৮২ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে ২০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ৮৫ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মকান্ড শুরু করে। ১৯৯৭ সালের শেষ নাগাদ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৮০০ মিলিয়ন টাকা, পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৩৩৮ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ২৫৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বর্তমানে ব্যাংকটির ৫৭টি শাখায় মোট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ১৫৪০ জন।

ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ৯৭১১ মিলিয়ন টাকা থেকে ৫৮০ মিলিয়ন টাকা (৬%)বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ১০২৯১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে আরও বৃদ্ধি পেয়ে ১০৬১০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। তলবী আমানতের পরিমাণ ১৯৯৬ সালের তুলনায় ১২২ মিলিয়ন টাকা (৫%) হ্রাস পেয়ে ১৯৯৭ সালের শেষে ২১০৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়ের ব্যবধানে মেয়াদী আমানতের পরিমাণ ৭০২ মিলিয়ন টাকা (৯%) বৃদ্ধি পেয়ে ৮১৮৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মোট আগাম ও বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৯৬ সালের তুলনায় যথাক্রমে ২৫৮ মিলিয়ন টাকা (৩%) বৃদ্ধি এবং ৫৪ মিলিয়ন টাকা (৩%) হ্রাস পেয়ে ১৯৯৭ সালের শেষে ৮৮১৯ মিলিয়ন টাকা এবং ১৬৫৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ১৯৯৬ সালের তুলনায় ২২৯৪ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালে ১৫৭৬৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যার পরিমাণ ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাসে ছিল ৪৩৪৯ মিলিয়ন টাকা। মোট আমদানির পরিমাণ ১৯৯৬ সালের ৭৭৯৭ মিলিয়ন টাকা থেকে (১৭%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালে ৯১১৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ২৭৬৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। মোট রপ্তানির পরিমাণ ১৯৯৬ সালের ৪৪৮৪ মিলিয়ন টাকা থেকে (১৬%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালে ৫১৮০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ১২৭১

ব্যাংকের অর্থায়নে নির্মিত হচ্ছে সড়ক সেতু

মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে রেমিটেন্সের পরিমাণ ১৯৯৬ সালের ১১৮৫ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালে ১৪৭০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ৩১২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হল।

সারণি - ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৮০০	৮০০	৮০০	৮০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৮২	৩৩৮	৩৩৮	৩৩৮
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২০২	২৫৮	২৫৮	২৫৮
৪।	আমানত:	৯৭১১	১০২৯১	১০৬১০	১১৬৩৮
	ক) তলবী আমানত	২২২৯	২১০৭	২২০৮	২৯০৯
	খ) মেয়াদী আমানত	৭৪৮২	৮১৮৪	৮৪০২	৮৭২৯
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৮৫৬১	৮৮১৯	৯২৯০	৯৩১১
৬।	বিনিয়োগ	১৭০৭	১৬৫৩	১৬৯০	১৭৪৫
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৩২৪২	১৪৮০৫	১৫১৯৬	১৬০০০
৮।	মোট আয়	৭৩৫	৭৫৩	১৪৩	৫০১
৯।	মোট ব্যয়	২৮৫	৩২৩	৯৫	১৮১
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১৩৪৬৬	১৫৭৬৪	৪৩৪৯	৮৬০০
	ক) রপ্তানি	৪৪৮৪	৫১৮০	১২৭১	২৫০০
	খ) আমদানি	৭৭৯৭	৯১১৪	২৭৬৬	৫৫০০
	গ) রেমিটেন্স	১১৮৫	১৪৭০	৩১২	৬০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৫৪২	১৫৪০	১৫৩৯	১৫৩৯
	ক) কর্মকর্তা	৮৯৭	৯০৬	৯০৫	৯০৫
	খ) কর্মচারী	৬৪৫	৬৩৪	৬৩৪	৬৩৪
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২৯০	৩০০	৩০০	৩০০
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	৫৫	৫৭	৫৮	৫৯
	ক) বাংলাদেশে	৫৪	৫৬	৫৭	৫৮
	খ) বিদেশে	১	১	১	১

ঋণ বিতরণ ও আদায়

আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেডের ১৯৯৬ সালে কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৬ মিলিয়ন ও ৪২ মিলিয়ন টাকা, যার পরিমাণ ১৯৯৭ সালে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৯ মিলিয়ন ও ৩৫ মিলিয়ন টাকায়। শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ১৯৯৬ সালের যথাক্রমে ৫২৫৬ মিলিয়ন ও ৫১৩৯ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৯৯৭ সালে ৫৩২২ মিলিয়ন ও ৪২৬৩ মিলিয়ন টাকা হয়। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংক কর্তৃক মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯০৭ মিলিয়ন ও ৭৪৯ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেয়া হল।

সারণি - ২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্বমোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৬							
	বিতরণ	৪৬	৬০৪	৪৬৫২	৫২৫৬	১৩৬০	৬৬৬২
	আদায়	৪২	৫৯৮	৪৫৪১	৫১৩৯	১৪৫৩	৬৬৩৪
১৯৯৭							
	বিতরণ	৩৯	৪৭১	৪৮৫১	৫৩২২	৮২৫	৬১৮৬
	আদায়	৩৫	৩৪৩	৩৯২০	৪২৬৩	৭৩০	৫০২৮
৩১শে মার্চ, ১৯৯৮*							
	বিতরণ	১৮	৯৫	৫৭৬	৬৭১	২১৮	৯০৭
	আদায়	১৫	৬৮	৪৯১	৫৫৯	১৭৫	৭৪৯
৩০শে জুন, ১৯৯৮**							
	বিতরণ	৩৭	১৮১	১১৫২	১৩৩৩	৪৫১	১৮২১
	আদায়	২৮	১৪২	৯৭৬	১১১৮	৩৭০	১৫১৬

* সাময়িক।

** প্রাক্কলিত।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

শুরু থেকে ১৯৯৮ সালের মার্চ পর্যন্ত ব্যাংক ৬৫ টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৯১৫ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করে যার মধ্যে ৬৩৮ মিলিয়ন (৭০%) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে এবং ২৭৭ মিলিয়ন (৩০%) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে মঞ্জুর করে। ১৯৯৭ সালে ৫টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৮১ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করে যার মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে ৭০ মিলিয়ন টাকা এবং ১১ মিলিয়ন টাকা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য মঞ্জুর করা হয়। শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩ এ দেয়া হল।

সারণি - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৭ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২৫	৩৭	৬২
	পরিমাণ	৫৮৮	২৭৪	৮৬২
জানুয়ারী ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২	৩	৫
	পরিমাণ	৭০	১১	৮১
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ১৯৯৮ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২৭	৩৮	৬৫
	পরিমাণ	৬৩৮	২৭৭	৯১৫
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত*				
	প্রকল্প সংখ্যা	২	১	৩
	পরিমাণ	৫০	৩	৫৩
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৮ পর্যন্ত**				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩	৩	৬
	পরিমাণ	৮০	৯	৮৯

* সাময়িক।

** প্রাক্কলিত।

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ৮৫৬১ মিলিয়ন থেকে ৩% বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সাল শেষে ৮৮১৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যার মধ্যে কৃষি খাতে ২২৫ মিলিয়ন (৩%), শিল্প খাতে ১৫২৮ মিলিয়ন (১৭%) এবং পাইকারী/খুচরা ব্যবসা ও রেস্তোরা/হোটেল খাতে ৪০৪১ মিলিয়ন টাকা (৪৫%) স্থিতি বিদ্যমান। ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হল।

সারণি - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৮ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	১১২	২২৫	২৬৯	২৮২
	ক) শস্য	-	-	-	--
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১১২	২২৫	২৬৯	২৮২
২।	শিল্পঃ	১৩১৩	১৫২৮	১৬১৩	১৬৯৪
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	১১৯৬	১২৯০	১৩৬২	১৪৩০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১১৭	২৩৮	২৫১	২৬৪
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	৩৫৩৭	৪০৪১	৪২৬৭	৪৪৮০
৪।	বীমা, রিয়েল এস্টেট ও ব্যবসা সেবা	১৪০৫	১৪৪৩	১৫২৪	১৬০০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৬০	১২৬	১৩৩	১৪০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ	৭৯৪	৬৭৬	৭১৪	৭৪৯
	ক) দারিদ্র বিমোচন	-	-	-	-
	খ) অন্যান্য	৭৯৪	৬৭৬	৭১৪	৭৪৯
৭।	অন্যান্য	১২৪১	৭৮০	৭৭০	৩৬৬
	সর্বমোট	৮৫৬১	৮৮১৯	৯২৯০	৯৩১১

ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি ভোজ্যতেল পরিশোধনাগার

ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স ইনভেষ্টমেন্ট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড

ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স ইনভেষ্টমেন্ট এন্ড কমার্স (আইএফআইসি)ব্যাংক লিমিটেডের অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১৯৯৭ সালে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং ২৭৯ মিলিয়ন টাকায়। পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে ১৬৭ মিলিয়ন টাকা উদ্যোক্তাগণ ও জনসাধারণ কর্তৃক পরিশোধিত এবং অবশিষ্ট ১১২ মিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিশোধিত। ১৯৯৭ সালে ব্যাংকটির শাখার সংখ্যা বিদেশস্থ ২টিসহ ৫৪টিতে দাঁড়ায়। এ ব্যাংক নেপালের কাঠমুন্ডুতে 'নেপাল বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড' স্থাপন করে।

১৯৯৭ সালে এ ব্যাংকের মোট আমানত শতকরা ০.৬৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর মাসের শেষে ১৪৬২৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে আমানতের পরিমাণ ছিল ১৪৫৩০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের জুনে মোট আমানত ১৫৮৩৮ মিলিয়ন টাকা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ১৯৯৭ সালে ব্যাংকটি ২৮৯৩৩ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করে, যার মধ্যে রয়েছে রপ্তানি ১৩৫১৪ মিলিয়ন টাকা এবং আমদানি ১৩৬২৮ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালে এ ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর মাসের শেষে ১৪৭৪৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১৩৪১৩ মিলিয়ন টাকা ছিল। অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হল।

সারণি - ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

	খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	৩১শে মার্চ ১৯৯৮ (সাময়িক)	৩০শে জুন ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৭৯	২৭৯	২৭৯	২৭৯
৩।	সংরক্ষিত তহবিল	২৬৯	২৬৯	২৬৯	২৬৯
৪।	আমানত:	১৪৫৩০	১৪৬২৬	১৩৫৮২	১৫৮৩৮
	ক) তলবী আমানত	৩৪৮৬	৩৩৬৪	৩১২৪	৩৬৪৩
	খ) মেয়াদী আমানত	১১০৪৪	১১২৬২	১০৪৫৮	১২১৯৫
৫।	অগ্রিম	১৩৪১৩	১৪৭৪৬	১৪৫০৭	১৫২৮৯
৬।	বিনিয়োগ	১৭১৭	২০৩৯	২০৩৭	২১৫৪
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৬৫৪৯	১৭৪৩৫	-	-
৮।	মোট আয়	১২২০	১৪২৩	৭৬২	১৯১৭
৯।	মোট ব্যয়	১১০২	১২১৫	৬৩১	১৪৬৯
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২২৮৩৫	২৮৯৩৩	৭০১৭	১৭২২৯
	ক) রপ্তানি	৯৬৩৭	১৩৫১৪	২৮৭৮	৬৫২২
	খ) আমদানি	১১৮৪৫	১৩৬২৮	৩৭২৮	৯৭৮৩
	গ) রেমিটেন্স	১৩৫৩	১৭৯১	৪১১	৯২৪
১১।	মোট জনশক্তি(সংখ্যায়)	১৫২০	১৬১৪	১৬০৯	১৬৩৫
	ক) কর্মকর্তা	১০০৯	১০৮৮	১০৭৯	১০৯০
	খ) কর্মচারী	৫১১	৫২৬	৫৩০	৫৪৫
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক(সংখ্যায়)	১৯৯	২০০	২০০	২০৫
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	৫২	৫৪	৫৪	৫৭
	ক) বাংলাদেশে	৫০	৫২	৫২	৫৫
	খ) বিদেশে	২	২	২	২

১৯৯৭ সালে ঋণ বিতরণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস পায়। ১৯৯৬ সালের জানুয়ারী-ডিসেম্বরে যেখানে ১৮৬২০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয় সেখানে ১৯৯৭ সালের ঐ সময়ে ১২৫৫০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়। ঋণ আদায় একই সময়ে ১৬৯১৭ মিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ১২৫৫৮ মিলিয়ন টাকা হয়েছে। খাত-ওয়ারী ঋণ বিতরণ এবং আদায় সারণি-২ এ দেয়া হল।

সারণি - ২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ		অন্যান্য	সর্ব মোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন		
১৯৯৬						
	বিতরণ	৮	৩৮৮	৮৪৪	১৭৩৮০	১৮৬২০
	আদায়	২১	৩২৭	৫২৭	১৬০৪২	১৬৯১৭
১৯৯৭						
	বিতরণ	২৬	১১২৪	৫২৮	১০৮৭২	১২৫৫০
	আদায়	২৫	৪৬০	৩৮৪	১১৬৮৯	১২৫৫৮
৩১শে মার্চ, ১৯৯৮*						
	বিতরণ	১৫	৬১	৬৩	১৫৩০	১৬৬৯
	আদায়	১২	৪৮	৩৩৫	৮১৪২	৮৫৩৭
৩০শে জুন, ১৯৯৮**						
	বিতরণ	২৬	৬৭	৭০	১৪৪৭	১৬১০
	আদায়	২৫	৫৫	৩৮৫	১১৬৯	১৬৩৪

* সাময়িক।

** প্রাক্কলিত।

ব্যাংকের অর্থায়নে নির্মিয়মান একটি বাণিজ্যিক ভবন

ব্যাংক এর শিল্প ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী সারণি-৩ এ দেয়া হল।

সারণি - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৫ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৮	১০০	১১৮
পরিমাণ	৭৬৪	৬৫৯	১৪২৩
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৫ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১০	৬	১৬
পরিমাণ	৩৯৮	১২	৪১০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ১৯৯৬ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৯	১০২	১২১
পরিমাণ	৭৭২	৬৬৮	১৪৪০
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৬ পর্যন্ত*			
প্রকল্প সংখ্যা	১	২	৩
পরিমাণ	৮	৯	১৭
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৬ পর্যন্ত**			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	২	৫
পরিমাণ	৬০	১০	৭০

সারণি - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৮ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	৬৭	৬৭	৬৮	৭০
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৬৭	৬৭	৬৮	৭০
২।	শিল্পঃ	২৬৬৭	২৭০০	২৭০৪	২৭০৮
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	১৮৩৭	১৮৬৫	১৮৬৮	১৮৭০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৮৩০	৮৩৫	৮৩৬	৮৩৮
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা / হোটেল	৩৬৫৯	৩৬১৬	৩৬২০	৩৬৪০
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	২২৯	১৪৪	১৪৮	১৫০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	২৭৯	২৪৩	২৪৫	২৫০
৬।	অন্যান্য	৬৪৪২	৭৯৭৬	৭৭২২	৮৪৭১
	সর্বমোট	১৩৪১৩	১৪৭৪৬	১৪৫০৭	১৫২৮৯

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

দেশের প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ৩০শে মার্চ, ১৯৮৩ সালে কার্যক্রম শুরু করে। এটি যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যাংকিং কোম্পানী যার মূলধনের শতকরা ৬১ ভাগ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, কয়েকটি বিদেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রদত্ত। অবশিষ্টাংশ বাংলাদেশী উদ্যোক্তগণ কর্তৃক প্রদত্ত। ১৯৯৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫০০ মিলিয়ন টাকা, ৩১৮ মিলিয়ন টাকা এবং ১০৯৯ মিলিয়ন টাকা। ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ পর্যন্ত ব্যাংকটির শাখা সংখ্যা দাঁড়ায় ১০০ টিতে এবং মোট কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ১৯৮০ জন যার মধ্যে ১৬৪৫ জন কর্মকর্তা। ব্যাংকের কার্যক্রম ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী চলছে কিনা তা দেখাশুনা করার জন্য দেশের প্রখ্যাত আলেম, আইনজীবী, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং ব্যাংকারদের নিয়ে গঠিত একটি "শরীয়াহ কাউন্সিল" আছে।

১৯৯৭ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর আমানতের পরিমাণ ২৭১৯ মিলিয়ন টাকা (১৯%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৭১১৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাসে (মার্চ পর্যন্ত) ব্যাংকটির আমানত বৃদ্ধি পায় ২৩৩ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির ১৯৯৭ সালের বিনিয়োগ স্থিতি ৪৪৫ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ১৩০৯৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালে ব্যাংকটি ৩৬৬৪১ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। তার মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৭৩৭৬ মিলিয়ন টাকা, ১৪৪৪০ মিলিয়ন টাকা ও ৪৮২৫ মিলিয়ন টাকা। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	৩১শে মার্চ, ১৯৯৮	৩০শে জুন, ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৩১৬	৩১৮	৩১৮	৩১৮
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৯২৫	১০৯৯	১০৯৯	১০৯৯
৪।	আমানত	১৪৩৯৫	১৭১১৪	১৭৩৪৭	১৮৫৫৭
	(ক) তলবী আমানত	৩৫২৪	৩৭২৯	৩৬৬৭	৩৯২৩
	(খ) মেয়াদী আমানত	১০৮৭১	১৩৩৮৫	১৩৬৮০	১৪৬৩৪
৫।	অগ্রিম	১৩৫১৯	১৩০৭৫	১২২৩৯	১৩৯০৮
৬।	বিনিয়োগ	২১	২০	২০	২০
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৬৯৯০	২০০১৭	২০০১৭	২০০১৭
৮।	মোট আয়	১২৩২	১৩৬৯	৪৩৯	১১০০
৯।	মোট ব্যয়	৯৪৮	১১৯৮	২৯১	৬০০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩২৯৬৯	৩৬৬৪১	৯৯৭১	১৯৫০০
	(ক) রপ্তানি	১১৭৬৬	১৪৪৪০	৩২৫৮	৭৭৫০
	(খ) আমদানি	১৭৮৭৫	১৭৩৭৬	৫২৯৯	৯০০০
	(গ) রেমিটেন্স	৩৩২৮	৪৮২৫	১৪১৪	২৭৫০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৭৭৮	১৯০৩	১৯৮০	২০৫০
	(ক) কর্মকর্তা	১৫০০	১৫৬৭	১৬৪৫	১৭০৫
	(খ) কর্মচারী	২৭৮	৩৩৬	৩৩৫	৩৪৫
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৫২৫	৬১০	৬২৫	৬৫০
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৯৫	১০০	১০০	১০৫

খাতভিত্তিক বিনিয়োগ ও আদায়

১৯৯৭ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড মোট ৪০৫২১ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ বিতরণ ও ৩০৫৬০ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪১৭০২ মিলিয়ন ও ২৯৭৮৭ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে বিতরণকৃত বিনিয়োগের মধ্যে কৃষি ও শিল্প খাতে বিতরণ করা হয় যথাক্রমে ৪৮ মিলিয়ন ও ৫৭৫২ মিলিয়ন টাকা এবং উক্ত খাতদ্বয়ে আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৫ মিলিয়ন ও ৪১৪৯ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাতওয়ারী বিনিয়োগ বিতরণ ও আদায়ের তুলনা মূলক চিত্র সারণি -২ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

খাতভিত্তিক বিনিয়োগ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি বিনিয়োগ	শিল্প বিনিয়োগ			অন্যান্য	সর্ব মোট
			মেয়াদী বিনিয়োগ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৬							
	বিতরণ	৪৩	৭৪০	৪৬৮৭	৫৪২৭	৩৬২৩২	৪১৭০২
	আদায়	২২	৩৮৩	৩৭০২	৪০৮৫	২৫৬৮০	২৯৭৮৭
১৯৯৭							
	বিতরণ	৪৮	৫৭২	৫১৮০	৫৭৫২	৩৪৭২১	৪০৫২১
	আদায়	২৫	২১২	৩৯৩৭	৪১৪৯	২৬৩৮৬	৩০৫৬০
৩১শে মার্চ, ১৯৯৮*							
	বিতরণ	২৩	২৮	১৭২৭	১৭৫৫	১২৩৫০	১৪১২৮
	আদায়	১০	৬২	১২৪৩	১৩০৫	৮৬৫০	৯৯৬৫
৩০শে জুন, ১৯৯৮**							
	বিতরণ	৫০	২৯৫	২২৫০	২৫৪৫	২৩৫০০	২৬০৯৫
	আদায়	২৪	২৬০	১৬১৬	১৮৭৬	১৮৮০০	২০৭০০

ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি বেসরকারী ক্যাবল ফ্যাক্টরী

শিল্প বিনিয়োগ মঞ্জুরী

১৯৯৭ সালে ব্যাংকটি ৪৩টি প্রকল্পের জন্য ২৯৯ মিলিয়ন টাকা শিল্প বিনিয়োগ মঞ্জুর করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৩৪টি প্রকল্পের জন্য ৮১৭ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকটি সর্বমোট ২০৩টি প্রকল্পের জন্য ৪৭৮০ মিলিয়ন টাকা শিল্প বিনিয়োগ মঞ্জুর করে। এর মধ্যে ১৬৮৮ মিলিয়ন টাকা (৩৫%) মঞ্জুর করা হয় বৃহৎ ও মাঝারী আকারের শিল্পের জন্য। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর তুলনামূলক অবস্থা সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

সারণি - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক বিনিয়োগ

(মিলিয়ন টাকায়)

বিনিয়োগ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২২	১৮১	২০৩
পরিমাণ	১৬৮৮	৩০৯২	৪৭৮০
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৭	৩৬	৪৩
পরিমাণ	১৮২	১১৭	২৯৯
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১, ১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২৩	১৮৪	২০৭
পরিমাণ	১৭৩৮	৩১২৯	৪৮৬৭
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১	৩	৪
পরিমাণ	২৭	৭	৩৪
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	২	৭
পরিমাণ	২৮৪	১০	২৯৪

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে ব্যাংকের কর্মসূচী ১৯৯৭ সালেও অব্যাহত থাকে। এ লক্ষ্যে ব্যাংকটি পল্লী এলাকার গরীব ও সম্বলহীন মানুষের জন্য সর্বোচ্চ ১০০০০ টাকা এবং প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য সর্বোচ্চ ৫০০০০ টাকা বিনিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা করে আসছে। পুরাতন ও ভাল গ্রাহকের ক্ষেত্রে আলোচ্য কর্মসূচীর আওতায় ৩০০০০ টাকা পর্যন্ত বিনা জামানতেও বিনিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া হকারদের জন্য বিনিয়োগ এবং মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রিজ ইনভেষ্টমেন্ট স্কীম নামক দুটি বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিশেষ বিনিয়োগ কর্মসূচীসহ ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হ'ল।

সারণি - ৪

খাত-ভিত্তিক বিনিয়োগের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৮ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	১৬০	১৮১	১৮৭	১৯০
	ক) শস্য	০১	১৬	১৭	১৭
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১৫৯	১৬৫	১৭০	১৭৩
২।	শিল্পঃ	৪২৯৪	৪৭৮০	৪৮৬৭	৫১৬০
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	২৫৪৫	১৬৮৮	১৭৩৮	২০২২
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১৭৪৯	৩০৯২	৩১২৯	৩১৩৮
৩।	পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল	৫৪৬৯	৪৮৬০	৩৭৯৮	৪৯১১
৪।	বীমা, অর্থ সংস্থা, রিয়েল এষ্টেট, ব্যবসা ও সার্ভিস	৪৭৯	৫৩০	৫৪০	৫৫০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৬৬৮	৬৮৭	৬৮৮	৭২০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ	১৫০১	১২৫৭	১৩০১	১৪৯৫
	ক) দারিদ্র বিমোচন	১১	২৭	৪০	৪৫
	খ) অন্যান্য	১৪৯০	১২৩০	১২৬১	১৪৫০
৭।	অন্যান্য	৯৪৮	৭৮০	৮৫৮	৮৮২
	সর্বমোট	১৩৫১৯	১৩০৭৫	১২২৩৯	১৩৯০৮

আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড একটি ইসলামী শরিয়াহ ভিত্তিক ব্যাংক যা ১৯৮৭ সালের ২০শে মে হতে তফসিলী ব্যাংক রূপে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে । সৌদি আরবের দাল্লাহ আল বারাকা গ্রুপ, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশী বিনিয়োগকারীদের উদ্যোগে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬০০ মিলিয়ন টাকা ও ২৬০ মিলিয়ন টাকা। এ সময়ে ব্যাংকটির রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬ মিলিয়ন টাকা । আল বারাকা ব্যাংক সারাদেশে ৩৩টি শাখার মাধ্যমে সুদবিহীন ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসছে। ১৯৯৮ সালের মার্চ পর্যন্ত ব্যাংকের মোট জনসম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৪৪ জন।

১৯৯৭ সালে আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর মোট আমানত ৫২২ মিলিয়ন (৯%) বৃদ্ধি পেয়ে ৬৪০২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। তবে ১৯৯৭ সালের প্রথম ৩ মাসে (মার্চ ১৯৮৭ পর্যন্ত) ব্যাংকটির আমানত ৬৬৪ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পায়। ব্যাংকটির মোট অগ্রিম ১৯৯৭ সালে ৬৮৮ মিলিয়ন টাকা (১২%) বৃদ্ধি পেয়ে ৬২০৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী বছরে ৩৪ মিলিয়ন টাকা (০.৬১%) হ্রাস পেয়েছিল। ১৯৯৭ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটির মোট ঋণের স্থিতি ২১০ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পায়। ১৯৯৭ সালে ব্যাংকটি মোট ৩৪৮২ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ২৭৩২ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে পরিচালিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসায়ের মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৬৯৪ মিলিয়ন ঢাকা, ৫৪২ মিলিয়ন টাকা ও ২৪৬ মিলিয়ন টাকা। আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	৩১শে মার্চ, ১৯৯৮	৩০শে জুন ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৬০০	৬০০	৬০০	৬০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৬	১৬	১৬	১৬
৪।	আমানত	৫৮৮০	৬৪০২	৫৭৩৮	১১৪৭
	(ক) তলবী আমানত	৫৩৬	৫৩৪	৫২২	৫০৮
	(খ) মেয়াদী আমানত	৫৩৪৪	৫৮৬৮	৫২১৬	৬৩৯
৫।	অগ্রিম	৫৫১৫	৬২০৩	৫৯৯৩	৬৯২৫
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	-	-	-	-
৮।	মোট আয়	১৮০	৩৭১	১০৫	৩৩৪
৯।	মোট ব্যয়	৪৫৪	৫৩৩	১৪১	৩২৯
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২৭৩২	৩৪৮২	৯৭২	২৭১৮
	(ক) রপ্তানী	২৫৫	৫৪২	১৭৯	৫০০
	(খ) আমদানি	২২৩২	২৬৯৪	৬৯৬	২০১৮
	(গ) রেমিটেন্স	২৪৫	২৪৬	৯৭	২০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৬৩৭	৪৪৪	৪৪৪	৪৪৪
	(ক) কর্মকর্তা	৪৩৮	১৮৮	১৮৯	১৮৯
	(খ) কর্মচারী	১৯৯	২৫৬	২৫৫	২৫৫
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১০৪	১০৪	১০৪	১০৪
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৩৩	৩৩	৩৩	-

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৭ সালে আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড মোট ৯৫৯৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ ও ২১৯৬ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৬৭১ মিলিয়ন ও ১৭৯৪ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে শিল্প খাতে বিতরণ করা হয় ৭৭৬৭ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ৩৮৫ মিলিয়ন টাকা। শিল্প খাতে আলোচ্য বছরে আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৬২ মিলিয়ন টাকা। এ ছাড়া, অন্যান্য খাতে বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৮৩০ মিলিয়ন ও ১৬৩৪ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক অবস্থা সারণি-২ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

খাত-ভিত্তিক বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৬							
	বিতরণ	-	১৪১	২৪৪	৩৮৫	১২৮৬	১৬৭১
	আদায়	৩	২০৬	২০০	৪০৬	১৩৮৫	১৭৯৪
১৯৯৭							
	বিতরণ	০.৪	৮৮০	৬৮৮৭	৭৭৬৭	১৮৩০	৯৫৯৭.৪
	আদায়	০.৪	৫২১	৪১	৫৬২	১৬৩৪	২১৯৬.৪
৩১শে মার্চ, ১৯৯৮*							
	বিতরণ	০.২	৪২	১৭১	২১৩	৮৯২	১১০৫.২
	আদায়	০.২	১৬৬	৭৯	২৪৫	১১৩৭	১৩৮২.২
৩০শে জুন, ১৯৯৮**							
	বিতরণ	-	২০০	১২৩	৩২৩	৯০৯	১২৩২
	আদায়	-	১৫০	৯৯	২৪৯	৭৫০	৯৯৯

* সাময়িক।

** প্রাক্কলিত।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৭ সালে আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড মোট ১৭৭টি শিল্প প্রকল্পের জন্য ৩২৫ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করে। এর পুরোটাই মঞ্জুর করা হয় বৃহৎ শিল্প প্রকল্পের জন্য। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত শিল্প ঋণের মোট পুঞ্জীভূত মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪১টি প্রকল্পের জন্য ৩৩৭৯ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটি কর্তৃক শিল্পের আকার ভিত্তিক মঞ্জুরীকৃত ঋণের অবস্থা সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

সারণি - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৩৬	৫	১৪১অ
পরিমাণ	৩৩৭২	৭	৩৩৭৯
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৭৭	-	১৭৭
পরিমাণ	৩২৫	-	৩২৫
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৪৫	-	১৪৫
পরিমাণ	৩৭১২	-	৩৭১২
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৫৩	-	৫৩
পরিমাণ	১২৩	-	১২৩
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩৫	-	৩৫
পরিমাণ	৪০০	-	৪০০

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হল।

সারণি - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৮ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	৮	৯	৮	৮
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৮	৯	৮	৮
২।	শিল্পঃ	৩৩৮৬	৩৩৭২	৩৭১২	৪২৯০
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	১২৫৩	১৮৮২	১৪০২	১৬২০
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	৩৯৬	৩৮৩	৩৭৮	৪৩৭
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৩৩৯	৩১৫	৩১৫	৩৬৪
৬।	অন্যান্য	১৩৩	২৪৪	১৭৭	২০৭
	সর্বমোট	৫৫১৫	৬২০৩	৫৯৯৩	৬৯২৫

ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড

ব্যাংক অব ক্রেডিট এন্ড কমার্স ইন্টারন্যাশনাল (ওভারসীজ) লিমিটেড (পুনর্গঠন) স্কীম, ১৯৯২ এর বাস্তবায়নকল্পে এবং উক্ত সকীম অনুযায়ী সংশোধিত/সমন্বিত বাংলাদেশস্থ পূর্বতন বিসিসিআই(ও) এর দায়-দায়িত্ব নিয়ে ১৯৯২ সালের আগষ্ট মাসে ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড গঠিত হয়। পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে ২০ শতাংশ সরকারের, ৩২ শতাংশ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের, অবশিষ্ট ৪৮ শতাংশ পূর্বতন বিসিসিআই এর বাংলাদেশী শাখাগুলোর আমানতকারী /জনসাধারণের। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন, ৬০০ মিলিয়ন ও ২১৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির শাখার সংখ্যা ও মোট জনশক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২১টি ও ৫৮৩ জনে। মোট জনশক্তির মধ্যে ৪৪৮ জন কর্মকর্তা এবং ১৩৫ জন কর্মচারী।

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড এর মোট আমানত পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৯৫৬৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে মোট আমানত ৭৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৯৮ সালের প্রথম

ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত একটি আধুনিক মেডিক্যাল সেন্টার

৩ মাসে মোট আমানত ৩১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৬৬৪৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল মোট ৫২৪৭ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ, ১৯৯৮ শেষে ০.৭২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫২৮৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালে ব্যাংকটি মোট ৭২৬ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করে। ১৯৯৮ সালের প্রথম ৩ মাস শেষে বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৯০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালে ব্যাংকটি মোট ১০৫৯৬ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে এর মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্স এর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৪২৬ মিলিয়ন, ৭০১৫ মিলিয়ন ও ১৫৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের প্রথম ৩ মাসে মোট ২৮৭৩ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার মধ্যে রপ্তানি, আমদানি ও রেমিটেন্স এর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮১৮ মিলিয়ন, ২০২৩ মিলিয়ন ও ৩২ মিলিয়ন টাকা। ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	৩১শে মার্চ, ১৯৯৮	৩০শে জুন ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৬০০	৬০০	৬০০	৬০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২১৩	২১৩	২১৩	২১৩
৪।	আমানত	৭৫৫০	৯৫৬৬	৬৬৪৪	১০৫৮৩
	(ক) তলবী আমানত	৯৩৬	১৩৪৩	১৩৮৯	১৭০০
	(খ) মেয়াদী আমানত	৬৬১৪	৮২২৩	৫২৫৫	৮৮৮৩
৫।	অগ্রিম	৩৬৬৯	৫২৪৭	৫২৮৫	৭১৩৮
৬।	বিনিয়োগ	৭৪৬	৭২৬	৭৯০	৮১০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৭৯৮৫	১০৪৭৪	৮৬৬৬	১১৫০০
৮।	মোট আয়	৬৪৫	৯৯০	২৯২	৭০২
৯।	মোট ব্যয়	৩৭২	৬২৯	২০৩	৪৮৯
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৮৭৮৮	১০৫৯৬	২৮৭৩	৬৫৪৪
	(ক) রপ্তানী	২৮২০	৩৪২৬	৮১৮	২০৯০
	(খ) আমদানি	৫৭৬২	৭০১৫	২০২৩	৪২৯৮
	(গ) রেমিটেন্স	২০৬	১৫৫	৩২	১৫৬
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৪৫৩	৫৪৮	৫৮৩	৬১০
	(ক) কর্মকর্তা	৩৩৬	৪২০	৪৪৮	৪৬৮
	(খ) কর্মচারী	১১৭	১২৮	১৩৫	১৪২
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩০	৩৫	৩৬	৩৯
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১৬	২১	২১	২১

ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৭ সালে ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড মোট ১০৪৪৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৭২৫৬ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। পূর্ববর্তী বছরে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১১৬৭৬ মিলিয়ন ও ৯৮৯৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের বিতরণকৃত মোট ঋণের মধ্যে শিল্প ঋণ ছিল ৩৫৮০ মিলিয়ন টাকা ও অন্যান্য ঋণ ছিল ৬৮৬৭ মিলিয়ন টাকা। আলোচ্য বছরে ব্যাংকটি কৃষি খাতে কোন ঋণ বিতরণ করেনি। ১৯৯৮ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৯০৬ মিলিয়ন টাকা ও ১৮৬৬ মিলিয়ন টাকা। ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড এর খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৬							
	বিতরণ	-	২০৭	২৩০৩	২৫১০	৯১৬৬	১১৬৭৬
	আদায়	-	১৮৭	১৬৪৩	১৮৩০	৮০৬৩	৯৮৯৩
১৯৯৭							
	বিতরণ	-	২০৮	৩৩৭২	৩৫৮০	৬৮৬৭	১০৪৪৭
	আদায়	-	২০৪	২৮৮৬	৩০৯০	৪১৬৬	৭২৫৬
৩১শে মার্চ, ১৯৯৮*							
	বিতরণ	-	২৭	৮৮৫	৯১২	১৯৯৪	২৯০৬
	আদায়	-	৪২	৫০৩	৫৪৫	১৩২১	১৮৬৬
৩০শে জুন, ১৯৯৮**							
	বিতরণ	-	৩৬	১১১৬	১১৫২	২৬৫৩	৩৮০৫
	আদায়	-	৫৭	৮৮৯	৯৪৬	১৭৬৮	২৭১৪

* সাময়িক

** প্রাক্কলিত।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৭ সালে ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড ১৪টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে মোট ৭২৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস শেষে মোট ৭৫টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮৮৭ মিলিয়ন টাকা। ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের পরিস্থিতি সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

সারণি - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৬৬	৭	৭৩
পরিমাণ	৩৫২৬	৪০	৩৫৬৬
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১৪	২	১৬
পরিমাণ	৭২৪	৯	৭৩৩
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৭৫	৯	৮৪
পরিমাণ	৩৮৮৭	৫০	৩৯৩৭
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৯	২	১১
পরিমাণ	৩৬১	১০	৩৭১
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৮ পর্যন্ত*			
প্রকল্প সংখ্যা	১৩	৩	১৬
পরিমাণ	৪৬৮	১৭	৪৮৫

* প্রাক্কলিত।

১৯৯৮ সালের মার্চ মাস শেষে ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড এর মোট ৫২৮৫ মিলিয়ন টাকার ঋণের স্থিতির মধ্যে শিল্প খাতে ২০৮৯ মিলিয়ন টাকা, পাইকারি/খুচরা ব্যবসা খাতে ১৬৬৫ মিলিয়ন টাকা, বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা খাতে ৬০ মিলিয়ন টাকা, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ৫ মিলিয়ন টাকা, এবং অন্যান্য খাতে ১৪৬৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতির অবস্থা সারণি-৪ এ দেয়া হ'ল।

সারণি - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৮ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য				
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য				
২।	শিল্পঃ	১৬৪২	২০৫৩	২০৮৯	২৩১৭
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	১৬৪০	২০১৩	২০৪৯	২২৭৬
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	২	৪০	৪০	৪১
৩।	পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল	১০৭৬	১৭৯২	১৬৬৫	২৮৩৫
৪।	বীমা, অর্থ সংস্থা, রিয়েল এষ্টেট, ব্যবসা ও সার্ভিস	৮১	৬২	৬০	৫৭
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৯৭	৬	৫	৫
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন				
	খ) অন্যান্য				
৭।	অন্যান্য	৭৭৩	১৩৩৪	১৪৬৬	১৯২৪
	সর্বমোট	৩৬৬৯	৫২৪৭	৫২৮৫	৭১৩৮

ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড

ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড ৭৫০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ১৯৫ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ১৯৯৩ সালের ১৭ই মে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন এর পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির মোট শাখা ও জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৭টি ও ৬৭৭ জনে। মোট জনশক্তির মোট ৪৯৪ জন কর্মকর্তা এবং ১৮৩ জন কর্মচারী।

১৯৯৭ সালে ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেডের মোট আমানত ১৬৬ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৩ ভাগ হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর শেষে ৫২৭৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে ব্যাংকটির তলবী আমানত ২০ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১২৫৬ মিলিয়ন টাকায় এবং মেয়াদী আমানত ১৮৬ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ৪০১৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির আমানত শতকরা ৮ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৪৮৩১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ৬৫২ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা ২৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫৩৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালে ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৭১ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৭৬৬মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালের প্রথম ৩ মাসে বিনিয়োগের পরিমাণ পূর্বের ন্যায় ৭৬৬ মিলিয়ন টাকায় থেকে যায়। ১৯৯৭ সালে ব্যাংকটি মোট ৫৯২০ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি ও আমদানির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৩১৫ মিলিয়ন টাকা ও ৪৬০০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটি মোট ২১৮০ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, এর মধ্যে রপ্তানি ও আমদানির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৩৮ মিলিয়ন টাকা ও ১৮৩৫ মিলিয়ন টাকা। ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেডের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	৩১শে মার্চ, ১৯৯৮	৩০শে জুন, ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৭৫০	৭৫০	৭৫০	৭৫০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৯৫	১৯৫	১৯৫	১৯৫
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৩১	৩১	৩১	৩১
৪।	আমানত	৫৪৪১	৫২৭৫	৪৮৩১	৬১৭২
	ক) তলবী আমানত	১২৩৬	১২৫৬	৯৮৮	১২৭০
	খ) মেয়াদী আমানত	৪২০৫	৪০১৯	৩৮৪৩	৪৯০২
৫।	অগ্রিম	২৮৮৫	৩৫৩৭	৩৬১৭	৪৬০০
৬।	বিনিয়োগ	৬৯৫	৭৬৬	৭৬৬	৮০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৭৭৩৭	৭৮০৪	৭৯৯০	৮২০০
৮।	মোট আয়	৫১৭	৪৭৪	১৮৬	৪৬০
৯।	মোট ব্যয়	৩২৮	৪২০	১৫৫	৩২০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৫৭০৮	৫৯২০	২১৮০	৫০০০
	ক) রপ্তানী	৭০০	১৩১৫	৩৩৮	৭০০
	খ) আমদানি	৪৯৭৭	৪৬০০	১৮৩৫	৪২৫০
	গ) রেমিটেন্স	৩১	৫	৭	৫০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৬৮৬	৬৭৮	৬৭৭	৬৮৭
	ক) কর্মকর্তা	৪৮০	৪৯৪	৪৯৪	৫০৪
	খ) কর্মচারী	২০৬	১৮৪	১৮৩	১৮৩
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২০৬	২১৪	২১৪	২১৫
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	২৬	২৭	২৭	২৯

ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৭ সালে ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড মোট ৭৩০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ২৯০ মিলিয়ন টাকা আদায় করে । ১৯৯৮ সালের প্রথম ৩ মাসে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৭৬ মিলিয়ন টাকা ও ১১ মিলিয়ন টাকা। ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড এর খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় সারণি-২ এ দেয়া হ'ল।

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

সারণি-২

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৬							
	বিতরণ	-	৬	৩	৯	১২৪৭	১২৫৬
	আদায়	-	১	২	৩	৮৪৮	৮৫১
১৯৯৭							
	বিতরণ	-	৩৭	৪০	৭৭	৬৫৩	৭৩০
	আদায়	-	১৬	১৪	৩০	২৬০	২৯০
৩১শে মার্চ, ১৯৯৮*							
	বিতরণ	-	২৮	৮২	১১০	১৬৬	২৭৬
	আদায়	-	-	-	-	১১	১১
৩০শে জুন, ১৯৯৮**							
	বিতরণ	-	৩৪	৯৭	১৩১	১৯৯	৩৩০
	আদায়	-	১৫	২৫	৪০	৮০	১২০

* সাময়িক।

** প্রাক্কলিত।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

১৯৯৭ সালে ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড ৬টি বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মোট ৭৮ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। ১৯৯৮ সালে মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির মোট ১৯টি শিল্প প্রকল্পে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬৭ মলিয়ন টাকা। ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড এর প্রকল্প সংখ্যা ও ঋণের অবস্থা সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

সারণি - ৩

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৬	-	১৬
পরিমাণ	২১১	-	২১১
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৬	-	৬
পরিমাণ	৭৮	-	৭৮
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৯	-	১৯
পরিমাণ	২৬৭	--	২৬৭
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	-	৩
পরিমাণ	৫৪	-	৫৪
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৮ পর্যন্ত *			
প্রকল্প সংখ্যা	৫	-	৫
পরিমাণ	৯০	-	৯০

* প্রাক্কলিত।

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড এর মোট ঋণ স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫৩৭ মিলিয়ন টাকা। মার্চ, ১৯৯৮ শেষে মোট ঋণের স্থিতি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৬১৬ মিলিয়ন টাকা। ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হ'ল।

সারণি - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৮ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্পঃ	২০৪	২১১	২৬৭	৩৬৫
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৮৬	২১১	২৬৭	৩৪০
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১১৮	-	-	২৫
৩।	পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল	২৬০২	৩২৩১	৩২৫৩	৪১০৫
৪।	বীমা, অর্থ সংস্থা, রিয়েল এষ্টেট, ব্যবসা ও সার্ভিস	৩৮	৪৫	৪৬	৬০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৪১	৫০	৫০	৭০
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন				
	খ) অন্যান্য				
৭।	অন্যান্য	-	-	-	-
	সর্বমোট	২৮৮৫	৩৫৩৭	৩৬১৬	৪৬০০

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড ১০০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন ও ১০০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ১৯৯৫ সালের ১৭ই এপ্রিল তারিখ থেকে বেসরকারী ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২০০ মিলিয়ন ও ১৫২ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির শাখার সংখ্যা ও মোট জনশক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৬টি ও ৩১২ জনে। মোট জনশক্তির মধ্যে ৩০৫ জন কর্মকর্তা এবং ৭ জন কর্মচারী। ১৯৯৭ সালে ব্যাংকটি মোট ৩৫০ মিলিয়ন টাকা আয় করে এবং ২৮৮ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করে।

লীজ ফাইন্যান্স প্রাইম ব্যাংক এর ঋণদান প্রক্রিয়ায় একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে, যার মাধ্যমে ব্যাংক সঠিক উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনের জন্য মূলধন, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি দিয়ে সহায়তা করে থাকে।এছাড়া ইসলামী পদ্ধতিতে সুদমুক্ত আর্থিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড ঢাকার দিলকুশায় একটি ও সিলেটের আম্বরখানায় একটিসহ মোট ২টি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইসলামী শাখা স্থাপন করেছে। শাখা দুটির সমস্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম ও লেনদেন সুদমুক্ত ও সম্পূর্ণ ইসলামী শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত। পুঁজি বাজার পরিচালনার জন্য প্রাইম ব্যাংকে "'Merchant Banking & Investment Division' নামে আলাদা একটি বিভাগ রয়েছে । বাণিজ্যিক ব্যাংকিং এর পাশাপাশি বিনিয়োগ ব্যাংকিং এর কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে প্রাইম ব্যাংক বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

১৯৯৭ সালে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড এর মোট আমানত ৪২৪২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যার মধ্যে তলবী ও মেয়াদী আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ১৪৯০ মিলিয়ন টাকা ও ২৭৫২ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের প্রথম ৩ মাসে মোট আমানত কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৩৫৯২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭৮৮ মিলিয়ন টাকা যা ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস শেষে ১৬২২

প্রাইম ব্যাংকের হায়ার পারচেজ লোন স্কীমে সংস্থাপিত রঙিন ছবি পরিস্ফুটন যন্ত্র

মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালে ব্যাংকটি মোট ৪২৫৩ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, এর মধ্যে রপ্তানি ও আমদানির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৭৭৭ মিলিয়ন টাকা ও ২৩৬৬ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের প্রথম ৩ মাসে মোট ১৬৬৩ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে তন্মধ্যে, রপ্তানি ও আমদানির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬২৪ মিলিয়ন টাকা ও ৯৮৮ মিলিয়ন টাকা। প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	৩১শে মার্চ, ১৯৯৮	৩০শে জুন, ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০০	২০০	২০০	২০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৭৫	১৫২	১৫২	৯২
৪।	আমানত	৩১৩৫	৪২৪২	৩৫৯২	৪৫০০
	ক) তলবী আমানত	৫৬০	১৪৯০	৯১৩	১২০০
	খ) মেয়াদী আমানত	২৫৭৫	২৭৫২	২৬৭৯	৩৩০০
৫।	অগ্রিম	১২১৫	১৭৮৮	১৬২২	১৭৮৪
৬।	বিনিয়োগ	৫৫৫	৫৯৪	৬১৫	৭০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩৮৯৩	৫৬৭৬	৫৩৭৮	৫৫০০
৮।	মোট আয়	৩৫৭	৩৫০	১৪৭	৩৫২
৯।	মোট ব্যয়	১৭১	২৮৮	১২৬	২৭৭
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২৯৪২	৪২৫৩	১৬৬৩	৩৪৮৫
	ক) রপ্তানি	৫৪২	১৭৭৭	৬২৪	১৩১০
	খ) আমদানি	২৩৭১	২৩৬৬	৯৮৮	২০৭০
	গ) রেমিটেন্স	২৯	১১০	৫১	১০৫
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২৩৯	৩০৫	৩১২	৩৫০
	ক) কর্মকর্তা	২৩৩	২৯৮	৩০৫	৩৪০
	খ) কর্মচারী	৬	৭	৭	১০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১২৯	১৬৯	১৮৫	২০০
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১০	১৪	১৬	২০

১৯৯৮ সালের মার্চ মাস শেষে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড এর মোট ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ১৬২২ মিলিয়ন টাকায়, তন্মধ্যে পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল খাতে ৪৪৫ মিলিয়ন টাকা, বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা খাতে ৫২ মিলিয়ন টাকা, পরিবহন, গুদাম ও যোগাযোগ খাতে ২৪৭ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য খাতে ৭৬৫ মিলিয়ন টাকা । প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড এর খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-২ এ দেয়া হ'ল।

সারণি - ২

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৮ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	১) শস্য				
	২) শস্য ব্যতীত অন্যান্য				
২।	শিল্পঃ		১১৩	১১৩	১২৪
	১) বৃহৎ	-	-	-	-
	২) মাঝারী	-	-	-	-
	৩) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য এবং রেঁস্তোরা ও হোটেল	২৮৫	৩২৬	৪৪৫	৪৯০
৪।	বীমা, অর্থ সংস্থা, রিয়েল এষ্টেট, ব্যবসা ও সার্ভিস	৫৩	১৩৬	৫২	৫৭
৫।	পরিবহন, গুদাম ও যোগাযোগ	৩১১	৩৩৯	২৪৭	২৭২
৬।	অন্যান্য	৫৬৬	৮৭৪	৭৬৫	৮৪১
	সর্বমোট	১২১৫	১৭৮৮	১৬২২	১৭৮৪

জামানত ভিত্তিক ঋণ

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড স্বর্ণ বাট, স্বর্ণ অলংকার, মূল্যবান ধাতু, ষ্টক এক্সচেঞ্জ সিকিউরিটি ইত্যাদি সম্পদের ভিত্তিতে গ্রাহকদেরকে জামানত ভিত্তিক ঋণ প্রদান করে থাকে। এ লক্ষ্যে ব্যাংক ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১২১৫ মিলিয়ন টাকার জামানত ভিত্তিক ঋণ প্রদান করে যা ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে ৫৭৩ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৮৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড এর জামানত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩ এ দেয়া হল ।

সারণি-৩

জামানত ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	জামানত	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ, ১৯৯৮	জুন, ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	স্বর্ণ বাট, স্বর্ণ অলংকার এবং মূল্যবান ধাতু	-	-	-	-
২।	ষ্টক এক্সচেঞ্জ সিকিউরিটি	১৯৭	১০৭	৯২	৯৩
৩।	পণ্য সামগ্রী	৭	১৪০	১২৮	১৩১
৪।	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি	১৪৩	৪২১	৩৯৮	৪৫৮
৫।	রিয়েল এষ্টেট	৫১	১২৪	২৮	৩১
৬।	আর্থিক দায় যথা ইনস্যুরেন্স পলিসি,ব্যাংক আমানত ইত্যাদি .	৫৮	১৪৫	১৬৬	১৮২
৭।	অন্যান্য	৭৬০	৮৫১	৮১০	৮৮৯
	মোট	১২১৬	১৭৮৮	১৬২২	১৭৮৪

সাউথইষ্ট ব্যাংক লিমিটেড

সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৫ সালের ১২ই মার্চ তারিখে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধিত হয় এবং ২৫শে মে, ১৯৯৫ তারিখ হতে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন ৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ১০০ মিলিয়ন টাকা। পরিশোধিত মূলধনের ১০০ মিলিয়ন টাকা উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক পরিশোধিত। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংকটির মোট জনশক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬৮ জনে, তন্মধ্যে কর্মকর্তা ১৬০ জন এবং কর্মচারী ২০৮ জন।

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে সাউথইষ্ট ব্যাংক লিমিটেড এর মোট আমানত ৩২৮৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, তন্মধ্যে তলবী আমনত ৮০২ মিলিয়ন এবং মেয়াদী আমানত ২৪৮৪ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস শেষে মোট আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬৬৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, তন্মধ্যে তলবী আমানত ৯০৮ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানত ২৭৫৮ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালে ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬৩৭ মিলিয়ন টাকায় যা ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসের শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ২৮১১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালের প্রথম ৩ মাসে বিনিয়োগের স্থিতি দাঁড়ায় ৪৯১ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালে ব্যাংকটি মোট ৬৬৫২ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি ১৭৭ মিলিয়ন টাকা এবং আমদানি ৪৬৮৬ মিলিয়ন টাকা।

আঙ্গিক সৌষ্টবের দিক থেকে আকর্ষণীয় সাউথ ইস্ট ব্যাংকের একটি শাখা

১৯৯৮ সালের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকটির বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ২১৫৯ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে রপ্তানি ২৮ মিলিয়ন টাকা এবং আমদানি ১৫৪৮ মিলিয়ন টাকা। সাউথইষ্ট ব্যাংক লিমিটেড এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	৩১শে মার্চ, ১৯৯৮	৩০শে জুন, ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০০	১০০	১০০	১০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৬	৪৬	৪৬	৪৬
৪।	আমানত	২৪২৭	৩২৮৬	৩৬৬৬	৩৮৬০
	(ক) তলবী আমানত	৪৭৩	৮০২	৯০৮	৯২০
	(খ) মেয়াদী আমানত	১৯৫৪	২৪৮৪	২৭৫৮	২৯৪০
৫।	অগ্রিম	১২৪৩	২৬৩৭	২৮১১	২৯০০
৬।	বিনিয়োগ	৪৩০	৪২০	৪৯১	৫০৫
৭।	মোট পরিসম্পদ	৭৬	৯৩	৯৩	৯৪
৮।	মোট আয়	১৬১	৩৫৬	১৩৭	২৯৫
৯।	মোট ব্যয়	১৪১	২৮৭	১০২	২৩০
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২৭০৯	৬৬৫২	২১৫৯	৩২৯০
	(ক) রপ্তানি	৯২	১৭৭	২৮	১০০
	(খ) আমদানি	২৫৮১	৪৬৮৬	১৫৪৮	২৩১৫
	(গ) রেমিটেন্স	৩৬	১৭৮৯	৫৮৩	৮৭৫
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩০০	৩৫৬	৩৬৮	-
	(ক) কর্মকর্তা	১১৫	১৫৯	১৬০	-
	(খ) কর্মচারী	১৮৫	১৯৭	২০৮	-
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২৮	৩০	৩০	৩০
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৮	১০	১০	১১

ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড

ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড ১০০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন ও ২০০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ১৯৯৫ সালের ৫ই জুলাই তারিখে কার্যক্রম শুরু করে। পরিশোধিত মূলধনের মধ্যে ১০০ মিলিয়ন টাকা উদ্যোক্তাদের দ্বারা পরিশোধিত এবং অবশিষ্ট ১০০ মিলিয়ন টাকার শেয়ার জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করা হবে। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৬ সালের লভ্যাংশের বিপরীতে ১০% বোনাস শেয়ার ইস্যু করায় ১৯৯৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে উদ্যোক্তাদের মোট পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১০ মিলিয়ন টাকা। এ ব্যাংক One Point Customer Service প্রদানের চেষ্টা করে। ঢাকা ব্যাংক লিঃ ইতোমধ্যেই ডিপোজিট পেনশন স্কীম, বিবাহ সঞ্চয় স্কীম এবং উপহার চেক স্কীম নামে ৩টি স্কীম চালু করেছে। ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের শাখা সংখ্যা ছিল ৯টি এবং উক্ত সময়ে ব্যাংকের মোট লোকবলের পরিমাণ ছিল ২৭৯ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ২১৫ জন এবং কর্মচারী ৬৪ জন।

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড এর মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৪০৪৫ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে তলবী আমানতের পরিমাণ ১১১০ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানতের পরিমাণ ছিল ২৯৩৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে এ ব্যাংকের মোট আমানত শতকরা ১৬ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৩৪০১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ১৩৩৩ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদী আমানত ২০৬৮ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে এ ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ছিল ১৫৩০ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭৭৭ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষের ২৩৫৪ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ১২৪৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালে এ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ৪৯২০ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ১০৬৮ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৩৭১২ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ১৪০ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭৮১ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	৩০শে মার্চ, ১৯৯৮	৩০শে জুন, ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২০০	১১০	১১০	১১০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১১	৬০	৬০	৬০
৪।	আমানত	২৮৬৯	৪০৪৫	৩৪০১	৪৫০০
	(ক) তলবী আমানত	১০১৫	১১১০	১৩৩৩	১৭৫০
	(খ) মেয়াদী আমানত	১৮৫৪	২৯৩৫	২০৬৮	২৭৫০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৫৭২	১৫৩০	১৭৭৭	২২৫০
৬।	বিনিয়োগ	২২৩২	২৩৫৪	১২৪৯	২০০০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৪০৮০	৫৫৬৬	৫৪৭৮	৫৮০০
৮।	মোট আয়	১৪০	৩৩৯	১২৫	২৭৯
৯।	মোট ব্যয়	১১৬	২৭৪	১০৩	২১৯
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১৭৫৩	৪৯২০	১৭৮১	৩৫৭০
	(ক) রপ্তানি	২৫৬	১০৬৮	৩০১	৬১০
	(খ) আমদানি	১৩৯৬	৩৭১২	১৪৪৫	২৮৮০
	(গ) রেমিটেন্স	১০১	১৪০	৩৫	৮০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৬৫	২৪১	২৭৯	২৯৫
	(ক) কর্মকর্তা	১৪১	১৮৯	২১৫	২২৫
	(খ) কর্মচারী	২৪	৫২	৬৪	৭০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১১৪	১২৬	১২৬	১২৬
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	৫	৮	৯	১০

ঢাকা ব্যাংক লিমিটেডের শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৯৯৭ সালের ৫৭০ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ৪০৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংক কর্তৃক মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২১৭৮ মিলিয়ন ও ১৯৩২ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২এ দেয়া হল।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৬							
	বিতরণ	-	২১	৮০	১০১	১৯৫১	২০৫২
	আদায়	-	-	-	-	১৬৩৬	১৬৩৬
১৯৯৭							
	বিতরণ	-	৭৫	৪৯৫	৫৭০	৪৫৯৬	৫১৬৬
	আদায়	-	১১	৪৯২	৫০৩	৩৭০৫	৪২০৮
৩১শে মার্চ, ১৯৯৮*							
	বিতরণ	-	৬৪	৩৪৪	৪০৮	১৭৭০	২১৭৮
	আদায়	-	৪৩	২৫৮	৩০১	১৬৩১	১৯৩২
৩০শে জুন, ১৯৯৮**							
	বিতরণ	-	১৫০	৪০০	৫৫০	২০০০	২৫৫০
	আদায়	-	৩০	৩০০	৩৩০	১৭৫০	২০৮০

* সাময়িক।
** প্রাক্কলিত।

ব্যাংক এর শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণের তথ্যাদি সারণি -৩ এ দেয়া হল।

সারণি - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	-	৩
পরিমাণ	১২০	-	১২০
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
পরিমাণ	৯৯	-	৯৯
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
পরিমাণ	২২০	-	২২০
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	১০৮	-	১০৮
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৪	-	৪
পরিমাণ	২০০	-	২০০

ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষের ৫৭২ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালে ১৫৩০ মিলিয়ন টাকায় এবং ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে ১৭৭৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষের স্থিতির মধ্যে পাইকারী/খুচরা ব্যবসা ও রেস্তোরা/হোটেল খাতে ৭৪১ মিলিয়ন টাকা (৪২%)স্থিতি বিদ্যমান ছিল। ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪এ দেয়া হল।

সারণি - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৮ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ				
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্পঃ	২২	৮৬	৮৫	১৩৫
	ক) বৃহৎ	২২	৮৬	৮৫	১৩৫
	খ) মাঝারী	-	-	-	-
	গ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	২১০	৭৩১	৭৪১	৯০০
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	১	৩৯	৩৬	৪০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	২	৭	৭
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ	-	-	-	-
	ক) দারিদ্র বিমোচন				
	খ) অন্যান্য				
৭।	অন্যান্য	৩৩৯	৬৭২	৯০৮	১১৬৮
	সর্বমোট	৫৭২	১৫৩০	১৭৭৭	২২৫০

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর হতে দেশের তৃতীয় ইসলামী ব্যাংক রূপে কার্যক্রম শুরু করে। এ ব্যাংক তার সমস্ত কার্যক্রম ইসলামী শরীয়া মোতাবেক পরিচালনা করতে অংগীকারবদ্ধ। এটি সম্পূর্ণ দেশী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী ব্যাংক।

ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন টাকা ও ১০১ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকটির শাখার সংখ্যা ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরের ২০টিতে অপরিবর্তিত রয়েছে। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের মোট জনশক্তি ছিল ৩২০ জন যা ১৯৯৮ সালের ৩১শে মার্চ মাসে ৩৩৩ জনে উন্নীত হয়।

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির আমানত ছিল ২৩৪৬ মিলিয়ন টাকা যা ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে ২৮১৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালে ব্যাংকটির বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৭৬৩ মিলিয়ন টাকা যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩১শে মার্চ ১৯৯৮ তারিখে ২২০২ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়। ব্যাংকটি ১৯৯৭ সালে মোট ৯১৪ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে । ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাসে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৫৪ মিলিয়ন টাকায় । এ ব্যবসার মধ্যে আমদানি ও রেমিটেন্স এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৪৮ মিলিয়ন টাকা এবং ৮০৬ মিলিয়ন টাকা।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ, ১৯৯৮ (সাময়িক)	জুন, ১৯৯৮ (প্রাক্কলন)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০১	১০১	১০১	১২৬
৩।	আমানত	১৩৩৬	২৩৪৬	২৮১৭	৩৩০১
৪।	বিনিয়োগ(অর্থায়ন)	৭৮৭	১৭৬৩	২২০২	২৫০১
৫।	মোট পরিসম্পদ	৩১০৫	৪৬১৬	৬১৩৭	৮২২৫
৬।	মোট আয়	৭২	২১৬	৭৯	১৮৫
৭।	মোট ব্যয়	৫৭	১০২	৪৪	৮৫
৮।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	-	৯১৪	৯৫৪	২২৩০
	ক) রপ্তানি	-	৫৯২	১৪৮	৩২৫
	খ) আমদানি	-	৩২২	৮০৬	১৯০৫
৯।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৬৭	৩২০	৩৩৩	৪০০
	(ক) কর্মকর্তা	১৪৫	২৫৭	২৭৪	৩২৫
	(খ) কর্মচারী	২২	৬৩	৫৯	৭৫
১০।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৭০	৯০	৯০	৯০
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	১০	২০	২০	২৫

সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

দেশের চতুর্থ ইসলামী ব্যাংক সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৫ সালের ২২শে নভেম্বর হতে বেসরকারী তফসিলী ব্যাংক রূপে তার কার্যক্রম শুরু করে। দেশী বিদেশী উদ্যোক্তাগণের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এটি একটি বহুজাতিক ব্যাংকিং কোম্পানী যার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। এ ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকিং খাত, অপ্রচলিত ব্যাংকিং খাত ও ইসলামিক ঐচ্ছিক খাতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে। ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ হচ্ছে ১০০০ মিলিয়ন টাকা যা প্রতিটি ১০০০ টাকা হিসাবে ১ মিলিয়ন শেয়ারে বিভক্ত। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৬ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির কর্মরত জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৭ জনে, যার মধ্যে ১১৯ জন কর্মকর্তা এবং অবশিষ্ট ৪৮ জন কর্মচারী।

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৩৩ মিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে ১৪২ মিলিয়ন টাকা তলবী আমানত এবং ৪৯১ মিলিয়ন টাকা মেয়াদী আমানত। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৭২ মিলিয়ন টাকায়। সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হল।

ব্যাংকের আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত দুই মহিলা অফিসার

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	৩১শে মার্চ, ১৯৯৮	৩০শে জুন, ১৯৯৮ (পঞ্জাকৃলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১১৮	১২৬	১২৬	১২৬
৩।	আমানত	৪০৮	৬৩৩	৭১৭	১১৫০
	(ক) তলবী আমানত	১০৫	১৪২	২০৬	৪০০
	(খ) মেয়াদী আমানত	৩০৩	৪৯১	৫১১	৭৫০
৪।	বিনিয়োগ	২১২	৩৭২	৩৯৯	৬৫০
৫।	মোট পরিসম্পদ	৬০৮	১০৫৫	১৩৭৮	১৬৮০
৬।	মোট আয়	২৬	৫১	২১	৭১
৭।	মোট ব্যয়	৪৩	৫৬	২০	৫০
৮।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩৫১	৬০৮	২০২	৪৯০
	(ক) রপ্তানি	২৮	৩৮	১৮	৪০
	(খ) আমদানি	৩০২	৫৩৬	১৬৮	৪০০
	(গ) রেমিটেন্স	২১	৩৪	১৬	৫০
৯।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৭২	১৬৭	১৬৬	১৭৫
	(ক) কর্মকর্তা	১২৫	১১৯	১১৭	১২৫
	(খ) কর্মচারী	৪৭	৪৮	৪৯	৫০
১০।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৩	১৭	১৭	২০
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	৫	৫	৫	৭

ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড

ইউরো বাংলা যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৬ সালের ৩রা জুন হতে বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবসা শুরু করে। নেদারল্যান্ড ফাইন্যান্স কোম্পানী (FMO) এবং বাংলাদেশী উদ্যোক্তাগণের যৌথ উদ্যোগে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে ৪০০ মিলিয়ন ও ১০০ মিলিয়ন টাকা। মোট ৮ জন পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত একটি পর্ষদ ব্যাংকটি পরিচালনা করেন যার মধ্যে ৫ জন স'ানীয় এবং ৩ জন বিদেশী। বর্তমানে ব্যাংকটির চারটি শাখা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯৮ সালের মার্চ পর্যন্ত ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ৭৩ জন, যার মধ্যে ৭১ জন কর্মকর্তা।

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির আমানতের পরিমাণ ছিল ১০৮৩ মিলিয়ন টাকা যা ১৯৯৮ সালের মার্চ পর্যন্ত ১৪ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ১০৬৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকটির মোট অগ্রিমের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৭২ মিলিয়ন টাকায়। ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাসে এর পরিমাণ ৫১২ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে।

১৯৯৭ সালে ব্যাংকটি মোট ২২৯ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করে। এ সালে ব্যাংকটি ৯১৫ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, তন্মধ্যে রপ্তানি ৩১ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৫৯৮ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ২৮৬ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাসে এ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৩৩৫ মিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে রপ্তানি ১১ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ২৫৯ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৬৫ মিলিয়ন টাকা। ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেডের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হল।

ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় গড়ে ওঠা একটি কাপড় তৈরির কারখানা

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

১৯৯৭ সালে ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড মোট ৭৫২ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে এবং ৫০৪ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। আলোচ্য বছরে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ১৫৪ মিলিয়ন টাকা ছিল শিল্প ঋণ।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

	বিবরণ	১৯৯৭	৩১শে মার্চ, ১৯৯৮
১।	অনুমোদিত মূলধন	৪০০	৪০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০০	১০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-
৪।	আমানত	১০৮৩	১০৬৮
	(ক) তলবী আমানত	৯৪	১১১
	(খ) মেয়াদী আমানত	৯৮৯	৯৫৭
৫।	অগ্রিম	৩৭২	৫১২
৬।	বিনিয়োগ	২২৯	২০১
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৪৪৫	১৭২২
৮।	মোট আয়	৯১	৩৪
৯।	মোট ব্যয়	৮২	৩২
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৯১৫	৩৩৬
	(ক) রপ্তানি	৩১	১২
	(খ) আমদানি	৫৯৮	২৫৯
	(গ) রেমিটেন্স	২৮৬	৬৫
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৫৫	৭৩
	(ক) কর্মকর্তা	৫৩	৭১
	(খ) কর্মচারী	২	২
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩	২২
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১	৪

ব্যাংকটির খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের গতিধারা সারণি -২ এ দেয়া হল।

সারণি-২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
	মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৭					
বিতরণ	২৬	১২৮	১৫৪	৫৯৮	৭৫২
আদায়	৩	২	৫	৪৯৯	৫০৪
৩১শে মার্চ, ১৯৯৮					
বিতরণ	৭	৮	১৫	৩২৫	৩৪০
আদায়	-	১০	১০	২২২	২৩২

* সাময়িক।

সারণি-৩

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮ (সাময়িক)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-
২।	শিল্পঃ	১৭৯	১৯১
	ক) বৃহৎ	১৬৫	১৭৮
	খ)মাঝারী	-	-
	গ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১৪	১৩
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	৯০	১৭৮
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	২১	৩৯
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৯	২২
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ	-	-
৭।	অন্যান্য	৬৩	৮২
	সর্বমোট	৩৭২	৫১২

ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাষ্ট্রিজ এন্ড কমার্স বাংলাদেশ লিমিটেড

ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স (বেসিক) বাংলাদেশ লিমিটেড ১৯৮৯ সালের ২১ শে জানুয়ারী থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মকান্ড শুরু করে। বাংলাদেশ সরকার ৪ঠা জুন, ১৯৯২ তারিখে এ ব্যাংকটি অধিগ্রহণ করে। ১৯৯৭ সালের শেষ নাগাদ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০০ মিলিয়ন টাকা, পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৮০ মিলিয়ন টাকা এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ছিল ২৬৪ মিলিয়ন টাকা। বর্তমানে ব্যাংকটির ২১টি শাখা রয়েছে এবং মোট জনশক্তির পরিমাণ ৩৬০ জন যার মধ্যে ১৩৩ জন কর্মকর্তা এবং ২২৭ জন কর্মচারী।

ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষের ৩৩২২ মিলিয়ন টাকা থেকে ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালের একই সময়ে ৩৫০৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে আরো ২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫৬৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। তলবী ও মেয়াদী আমানতের পরিমাণ ১৯৯৭ সালের তুলনায় ৫ শতাংশ হ্রাস এবং ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে যথাক্রমে ১৩৩১ মিলিয়ন এবং ২২৩৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়ের ব্যবধানে মোট আগাম এবং বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে ২ শতাংশ এবং ১৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২৫৮৮ মিলিয়ন এবং ৫৪৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ১৯৯৬ সালের তুলনায় ২৪২৭ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালে ১৬১৩৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এর মধ্যে আমদানির পরিমাণ ১৯৯৬ সালের ৫০১১ মিলিয়ন টাকা থেকে ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬ সালে ৭০১৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় এবং ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ১৮৫৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে রপ্তানির পরিমাণ ১৯৯৬ সালের ২৬৫৪ মিলিয়ন টাকা থেকে ৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালে ৩৭৫৫ মিলিয়ন এবং ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ৭৫৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

ব্যাংকের অর্থায়নে গড়ে ওঠা একটি হস্তশিল্প বিপণী

রেমিটেন্সের পরিমাণ ১৯৯৬ সালের ৬০৪৭ মিলিয়ন টাকা থেকে ৬৮০ মিলিয়ন হ্রাস পেয়ে ১৯৯৭ সালে ৫৩৬৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাসে যার পরিমাণ ছিল ১২৯৮ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	৩১শে মার্চ, ১৯৯৮	৩০শে জুন, ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০	১০০	১০০	১০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৮০	৮০	৮০	৮০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৬৪	২৬৪	২৬৪	২৬৪
৪।	আমানত	৩৩২২	৩৫০৩	৩৫৬৯	৩৭০০
	(ক) তলবী আমানত	১৬১৫	১৩৯৯	১৩৩১	১৪০০
	(খ) মেয়াদী আমানত	১৭০৭	২১০৪	২২৩৮	২৩০০
৫।	অগ্রিম	১৭১২	২৬৩১	২৫৮৮	২৬০০
৬।	বিনিয়োগ	৬০০	৬৪৬	৫৪৩	৫৫০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৩৯৭৩	৪৩৬১	৪৪৯৮	৪৭০০
৮।	মোট আয়	৩১১	৪৫০	১৬৯	৩৪০
৯।	মোট ব্যয়	২০৭	২৬৯	১১১	২২৫
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১৩৭১২	১৬১৩৯	৩৯১০	৭৮১২
	(ক) রপ্তানি	২৬৫৪	৩৭৫৫	৭৫৮	১৪৫৮
	(খ) আমদানি	৫০১১	৭০১৭	১৮৫৪	৩৬৫৪
	(গ) রেমিটেন্স	৬০৪৭	৫৩৬৭	১২৯৮	২৭০০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩১৫	৩৫১	৩৬০	৩৭০
	(ক) কর্মকর্তা	১০৭	১৩০	১৩৩	১৪০
	(খ) কর্মচারী	২০৮	২২১	২২৭	২৩০
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	২০	২২	২২	২৫
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১৯	২১	২১	২২

শিল্প ঋণ বিতরণ এবং আদায়

বেসিক বাংলাদেশ লিমিটেডের শিল্প ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের পরিমাণ ১৯৯৬ সালের যথাক্রমে ১৫৬১ মিলিয়ন এবং ১১১ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ৮৫৬ মিলিয়ন এবং ২১ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালে ২৪১৭ মিলিয়ন এবং ১৩২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাসে যথাক্রমে ২৩৭১ মিলিয়ন ও ২৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকের শিল্প ঋণের বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি-২ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন***	মোট		
১৯৯৬						
বিতরণ	-	১২০	৬৪৩	৭৬৩	৭৯৮	১৫৬১
আদায়	-	১১১	-	১১১	-	১১১
১৯৯৭						
বিতরণ	-	১০৪	১০৯১	১১৯৫	১২২২	২৪১৭
আদায়	-	১৩২	-	১৩২	-	১৩২
৩১শে মার্চ, ১৯৯৮*						
বিতরণ	-	৪২	১০৮২	১১২৪	১২৪৭	২৩৭১
আদায়	-	২৯	-	২৯	-	২৯
৩০শে জুন, ১৯৯৮**						
বিতরণ	-	৮৪	১২০০	১২৮৪	১৩০০	২৫৮৪
আদায়	-	৫৮	-	৫৮	--	৫৮

* সাময়িক । ** প্রাক্কলিত।

**** চলতি মূলধনের ক্ষেত্রে স্থিতি দেখানো হয়েছে ।

আকার ভিত্তিক শিল্প ঋণের অনুমোদন

ব্যাংক শুরু থেকে ১৯৯৮ সালের মার্চ পর্যন্ত ১৭৩টি প্রকল্পের আওতায় মোট ১৮০১ মিলিয়ন টাকা অনুমোদন করে যার মধ্যে ১০২৪ মিলিয়ন টাকার (৫৭%) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং বাকী ৭৭৭ মিলিয়ন টাকার (৪৩%) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প। প্রকল্পের ধরণ হচ্ছে গার্মেন্টিস এবং টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ, সিনথেটিক লেদার, এমব্রয়ডারী, পেপার প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, হার্ডবোর্ড, মৎস্য ও চিংড়ী, ফিশিং নেট ইত্যাদি। ১৯৯৭ সালে ব্যাংক ৫১টি প্রকল্পের আওতায় মোট ২৫৪ মিলিয়ন টাকা অনুমোদন করে। শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩ এ দেয়া হ'ল।

সারণি - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৮	১০৪	১১২
পরিমাণ	৬৪৭	৭৯২	১৪৩৯
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	৪৯	৫১
পরিমাণ	৭০	১৮৪	২৫৪
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১২	১৬১	১৭৩
পরিমাণ	৭৭৭	১০২৪	১৮০১
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত (প্রাক্কলিত)			
প্রকল্প সংখ্যা	২	৮	১০
পরিমাণ	৬০	৪৮	১০৮
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৪	১৬	২০
পরিমাণ	১২০	৯৬	২১৬

ব্যাংকের অর্থায়নে স্থাপিত একটি পলি ব্যাগ ছাপানোর কারখানা

বিশেষ ঋণ কর্মসূচী এবং খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

শহরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বেসিক ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী (গরপৎড় ঈৎবফরঃ ঋপযবসব) নামে একটি কর্মসূচী গ্রহণ করে। এ কর্মসূচীর আওতায় দরিদ্র ঋণ গ্রহীতাদের সরাসরি বা এনজিও এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা রয়েছে। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাস নাগাদ ব্যাংক ১৫৮১৮ জন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে মোট ৬১.২৬ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর এবং মার্চ, ১৯৯৮ শেষে ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৬৩১ মিলিয়ন টাকা ও ২৬৪০ মিলিয়ন টাকা। খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হ'ল।

সারণি - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৮ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য				
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য				
২।	শিল্পঃ	৯০০	১৩৬৮	১৬৫১	১৬৮৪
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	২৩১	৫০৪	৭৬২	৭৮৪
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	৬৬৯	৮৬৪	৮৮৯	৯০০
৩।	পাইকারী ও খুচরা বানিজ্য এবং রেস্তোরা ও হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, অর্থ সংস্থা, রিয়েল এষ্টেট, ব্যবসা ও সার্ভিস	-	-	-	-
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ	১১	১৫	১৫	১৬
	ক) দারিদ্র বিমোচন	১১	১৫	১৫	১৬
	খ) অন্যান্য	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৮০১	১২৪৮	৯২২	৯০০
	সর্বমোট	১৭১২	২৬৩১	২৫৮৮	২৬০০

বিদেশী বেসরকারী ব্যাংক

আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক

আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক বিশ্বব্যাপী ৩৬টি দেশে কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে কর্পোরেশন, বিত্তশালী উদ্যোক্তা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও খুচরা গ্রাহক ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসছে। ব্যাংকের সব ধরনের কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্লু বক্স (American Express Blue Box Values) এর উপর ভিত্তি করে পরিচালিত আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ২০ মিলিয়ন টাকার পরিসম্পদ নিয়ে ঢাকায় একটি শাখা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশে কার্যক্রম শুরু করে এবং ১৯৬৭ সালে চট্টগ্রামে আরেকটি শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঢাকায় আরেকটি শাখা প্রতিষ্ঠা করার কার্যক্রম চলছে। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের কার্যক্রম প্রধাণতঃ কমার্শিয়াল ব্যাংকিং, করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং ও ট্রেজারী সার্ভিস কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ব্যাংকটির সহযোগী প্রতিষ্ঠান আমেরিকান এক্সপ্রেস ট্রাভেল রিলেটেড সার্ভিসেস (টি আর এস) ভ্রমণ ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা সেবাদি প্রদান করে থাকে। ১৯৯৭/৯৮ সালে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক স্থানীয় উদ্যোক্তা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বহুজাতিক কোম্পানীসমূহকে অর্থায়নের ক্ষেত্রে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থাকে। এ দেশে এ ব্যাংক SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) পদ্ধতি চালু করে।

আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংকের নেতৃত্বে ১৯৯৭ সালের জানুয়ারী মাসে পশ্ছা টেক্সটাইল মিলস লিঃ এর অনুকূলে ২০ কোটি টাকার সিন্ডিকেশন লোন প্রদান করে। পরবর্তীতে ব্যাংকের নেতৃত্বে আরো একটি সিন্ডিকেশন লোন প্রদান করা হয়।

১৯৯৭ সাল শেষে বাংলাদেশে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক এর মোট পরিসম্পদ ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৯১৭ মিলিয়ন ও ৫৩৩ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে এগুলোর পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬৫০৮ মিলিয়ন এবং ৫৩৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৫৭১০ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ৪০৬৬ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ১৬৪৪ মিলিয়ন টাকা) এবং ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে তা কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৫৩০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ৩৬৫২ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ১৬৪৮ মিলিয়ন টাকা)। ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৭ তারিখে ছিল ২৬১৪ মিলিয়ন এবং ৩১ মার্চ, ১৯৯৮ তারিখে তা ২৬২০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালে ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৮৫৩ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ, ১৯৯৮ শেষে ৭৮৩ মিলিয়ন টাকায় হ্রাস পায়। ১৯৯৭ সালে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ৩৬১৮৪ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৩৫৯৩ মিলিয়ন, আমদানি ৫০৯৩ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ২৭৪৯৮ মিলিয়ন টাকা) এবং ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংক ৪৩১৪ মিলিয়ন টাকার (রপ্তানি ৬৭৫ মিলিয়ন, আমদানি ৮৬৭ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ২৭৭২ মিলিয়ন টাকা) বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে। ১৯৯৭ সালে ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮৩২ মিলিয়ন ও ৪৫৭ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাসে আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৩৩ মিলিয়ন ও ৪৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১৫২ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ১২৭ জন ও কর্মচারী ২৫ জন। বাংলাদেশে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক এর কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি ১-এ দেয়া হল।

সারণি - ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	রিজার্ভ ফান্ড	৫৩৩	৫৩৩	৫৩৩	৫৩৩
২।	আমানত:	৫৫২৭	৫৭১০	৫৩০০	৫৬৯২
	ক) তলবী আমানত	৩৬৩২	৪০৬৬	৩৬৫২	৩৮৭১
	খ) মেয়াদী আমানত	১৮৯৫	১৬৪৪	১৬৪৮	১৮২১
৩।	অগ্রিম	৪৩২৮	২৬১৪	২৬২০	৩৯৪৯
৪।	বিনিয়োগ	৬১৩	৮৫৩	৭৮৩	৯০৪
৫।	মোট পরিসম্পদ	৭৪৩১	৬৯১৭	৬৫০৮	৭২৮৪
৬।	মোট আয়	৮৭৮	৮৩২	১৩৩	৩০২
৭।	মোট ব্যয়	৪৫৯	৪৫৭	৪৫	১১৪
৮।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২৫৬৬৯	৩৬১৮৪	৪৩১৪	৮১৪৩
	ক) রপ্তানি	৩০০৬	৩৫৯৩	৬৭৫	৮৬৫
	খ) আমদানি	৯৮৬৫	৫০৯৩	৮৬৭	১৭৩৪
	গ) রেমিটেন্স	১২৭৯৮	২৭৪৯৮	২৭৭২	৫৫৪৪
৯	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৫৭	১৪৯	১৫২	১৮৮
	ক) কর্মকর্তা	১২৮	১২২	১২৭	১৫৮
	খ) কর্মচারী	২৯	২৭	২৫	৩০
১০।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৫	১৫	১৫	১৫
১১।	শাখা (সংখ্যা)	৫৭	৭২	৭২	৭২
	ক) বাংলাদেশে	২	২	২	২
	খ) বিদেশে	৫৫	৭০	৭০	৭০

আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক ১৯৯৭ সালে ৯১১ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণসহ মোট ৯৮০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ২৬৯৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৭৪ মিলিয়ন টাকা (যার পুরোটাই শিল্প ঋণ)। উক্ত সময়ে ঋণ আদায় হয় ৫৬৮ মিলিয়ন টাকা । এ ব্যাংক কর্তৃক শিল্পখাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেখানো হ'ল।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		শিল্প ঋণ		অন্যান্য	সর্ব মোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন		
১৯৯৬					
	বিতরণ	১৪২	৯২৯০	২০৫৯	১১৪৯১
	আদায়	-	১০৩১৮	১৯৯২	১২৩১০
১৯৯৭					
	বিতরণ	২৩৩	৬৭৮	৬৯	৯৮০
	আদায়	৩২৮	১৫৭৬	৭৯০	২৬৯৪
৩১শে মার্চ, ১৯৯৮*					
	বিতরণ	৮	৫৬৬	-	৫৭৪
	আদায়	৪০	৫২৮	-	৫৬৮
৩০শে জুন, ১৯৯৮**					
	বিতরণ	৬৯	৩৩৫৬	-	৩৪২৫
	আদায়	১৬৮	১৯২৮	-	২০৯৬

* সাময়িক ।
** প্রাক্কলিত।

১৯৯৭ শেষে এ ব্যাংকের শিল্প খাতে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৫২৪৮ মিলিয়ন টাকা (প্রকল্প সংখ্যা ৫০ টি) যা মার্চ, ১৯৯৮ এ বৃদ্ধি পেয়ে ৫২৪৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (প্রকল্প সংখ্যা ৫১টি)। ব্যাংকের শিল্প খাতে ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ এবং প্রকল্প সংখ্যা সারণি-৩ এ দেখানো হল।

সারণি - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৭ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫০	-	৫০
	পরিমাণ	৫২৪৮	-	৫২৪৮
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
	পরিমাণ	১২০	-	১২০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৮ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৫১	-	৫১
	পরিমাণ	৫২৪৯	-	৫২৪৯
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১	-	১
	পরিমাণ	১	-	১
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৮ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৪	-	১৪
	পরিমাণ	১৪৬৬	-	১৪৬৬

৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৭ তারিখে আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ছিল ২৬১৪ মিলিয়ন (শিল্পখাতে ২৪৪৩ মিলিয়ন টাকা) এবং ৩১শে মার্চ, ৯৮ তারিখে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২৬২০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (শিল্পখাতে ঋণের স্থিতি ২৪৫২ মিলিয়ন টাকা)। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেখানো হল।

সারণি - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৮ (প্রাক্কলন)
১।	**কৃষি ও মৎস্য ঃ**	-	-	-	-
২।	**শিল্পঃ**	৩২১২	২৪৪৩	২৪৫২	৩৬৩২
	ক) বৃহৎ	-	৯৬২	৮৫৪	১২৬৩
	খ) মাঝারী	৩২১২	১৪৮১	১৫৯৮	২৩৬৯
	গ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	৭৪৩	-	-	-
৪।	**বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ**	-	-	-	-
৫।	অন্যান্য	৩৭৩	১৭১	১৬৮	৩১৭
	সর্বমোট	৪৩২৮	২৬১৪	২৬২০	৩৯৪৯

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ১৯৪৮ সাল থেকে এদেশে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে এদেশে এ ব্যাংকের মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৯০ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ১৯৯৭ সাল শেষের ২২৪৪৩ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে ২৩০০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১৯০ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ৯৪ জন এবং কর্মচারী ৯৬ জন। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের চারটি শাখা। এছাড়াও ঢাকাস্থ বনানীতে ব্যাংকের একটি বুথ আছে। সাভারে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় (ইপিজেড) একটি বিশেষ শাখার মাধ্যমে বাংলাদেশে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট (OBU) সেবা প্রদান করে আসছে। ব্যাংকটি ঢাকা এবং চট্টগ্রামে অটোমেটেড টেলার মেশিন (ATM) সার্ভিস চালু করেছে।

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৭৩৫৮ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ২৫৬৮ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদী আমানত ৪৭৯০ মিলিয়ন টাকা) যা ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৯৫৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ২৯০৮ মিলিয়ন টাকা ও মেয়াদী আমানত ৫০৫০ মিলিয়ন টাকা)। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৭ তারিখে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৭০২৬ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে এর পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ৭৭০৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালে ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৪৩৩ মিলিয়ন টাকা যা ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ পর্যন্ত অপরিবর্তিত রয়েছে। ১৯৯৭ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৬৪৫৫৬ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ১১০৫০ মিলিয়ন, আমদানি ১৩৮৪৬ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৩৯৬৬০ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংক ১২০৫২ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, যার মধ্যে রপ্তানি ২৮৩৪ মিলিয়ন, আমদানি ৩৪৫৫ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৫৭৬৩ মিলিয়ন টাকা।

অর্থমন্ত্রী শাহ্ এ, এম, এস কিবরিয়া স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক এর একটি শাখা উদ্বোধন করছেন

১৯৯৭ সালে ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৬০৫ মিলিয়ন ও ৮৯৪ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫২৮ মিলিয়ন এবং ৩০৯ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১-এ দেয়া হ'ল।

সারণি - ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ (সাময়িক)
১।	পরিশোধিত মূলধন	৩৭০	৫৯০	৫৯০
২।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-
৩।	আমানত:	৬৪১২	৭৩৫৮	৭৯৫৮
	ক) তলবী আমানত	১৭৯৫	২৫৬৮	২৯০৮
	খ) মেয়াদী আমানত	৪৬১৭	৪৭৯০	৫০৫০
৪।	অগ্রিম	৫৮৮৪	৭০২৬	৭৭০৩
৫।	বিনিয়োগ	৬৫৩	১৪৩৩	১৪৩৩
৬।	মোট পরিসম্পদ	১৫৭২২	২২৪৪৩	২৩০০০
৭।	মোট আয়	১০১৩	১৬০৫	৫২৮
৮।	মোট ব্যয়	৫২০	৮৯৪	৩০৯
৯।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩২৯৩৯	৬৪৫৫৬	১২০৫২
	ক) রপ্তানি	৮৮৭৫	১১০৫০	২৮৩৪
	খ) আমদানি	১০৮৬৬	১৩৮৪৬	৩৪৫৫
	গ) রেমিটেন্স	১৩১৯৮	৩৯৬৬০	৫৭৬৩
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৫৭	১৮৬	১৯০
	ক) কর্মকর্তা	৭০	৮৯	৯৪
	খ) কর্মচারী	৮৭	৯৭	৯৬
১১।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	-	-	-
১২।	শাখা (সংখ্যা)	৪	৪	৫

১৯৯৭ সালে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৪৪১৫ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে শিল্প খাতে ঋণের পরিমাণ ১৪৭৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংক ১৬৫৩ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করে (শিল্পখাতে ঋণ ৮০৯ মিলিয়ন টাকা)। কৃষি খাতে ব্যাংক কোন ঋণ বিতরণ করেনি। ১৯৯৭ সালে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৯৩১ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৬৭ মিলিয়ন টাকা। স্ট্যার্ন্ডাড চার্টার্ড ব্যাংক এর খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি ২-এ দেখানো হ'ল।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৬							
	বিতরণ	-	৮২২	১১৪৫	১৯৬৭	২৪৯৫	৪৪৬২
	আদায়	১৭	৪৪৭	৬৩৮	১০৮৫	১২৭৭	২৩৭৯
১৯৯৭							
	বিতরণ	৪৫	২৫৬	১২১৭	১৪৭৩	২৮৯৭	৪৪১৫
	আদায়	-	২০১	১৪০৩	১৬০৪	১৩২৭	২৯৩১
৩১শে মার্চ, ১৯৯৮*							
	বিতরণ	১	১৫	৭৯৪	৮০৯	৮৪৩	১৬৫৩
	আদায়	-	৪৪	২৬২	৩০৬	৩৬১	৬৬৭

১৯৯৭ সালে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক এর মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ছিল ৭০২৬ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে ৪৩০ মিলিয়ন, বিশেষ ঋণ কর্মসূচী খাতে ৪০৮ মিলিয়ন ও কৃষি খাতে ৫০ মিলিয়ন টাকা) এবং ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৭৭০৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (শিল্পখাতে ৪৩৫ মিলিয়ন, বিশেষ ঋণ কর্মসূচী খাতে ৫১৮ ও কৃষি খাতে ৫০ মিলিয়ন টাকা)। খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩ এ দেখানো হ'ল।

সারণি-৩

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮ (সাময়িক)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	১	৫০	৫০
	ক) শস্য	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১	৫০	৫০
২।	শিল্পঃ	৪৪৩	৪৩০	৪৩৫
	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৪৪৩	৪৩০	৪২৭
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	৮
৩।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-
৪।	বীমা ও রিয়েল এস্টেট	৬১	২৬	৩৬
৫।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী	৩১৯	৪০৮	৫১৮
৬।	অন্যান্য	৫০৬০	৬১১২	৬৬৬৪
	সর্বমোট	৫৮৮৪	৭০২৬	৭৭০৩

এ এন জেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক পিএলসি

এ এন জেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক পিএলসি ১৯০৫ সালে এদেশে কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের ১০টি শাখা রয়েছে। ১৯৯৫ সালে কম্পিউটার প্রযুক্তি স্থাপনার ফলে ব্যাংকটি অপেক্ষাকৃত উন্নততর প্রসেসিং ক্যাপাসিটি অর্জনে সমর্থ হয়। ১৯৯৮ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬১ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ২৩২ জন ও কর্মচারী ১২৯ জন। মার্চ, ১৯৯৮শেষে ব্যাংকের মোট পরিসম্পদ ও রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৬০৫৭ মিলিয়ন টাকা ও ৬১ মিলিয়ন টাকায়। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১২৪০১ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ৩৬১৩ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৮৭৮৮ মিলিয়ন টাকা)। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৭ তারিখে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ৪৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৯৭৩১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৭ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ২৮৭৮১ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৫৫২০ মিলিয়ন, আমদানি ৭৮১০ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১৫৪৫১ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাসে এ ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৫৮৫ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ১৫২০ মিলিয়ন, আমদানি ২০৫০ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৪০১৫ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৭ সালে ব্যাংকের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১১৭৮ মিলিয়ন ও ৩৭৬ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৪৯ মিলিয়ন ও ৮১ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশে এ এন জেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি - ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	৩১শে মার্চ ১৯৯৮ (সাময়িক)	৩০শে জুন ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	রিজার্ভ ফান্ড	৬১	৬১	৬১	৬১
২।	আমানত:	৮২৫৭	১২৪০১	১৩৪৪০	১৩৭০৯
	ক) তলবী আমানত	১৯২৫	৩৬১৩	৪০৪৯	৪১৩০
	খ) মেয়াদী আমানত	৬৩৩২	৮৭৮৮	৯৩৯১	৯৫৭৯
৩।	অগ্রিম	৬৬৫৪	৯৭৩১	১০৪০০	১০৬০৮
৪।	বিনিয়োগ	১৫৮৬	২৪০৫	২৩৫৫	২৪০২
৫।	মোট পরিসম্পদ	১৩৫৮৬	১৪৯৮৫	১৬০৫৭	১৬৩৭৮
৬।	মোট আয়	১২৪৯	১১৭৮	৩৪৯	৭০৫
৭।	মোট ব্যয়	৬৭১	৩৭৬	৮১	১৮০
৮।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২৩০৭৬	২৮৭৮১	৭৫৮৫	১৬২৮১
	ক) রপ্তানি	৩২৫৪	৫৫২০	১৫২০	৩৫৪০
	খ) আমদানি	৬৩৬৬	৭৮১০	২০৫০	৪২১০
	গ) রেমিটেন্স	১৩৪৫৬	১৫৪৫১	৪০১৫	৮৫৩১
৯।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩৪৪	৩৬১	৩৬১	৩৬১
	ক) কর্মকর্তা	১৫৪	১৬৫	২৩২	২৩২
	খ) কর্মচারী	১৯০	১৯৬	১২৯	১২৯
১০।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	১৫	১৫	১৫	১৫
১১।	শাখা (সংখ্যা)	৯	৯	১০	১০

১৯৯৭ সালে এ এন জেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫৩৮৪ মিলিয়ন টাকা (শিল্প ঋণ ২৪৭৩ মিলিয়ন টাকা) ও ২৪৫৭ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংক ৮৮৪ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে (শিল্প ঋণ ৬০২ মিলিয়ন টাকা) এবং ২১৫ মিলিয়ন টাকা আদায় করে। এ এন জেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৬							
	বিতরণ	-	৬৯	২০৩৩	২১০২	২১৮৮	৪২৯০
	আদায়	-	১৭৩	১৭১৬	১৮৮৯	১৫৭১	৩৪৬০
১৯৯৭							
	বিতরণ	-	৯৬	২৩৭৭	২৪৭৩	২৯১১	৫৩৮৪
	আদায়	-	৬৫	২৩১৭	২৩৮২	৭৫	২৪৫৭
৩১শে মার্চ, ১৯৯৮*							
	বিতরণ	-	১২	৬২০	৬৩২	২৫২	৮৮৪
	আদায়	-	৩৮	১২৬	১৬৪	৫১	২১৫
৩০শে জুন, ১৯৯৮**							
	বিতরণ	-	১৫০	১৮৭	৩৩৭	২৮১	৬১৮
	আদায়	-	৯৮	৪৮২	৫৮০	১৭০	৭৫০

* সাময়িক

** প্রাক্কলন

১৯৯৭ সালে এ এন জেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক কর্তৃক শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৮৬৮ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৩৪৬৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত শিল্প ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৯ মিলিয়ন টাকা এবং ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫৮৪ মিলিয়ন টাকা। মঞ্জুরীকৃত ঋণ শুধুমাত্র বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। ব্যাংক কর্তৃক শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩ এ দেখানো হ'ল।

সারণি - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৭ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৭১	--	৭১
	পরিমাণ	৩৪৬৫	--	৩৪৬৫
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১২	--	১২
	পরিমাণ	৮৬৮	--	৮৬৮
ক্রমপুঞ্জিভূত : মার্চ ৩১,১৯৯৮ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	৭৪	--	৭৪
	পরিমাণ	৩৫৮৪	--	৩৫৮৪
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩	--	৩
	পরিমাণ	১১৯	--	১১৯
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৮ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
	পরিমাণ	২২০	--	২২০

সারণি - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৮ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	-	-	-	-
	ক) শস্য				
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	-	-	-	-
২।	শিল্পঃ বৃহৎ ও মাঝারী	৩২০১	৩৪৬৫	৩৭০৭	৩৮৮০
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	৭৪২	১০৫৫	১১৩৪	১২৩০
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	২০২	২২১	২৪৬	৩২০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	-	-	-
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	২৫০৯	৪৯৯০	৫৩১৩	৫১৭৮
	সর্বমোট	৬৬৫৪	৯৭৩১	১০৪০০	১০৬০৮

হাবিব ব্যাংক লিমিটেড

হাবিব ব্যাংক লিমিটেড ১৯৭৬ সালের ৯ই জুলাই তারিখে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের দু'টো শাখা অফিস রয়েছে। ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৮০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ছিল ১৪ মিলিয়ন টাকা এবং মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ছিল ২০১২ মিলিয়ন টাকা। ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ তারিখে ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৭২ জন, যার মধ্যে কর্মচারীর সংখ্যা ৩৭ জন ও কর্মকর্তার সংখ্যা ৩৫ জন।

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে হাবিব ব্যাংক লিমিটেড এর মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৮৭৯ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ৫০৭ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৩৭২ মিলিয়ন টাকা) যা ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে হ্রাস পেয়ে ৭৭১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ২৭৫ মিলিয়ন ও মেয়াদী ৪৯৬ মিলিয়ন টাকা)। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৭ তারিখে ব্যাংকটির অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৭৩৭ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে তা হ্রাস পেয়ে ৫৬২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালে এ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ২৭২৮ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৭১৭ মিলিয়ন, আমদানি ১৯৮৬ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ২৫ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকটি ১১০৬ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে (রপ্তানি ১০৯ মিলিয়ন, আমদানি ৯৯২ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৫ মিলিয়ন টাকা)। বাংলাদেশে হাবিব ব্যাংক লিমিটেড এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	৩১শে মার্চ ১৯৯৮ (সাময়িক)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	৮০	৮০	৮০-
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৪	১৪	১৪
৪।	আমানত:	৭৫২	৮৭৯	৭৭১
	ক) তলবী আমানত	২৯১	৫০৭	২৭৫
	খ) মেয়াদী আমানত	৪৬১	৩৭২	৪৯৬
৫।	অগ্রিম	৫৫৬	৭৩৭	৫৬২
৬।	বিনিয়োগ	২২২	১৯৭	২৪৭
৭।	মোট পরিসম্পদ	১৭৪১	২০০০	২০১২
৮।	মোট আয়	১২৬	১২১	২৬
৯।	মোট ব্যয়	৭৬	৬৮	১২
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩০৬০	২৭২৮	১১০৬
	ক) রপ্তানি	৬১৯	৭১৭	১০৯
	খ) আমদানি	২৪২৪	১৯৮৬	৯৯২
	গ) রেমিটেন্স	১৭	২৫	৫
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৭৭	৭১	৭২
	ক) কর্মকর্তা	৩৯	৩৪	৩৫
	খ) কর্মচারী	৩৮	৩৭	৩৭
১২।	শাখা (সংখ্যা)	২	২	২

১৯৯৭ সালে হাবিব ব্যাংক লিমিটেড ৪৪৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১৬২ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৭৩ মিলিয়ন ও ১৩৭ মিলিয়ন টাকা।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		শিল্প ঋণ		
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট
১৯৯৬				
	বিতরণ	৪৪	১৭০	২১৪
	আদায়	-	৭৯	৭৯
১৯৯৭				
	বিতরণ	৭৯	৩৬৮	৪৪৭
	আদায়	-	১৬২	১৬২
৩১শে মার্চ, ১৯৯৮				
	বিতরণ	৭৮	২৯৫	৩৭৩
	আদায়	-	১৩৭	১৩৭

ষ্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া

বাংলাদেশে ষ্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার একটি মাত্র শাখা অফিস রয়েছে। ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ও মোট পরিসম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৫০ মিলিয়ন ও ৮১২ মিলিয়ন টাকা। ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ তারিখে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৮ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ১৮ জন ও কর্মচারী ২০ জন।

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৬৫১ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ২৫০ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৪০১ মিলিয়ন টাকা) এবং ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৮১৯ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ৪২২ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৩৯৭ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৫৭৩ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষের ১৫০ মিলিয়ন টাকায় অপরিবর্তিত থাকে। ১৯৯৭ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৯৩১ মিলিয়ন (রপ্তানি ৯৩৬ মিলিয়ন, আমদানি ১৫৮৪ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১৪১১ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংক ৮৭৭ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে, (রপ্তানি ২৬৫ মিলিয়ন, আমদানি ৩৯৬ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ২১৬ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৫৭ মিলিয়ন ও ৪৬ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৫ মিলিয়ন ও ১২ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশে ষ্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি - ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-	-	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	১২৫	১৫০	১৫০	১৫০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১০৬	১১২	৬২	৬২
৪।	আমানত:	৬৭৩	৬৫১	৮১৯	৮৩৫
	ক) তলবী আমানত	২৩১	২৫০	৪২২	৪৩০
	খ) মেয়াদী আমানত	৪৪২	৪০১	৩৯৭	৪০৫
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৫৯৯	৫৭৩	৬৪৭	৬৫০
৬।	বিনিয়োগ	১৪০	১৫০	১৫০	১৫০
৭।	মোট পরিসম্পদ	৯৯২	৮১২	১১৪৫	১২০০
৮।	মোট আয়	১৫৭	১৫৭	৪৫	৯০
৯।	মোট ব্যয়	৪৫	৪৬	১২	২৫
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩৮২৩	৩৯৩১	৮৭৭	১৮০০
	ক) রপ্তানি	১২১৪	৯৩৬	২৬৫	৫৫০
	খ) আমদানি	১৬৩০	১৫৮৪	৩৯৬	৮০০
	গ) রেমিটেন্স	৯৭৯	১৪১১	২১৬	৪৫০
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩৯	৩৮	৩৮	৩৯
	ক) কর্মকর্তা	১৭	১৮	১৮	১৮
	খ) কর্মচারী	২২	২০	২০	২১
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৭৬	৭৬	৭৬	৭৬
১৩।	শাখা (সংখ্যা)	১	১	১	১

১৯৯৭ সালে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া কর্তৃক মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৫৮১ মিলিয়ন টাকা (শিল্প ঋণ ১০২ মিলিয়ন ও অন্যান্য খাতে ৪৭৯ মিলিয়ন টাকা) এবং উক্ত সময় ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ৬৩৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪৫ মিলিয়ন টাকা (শিল্প ঋণ ৬৪ মিলিয়ন টাকা ও অন্যান্য খাতে ৮১ মিলিয়ন টাকা) এবং উক্ত সময়কালে ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ৫০ মিলিয়ন টাকা। স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেখানো হ'ল।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৬							
	বিতরণ	-	-	৮২	৮২	৭২৭	৮০৯
	আদায়	-	-	৬৫	৬৫	৬৫৪	৭১৯
১৯৯৭							
	বিতরণ	-	৭	৯৫	১০২	৪৭৯	৫৮১
	আদায়	-	-	৭০	৭০	৫৬৩	৬৩৩
৩১শে মার্চ, ১৯৯৮*							
	বিতরণ	-	৯	৫৫	৬৪	৮১	১৪৫
	আদায়	-	-	১২	১২	৩৮	৫০
৩০শে জুন, ১৯৯৮**							
	বিতরণ	-	৫৬	২২	৭৮	২৫০	৩২৮
	আদায়	-	-	২৫	২৫	২৪০	২৬৫

* সাময়িক ।
** প্রাক্কলিত।

১৯৯৭ সালে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া কর্তৃক শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৬২ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৯৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ১৭৭ মিলিয়ন টাকা। ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ তারিখে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ২২৭ মিলিয়ন টাকা। শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩ এ দেখানো হ'ল।

সারণি - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৭ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১৯	-	১৯
	পরিমাণ	১৭৭	-	১৭৭
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	৩	-	৩
	পরিমাণ	৬২	-	৬২
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৮ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২০	-	২০
	পরিমাণ	২২৭	-	২২৭
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
	পরিমাণ	৫৬	-	৫৬

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ষ্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার মোট ঋণের স্থিতি ছিল ৬০০ মিলিয়ন টাকা (কৃষি ও মৎস্য খাতে ১৮ মিলিয়ন, শিল্পখাতে ১৭৭ মিলিয়ন এবং পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ২১৩ মিলিয়ন টাকা) এবং ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৭৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যার মধ্যে কৃষি ও মৎস্য খাতে ১৮ মিলিয়ন, শিল্পখাতে ২২৭ মিলিয়ন এবং পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ২০৬ মিলিয়ন টাকা । খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেখানো হ'ল।

সারণি - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	**কৃষি ও মৎস্য ঃ**	১৮	১৮	১৮	১৮
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১৮	১৮	১৮	১৮
২।	**শিল্পঃ**	১৪৩	১৭৭	২২৭	২৮৩
	ক) বৃহৎ	-	-	-	-
	খ) মাঝারী	১৪৩	১৭৭	২২৭	২৮৩
	গ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	৬৯	৪২	৪১	৫০
৪।	পরিবহন ও যোগাযোগ	২১২	২১৩	২০৬	২০০
৫।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	৭	৩	৩	৩
৬।	অন্যান্য	১৫০	১২৩	১৫২	৯৬
	সর্বমোট	৫৯৯	৫৭৩	৬৪৭	৬৫০

ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ

ক্রেডিট এগ্রিকোল ইনেদাসুয়েজ এর আগের নাম ছিল ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ। ABanque de l' Indocine এবং Banque de Suez et de l Union des Mines নামের দুটো প্রতিষ্ঠান একত্র করে ফ্রান্সে ব্যাংক ইন্দোসুয়েজের জন্ম হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ ফ্রান্সের সর্ববৃহৎ ব্যাংক Caisse National de credit Agricole এর পূর্ণ মালিকানায় সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ১৯৯৭ সালের মে মাসে ব্যাংকটি ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ নাম ধারণ করে।

ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ ঢাকা ও চট্টগ্রামে দুটো পূর্ণাংগ শাখা নিয়ে ১৯৮০ সাল থেকে বাংলাদেশে এর কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এছাড়াও ঢাকায় এ ব্যাংকের দুটো বুথ অফিস আছে।

বাংলাদেশে এ ব্যাংক তাদের মূলধনের ভিত বৃদ্ধি করে ১৯৯৭ সালে ৫৯১ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত করেছে। ব্যাংকটি করপোরেট ব্যাংকিং-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে, যদিও আমানত গ্রহণ, ঋণ প্রদান, ঋণপত্র স্থাপন, ডকুমেন্টারী লেনদেন, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থ প্রেরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয়সহ বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যান্য কাজও করে থাকে। ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের মোট পরিসম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮০২৭ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা মার্চ, ১৯৯৮ শেষে ছিল ১৩৮ জন, যার মধ্যে ১০৭ জন কর্মকর্তা ও ৩১ জন কর্মচারী।

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে বাংলাদেশে ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ এর মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৫৩০২ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ২০০৮ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৩২৯৪ মিলিয়ন টাকা) যা ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৩৯০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ১৯১৭ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৩৪৭৩ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৩৩৪৪ মিলিয়ন টাকা এবং মার্চ, ১৯৯৮ শেষে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৩৭৪ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭০০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ২৬৫৬৮ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৮৪৮৭ মিলিয়ন, আমদানি ৯০৪৬ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৯০৩৫ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকটি ৭১০৪ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে (রপ্তানি ২৫৫১ মিলিয়ন, আমদানি ২৯২৫ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১৬২৮ মিলিয়ন টাকা)। বাংলাদেশে ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ এর কার্যক্রমের অগ্রগতির বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি - ১

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	রিজার্ভ ফান্ড	৪১৪	৫৯১	৬১৫	৬৭৪
২।	আমানত:	৪৯২৯	৫৩০২	৫৩৯০	৫৩৯০
	ক) তলবী আমানত	২০৮১	২০০৮	১৯১৭	১৯১৭
	খ) মেয়াদী আমানত	২৮৪৮	৩২৯৪	৩৪৭৩	৩৪৭৩
৩।	অগ্রিম	২৩৩৩	৩৩৪৪	৩৩৭৪	৩৫০০
৪।	বিনিয়োগ	১৩০১	৭০০	৫৫০	৬০০
৫।	মোট পরিসম্পদ	৫৭৮০	৭০৩৫	৮০২৭	৮২০০
৬।	মোট আয়*	৫৩৪	৭৮৪	২০১	৪০২
৭।	মোট ব্যয়*	৩৪৮	৪৪২	১১৫	২৩০
৮।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২৫৩০৮	২৬৫৮	৭১০৪	১২৯০৩
	ক) রপ্তানি	৭৬৭৪	৮৪৮৭	২৫৫১	৫২০০
	খ) আমদানি	৮৬৯১	৯০৪৬	২৯২৫	৫৬০০
	গ) রেমিটেন্স	৮৯৪৩	৯০৩৫	১৬২৮	২১০৩
৯।	মোট জনশক্তি কর্মচারী (সংখ্যায়)	১৩৫	১৩৮	১৩৮	১৩৮
	ক) কর্মকর্তা	৮৮	১০২	১০৭	১০৭
	খ) কর্মচারী	৪৭	৩৬	৩১	৩১
১০।	বৈদেশিক করেস-পন্ডেন্ট (সংখ্যায়)	১৭	১৮	১৯	১৯
১১।	শাখা (সংখ্যায়)				
	ক) বাংলাদেশ	২	২	২	২
	খ) বৈদেশিক				

* মোট আয় এবং মোট ব্যয় ১৯৯৬ সালের স্থিতি পত্র প্রকাশনা অনুযায়ী।

১৯৯৭ সালে ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ কর্তৃক ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৯২৮২ মিলিয়ন টাকা (শিল্পখাতে ৪৭৩০ মিলিয়ন, কৃষিখাতে ৮৯ মিলিয়ন টাকা ও অন্যান্য খাতে ৪৪৬৩ মিলিয়ন টাকা) এবং ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ৮৪৩৭ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫৩৫ মিলিয়ন টাকা। (শিল্পখাতে ১৫৯৮ মিলিয়ন, কৃষিখাতে ১৭ মিলিয়ন ও অন্যান্য খাতে ৯২০ মিলিয়ন টাকা) এবং উক্ত সময় ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪২৫ মিলিয়ন টাকা। খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেখানো হ'ল।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৬							
	বিতরণ	৬৪	৯৬	৩৪৩৩	৩৫২৯	৩৮৬৭	৭৪৬০
	আদায়	৬৫	২৯৫	৩৩৫৭	৩৬৫২	৩৮৭৫	৭৫৯২
১৯৯৭							
	বিতরণ	৮৯	৩৭০	৪৩৬০	৪৭৩০	৪৪৬৩	৯২৮২
	আদায়	৬৭	২০৮	৩৯৯৯	৪২০৭	৪১৬৩	৮৪৩৭
৩১শে মার্চ, ১৯৯৮*							
	বিতরণ	১৭	৩১৯	১২৭৯	১৫৯৮	৯২০	২৫৩৫
	আদায়	২৫	১৫০	১০৬৭	১২১৭	১১৮৩	২৪২৫
৩০শে জুন, ১৯৯৮**							
	বিতরণ	৩৭	৭০২	২৮১৪	৩৫১৬	২০২৪	৫৫৭৭
	আদায়	৫৫	৩৩০	২৩৪৭	২৬৭৭	২৬০৩	৫৩৩৫

* সাময়িক।

* * প্রাক্কলিত।

১৯৯৭ সালে ক্রেডিট এগ্রিকোল ইন্দোসুয়েজ কর্তৃক শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৪৭৩০ মিলিয়ন টাকা এবং ১৯৯৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ক্রমপুঞ্জিভূত শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ২২২৯ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫৯৮ মিলিয়ন টাকা এবং ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ তারিখে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬২৪ মিলিয়ন টাকা। শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি -৩ দেখানো হ'ল।

সারণি - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		মোট
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৭২	-	৭২
পরিমাণ	২২২৯	-	২২২৯
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৬৭	-	৬৭
পরিমাণ	৪৭৩০	-	৪৭৩০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৭৩	-	৭৩
পরিমাণ	২৬২৪	-	২৬২৪
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৬৪	-	৬৪
পরিমাণ	১৫৯৮	-	১৫৯৮
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৭০	-	৭০
পরিমাণ	৩৪৫৬	-	৩৪৫৬

১৯৯৭ সালে ইন্দোসুয়েজ এর মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ছিল ৩৩৪৪ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে শিল্প খাতে স্থিতি ২৪৪৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে ঋণের স্থিতি বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩৭৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (শিল্প খাতে ২৬২৪ মিলিয়ন টাকা)। খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেখানো হ'ল।

সারণি - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৮ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ				
	ক) শস্য	-	-	-	-
	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য	২৭	৪৮	৪১	৪৫
২।	শিল্পঃ	১৬৪১	২৪৪৫	২৬২৪	২৮৮৭
	ক) বৃহৎ	৭১৫	১৩৬৪	১৩৯৫	১৫৩৫
	খ) মাঝারী	৯২৬	১০৮১	১২২৯	১৩৫২
	গ) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	-	-	-	-
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	২৪	৭৮	৯৪	১০৩
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১৮৪	৫৫	৫৭	৬৩
৬।	বিশেষ ঋণ কর্মসূচী ঃ	-	-	-	-
৭।	অন্যান্য	৪৫৭	৭১৮	৫৫৮	৪০২
	সর্বমোট	২৩৩৩	৩৩৪৪	৩৩৭৪	৩৫০০

ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান

ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান ১৯৯৪ সালের ৩১শে আগষ্ট তারিখে ১০০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন দিয়ে বাংলাদেশে এর কার্যক্রম শুরু হয়। আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং অতিরিক্ত ঝুঁকি এড়ানোর জন্য ব্যাংক শুরু থেকেই কতিপয় বাছাইকৃত গ্রাহকদের সাথে ব্যাংকিং কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৩ মিলিয়ন টাকা এবং মোট পরিসম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৮৫ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশে ব্যাংকের একটি মাত্র শাখা রয়েছে। তবে খুব শীঘ্রই বন্দর নগরী চট্টগ্রামে ব্যাংকটির দ্বিতীয় শাখা খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা হচ্ছে ১৩ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ৭ জন ও কর্মচারী ৬ জন।

১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে বাংলাদেশে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তানের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৮৭ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ৪৫ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৪২ মিলিয়ন টাকা) যা ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ৯০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ৪৩ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৪৭ মিলিয়ন টাকা)। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৬ তারিখে ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ৩৩ মিলিয়ন টাকা যা ডিসেম্বর, ১৯৯৭ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ৪০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ছিল ১৩ মিলিয়ন টাকা এবং ডিসেম্বর, ১৯৯৭ শেষে বিনিয়োগের পরিমাণ ৩১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৯১ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৩৩ মিলিয়ন, আমদানি ৩৩৩ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ২৫ মিলিয়ন টাকা)। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ২১৬ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৪২ মিলিয়ন, আমদানি ১৫৫ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ১৯ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৭ সালে ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২১ মিলিয়ন ও ১৩৯ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালে ব্যাংকটি ৭.৪ মিলিয়ন টাকা মুনাফা অর্জন করে। বাংলাদেশে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি - ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭
১।	অনুমোদিত মূলধন	১০০	১১৩	১১৩
২।	পরিশোধিত মূলধন	১০০	১১৩	১১৩
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-
৪।	আমানত:	৭০	৮৭	৯০
	ক) তলবী আমানত	৪৭	৪৫	৪৩
	খ) মেয়াদী আমানত	২৩	৪২	৪৭
৫।	অগ্রিম	২৯	৩৩	৪০
৬।	বিনিয়োগ	১০	১৩	৩১
৭।	মোট পরিসম্পদ	২৪৩	২৬১	২৮৫
৮।	মোট আয়	১৫	১৭	২১
৯।	মোট ব্যয়	৯	১২	১৩৯
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩০৮	২১৬	৩৯১
	ক) রপ্তানি	২৭	৪২	৩৩
	খ) আমদানি	২৬৭	১৫৫	৩৩৩
	গ) রেমিটেন্স	১৪	১৯	২৫
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৩	১৩	১৩
	ক) কর্মকর্তা	৬	৭	৭
	খ) কর্মচারী	৭	৬	৬
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	-	-	-
১৩।	শাখা (সংখ্যায়)	১	১	১

১৯৯৭ সালে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে শিল্প ঋণের পরিমাণ ৩২ মিলিয়ন টাকা। এ সময়ে ব্যাংকের কোন ঋণ আদায় হয়নি। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৩৩ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে শিল্প খাতে ঋণের পরিমাণ ছিল ১৯ মিলিয়ন টাকা। উক্ত সময়ে কোন ঋণ আদায় হয়নি। ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান এর ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেখানো হ'ল।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৫							
	বিতরণ	-	-	১৭	১৭	১৩	৩০
	আদায়	-	-	-	-	-	-
১৯৯৬							
	বিতরণ	-	-	১৯	১৯	১৪	৩৩
	আদায়	-	-	-	-	-	-
১৯৯৭							
	বিতরণ	-	-	৩২	৩২	৩	৩৫
	আদায়	-	-	-	-	-	-

১৯৯৭ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান কর্তৃক শিল্পখাতে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ দাঁড়ায় ২০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬ সালে শিল্প ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ১৯ মিলিয়ন টাকা। উল্লেখ্য যে, ব্যাংকটি কর্তৃক ঋণ মঞ্জুরী শুধুমাত্র বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রয়েছে। ১৯৯৭ সালের ১লা জানুয়ারী হতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকটি ২টি বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে ৩২ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরীর অবস্থা সারণি-৩ এ দেখানো হ'ল।

সারণি - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৬ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	১৯	-	১৯
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৬ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	১৯	-	১৯
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ডিসেম্বর ৩১,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	২	-	২
পরিমাণ	২০	-	২০

১৯৯৭ সালে বাংলাদেশে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান এর ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে স্থিতি ৩২ মিলিয়ন টাকা)। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৩৩ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে ঋণের স্থিতি ১৯ মিলিয়ন টাকা)। খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি -৪ এ দেখানো হ'ল।

সারণি - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিকনম্বর	খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭
১।	কৃষি ও মৎস্য	-	-	-
২।	শিল্প	১৭	১৯	৩২
৩।	অন্যান্য	১৩	১৪	৮
	সর্বমোট	৩০	৩৩	৪০

মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড

মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক ১৯৯৪ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে ১০০ মিলিয়ন টাকার রিজার্ভ ফান্ড ও ৭২৫ মিলিয়ন টাকার পরিসম্পদ নিয়ে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে এ ব্যাংকের দু'টো শাখা অফিস রয়েছে। ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে ব্যাংকের রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ১০০ মিলিয়ন টাকায় অপরিবর্তিত থাকে এবং উক্ত সময়ে ব্যাংকের মোট পরিসম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮০৮ মিলিয়ন টাকা। ৩১ মার্চ, ১৯৯৮ তারিখে ব্যাংকের মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ৪২ জন ও কর্মচারী ৮ জন।

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর শেষে মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৬৮৬ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ২১৪ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৪৭২ মিলিয়ন টাকা) যা ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৯৮ মিলিয়ন টাকা দাঁড়ায় (তলবী আমানত ৩৩৭ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ৩৬১ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ছিল ৩৪৮ মিলিয়ন টাকা (শিল্প খাতে ৩১ মিলিয়ন টাকা ও অন্যান্য খাতে ৩১৭ মিলিয়ন টাকা)। ৩১ শে মার্চ, ১৯৯৮ তারিখে ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি বৃদ্ধি পেয়ে ৩৯৫ মিলিয়ন টাকা দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালে ব্যাংকটির বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৫৮ মিলিয়ন টাকা যা মার্চ, ১৯৯৮ শেষে হ্রাস পেয়ে ১৪৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালের ব্যাংকটি কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ছিল ২৮২৮ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৮৮৪ মিলিয়ন, আমদানি ১১৯২ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৭৫২ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকটি ৮৯৩ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা করে (রপ্তানি ২৩৫ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৪৪২ মিলিয়ন টাকা ও রেমিটেন্স ২১৬ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৭ সালে ব্যাংকের মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০২ মিলিয়ন টাকা ও ৭৬ মিলিয়ন টাকা)। বাংলাদেশে মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি - ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	৩১শে মার্চ ১৯৯৮ (সাময়িক)	৩০শে জুন ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	রিজার্ভ ফান্ড	১০০	১০০	১০০	১০০
২।	আমানত:	৬৮৫	৬৮৬	৬৯৮	৭৫৯
	ক) তলবী আমানত	৪০১	২১৪	৩৩৭	৩৬২
	খ) মেয়াদী আমানত	২৮৪	৪৭২	৩৬১	৩৯৭
৩।	অগ্রিম	২৭২	৩৪৮	৩৯৫	৪৩৬
৪।	বিনিয়োগ	১৮৫	১৫৮	১৪৩	১৪৩
৫।	মোট পরিসম্পদ	১৪৬১	১৬৬৬	১৮০৮	১৯৮৮
৬।	মোট আয়	৯৫	১০২	২৮	৬১
৭।	মোট ব্যয়	৬৮	৭৬	২০	৪৫
৮।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	২০১৪	২৮২৮	৮৯৩	১৫৯৫
	ক) রপ্তানি	৫৪১	৮৮৪	২৩৫	৫৪৪
	খ) আমদানি	১০৮৯	১১৯২	৪৪২	৮০৬
	গ) রেমিটেন্স	৩৮৪	৭৫২	২১৬	২৪৫
৯।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৫০	৫১	৫০	৫৮
	ক) কর্মকর্তা	৩৯	৪২	৪২	৫০
	খ) কর্মচারী	১১	৯	৮	৮
১০।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	৩৭	৪১	৪৩	৪৬
১১।	শাখা (সংখ্যা)	২	২	২	২

১৯৯৭ সালে মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড ১২৩২ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ১১৫৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করে। ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৬৭ মিলিয়ন ও ৩২০ মিলিয়ন টাকা। মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেখানো হ'ল।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ			অন্যান্য	সর্ব মোট
			মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট		
১৯৯৬							
	বিতরণ	-	১৫	৯	২৪	৪৩৬	৪৬০
	আদায়	-	৪	১০	১৪	৪৩০	৪৪৪
১৯৯৭							
	বিতরণ	-	১	২৪	২৫	১২০৭	১২৩২
	আদায়	-	১২	২০	৩২	১১২৫	১১৫৭
৩১শে মার্চ, ১৯৯৮*							
	বিতরণ	-	০.২	৩	৩.২	৩৬৪	৩৬৭.২
	আদায়	-	২	৪	৬	৩১৪	৩২০
৩০শে জুন, ১৯৯৮**							
	বিতরণ	-	০.৫	১২	১২.৫	৬০৫	৬১৭.৫
	আদায়	-	৬	১০	১৬	৫৬৩	৫৭৯

* সাময়িক ।

** প্রাক্কলিত।

সারণি-৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী		শিল্পের আকার		মোট
		বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৭ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	২	১	৩
	পরিমাণ	৭	১০	১৭
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত				
	প্রকল্প সংখ্যা	১	১	২
	পরিমাণ	২৪	১	২৫
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৮ তারিখে				
	প্রকল্প সংখ্যা	১	১	২
	পরিমাণ	৯	৪	১৩
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৮ পর্যনত *				
	প্রকল্প সংখ্যা	১	১	২
	পরিমাণ	৩	০.২	৩.২
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৮ পর্যন্ত **				
	প্রকল্প সংখ্যা	২	২	৪
	পরিমাণ	৬	০.৫	৬.৫

* সাময়িক ।

** প্রাক্কলিত।

সারণি - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৮ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য	৪২	৩১	২৯	৩৩
	শিল্পঃ				
২।	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৩১	২৫	২৫	২৮
	খ) ক্ষুদ্র ও কুটির	১১	৬	৪	৫
৩।	অন্যান্য	২৩০	৩১৭	৩৬৬	৪০৩
	সর্বমোট	২৭২	৩৪৮	৩৯৫	৪৩৬

সিটিব্যাংক এন, এ,

সিটি ব্যাংক এন, এ, ১৯৮৭ সালে স্থাপিত একটি প্রতিনিধি অফিসকে উন্নীত করে ১৯৯৫ সালের ২৪শে জুন তারিখে ২০৪ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন এবং ৮০৯ মিলিয়ন টাকার পরিসম্পদ নিয়ে বাংলাদেশে তার পূর্ণ কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশে শুধুমাত্র ঢাকায় ব্যাংকটির একটি অফিস রয়েছে। ১৯৯৭ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মোট সংখ্যা ছিল ২০ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ১১ জন ও কর্মচারী ৯ জন। বাংলাদেশে সিটি ব্যাংক এন, এ, যে সকল সেবাদি প্রদান করে আসছে সেগুলো হলো একাউন্ট সার্ভিসেস, গ্লোবাল এন্ড লোকাল ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস, ট্রেজারী সার্ভিসেস, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং ঋণ ও অগ্রিম।

১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরের তুলনায় ব্যাংকের মোট আমানত ৪১৮ মিলিয়ন টাকা যা শতকরা ৪৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর, ১৯৯৭ শেষে ১৩৫০ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ৬৭ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ১২৮৩ মিলিয়ন টাকা) এবং ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৭০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (তলবী আমানত ৯৬ মিলিয়ন ও মেয়াদী আমানত ১২৭৪ মিলিয়ন টাকা)। ব্যাংকের মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৭ তারিখে ৩২৮ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১০৮২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা মার্চ, ১৯৯৮ শেষে ৪৪ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১১২৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৭ সালে ব্যাংকটি মোট ১৯৫ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করে। সিটি ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ১৯৯৭ সালে ছিল ২৫৫০ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৬৪ মিলিয়ন, আমদানি ২১৮৩ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৩০৩ মিলিয়ন টাকা) এবং ১৯৯৮ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে তা হ্রাস পেয়ে ৫১৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (আমদানি ৪৭৯ মিলিয়ন ও রেমিটেন্স ৩৭ মিলিয়ন টাকা)। বাংলাদেশে সিটি ব্যাংক এন,এ এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি - ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	পরিশোধিত মূলধন	২০৪	২০৪	২০৪	২০৪
২।	রিজার্ভ ফান্ড	৮	১২	১২	১৩
৩।	আমানত:	৯৩২	১৩৫০	১৩৭০	১৪৩৮
	ক) তলবী আমানত	৯১	৬৭	৯৬	১০০
	খ) মেয়াদী আমানত	৮৪১	১২৮৩	১২৭৪	১৩৩৮
৪।	অগ্রিম	৭৫৪	১০৮২	১১২৬	১১৮২
৫।	বিনিয়োগ	১৫৮	১৯৫	২১৪	২২৫
৬।	মোট পরিসম্পদ	১২৯৪	১৮০৬	১৮৬০	১৯৫৩
৭।	মোট আয়	৯৩	১৭৭	৫৬	১১৪
৮।	মোট ব্যয়	৭৩	১৪৭	৩৯	৮১
৯।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৬৬১	২৫৫০	৫১৬	১১০৮
	ক) রপ্তানি	১১	৬৪	-	৫০
	খ) আমদানি	৪৭৫	২১৮৩	৪৭৯	৯৮২
	গ) রেমিটেন্স	১৭৫	৩০৩	৩৭	৭৬
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২০	২১	২১	২৪
	ক) কর্মকর্তা	১১	১৩	১৩	১৪
	খ) কর্মচারী	৯	৮	৮	১০
১১।	শাখা (সংখ্যা)	১	১	১	১

সিটিব্যাংক এন, এ, ১৯৯৭ সালে শিল্পখাতে ১৩৮২ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৯৫৩ মিলিয়ন টাকার ঋণ আদায় করে। ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাস সময়কালে ব্যাংকের মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৪২ মিলিয়ন টাকা ও ৩৫৮ মিলিয়ন টাকা। সিটিব্যাংক এন, এ, কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেখানো হ'ল।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ	অন্যান্য	সর্ব মোট
১৯৯৬					
	বিতরণ	-	১৮৫৫	১	১৮৫৬
	আদায়	-	১৫৪৩	১	১৫৪৪
১৯৯৭					
	বিতরণ	-	১৩৮২	৫৭	১৪৩৯
	আদায়	-	৯৫৩	৫৫	১০০৮
৩১শে মার্চ, ১৯৯৮*					
	বিতরণ	-	১৯৫	৪৭	২৪২
	আদায়	-	৩২৪	৩৪	৩৫৮

*সাময়িক ।

বাংলাদেশে সিটিব্যাংক এন, এ, এর খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৩-এ দেখানো হল।

সারণি - ৩

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮	জুন ৩০, ১৯৯৮ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য	-	-	-	-
২।	শিল্প	৫৪৯	৭১১	৭৮৯	৮২৮
৩।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৩৪	১৫২	১৩৮	১৪৫
৪।	অন্যান্য	১৭২	২১৯	১৯৯	২০৯
	সর্বমোট	৭৫৫	১০৮২	১১২৬	১১৮২

হানিল ব্যাংক

হানিল ব্যাংক ১০৬ মিলিয়ন টাকার মূলধন নিয়ে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ থেকে বাংলাদেশে এর কার্যক্রম শুরু করেছে। ব্যাংকের মোট পরিসম্পদ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালের ১১৩৩ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ১৯৯৮-এ ১৪৪৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকে মোট ১৪ জন কর্মকর্তা এবং ৪ জন কর্মচারী নিয়োজিত। ব্যাংকটি ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটের অনুমোদন লাভ করেছে।

ব্যাংকটির মোট আমানত ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসের ৫০১ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ১২১ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানত ৩৮০ মিলিয়ন টাকা) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে ৫২৫ মিলিয়ন টাকা (তলবী আমানত ১৭৫ মিলিয়ন টাকা এবং মেয়াদী আমানত ৩৫০ মিলিয়ন টাকা) হয়েছে।

ব্যাংকটির ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ এর ৩৪৫ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ, ১৯৯৮ নাগাদ ৬০৫ মিলিয়ন টাকা হয়েছে। ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার পরিমাণ ১৯৯৭ সালে ছিল ৬৫৫১ মিলিয়ন টাকা (রপ্তানি ৩১০৭ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ২৯৫৯ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ৪৮৫ মিলিয়ন টাকা)। ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাসে এ ব্যবসার পরিমাণ ১৬৫৭ মিলিয়ন টাকায় (রপ্তানি ৬৫৩ মিলিয়ন টাকা, আমদানি ৮৭৮ মিলিয়ন টাকা এবং রেমিটেন্স ১২৬ মিলিয়ন টাকা) দাঁড়ায়। হানিল ব্যাংকের অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সারণি-১ এ দেয়া হল।

সারণি - ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য*

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ, ১৯৯৮	জুন, ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	-	-	-	-
২।	পরিশোধিত মূলধন	২৭৮	২৭৮	২৭৮	২৭৮
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	-	-	-	-
৪।	আমানত:	২৩৭	৫০১	৫২৫	৫৫০
	ক) তলবী আমানত	১৮২	১২১	১৭৫	১৯০
	খ) মেয়াদী আমানত	৫৫	৩৮০	৩৫০	৩৬০
৫।	ঋণ ও অগ্রিম	৭৮	৩৪৫	৬০৫	৭০০
৬।	বিনিয়োগ	-	-	-	-
৭।	মোট পরিসম্পদ	৫১৫	১১৩৩	১৪৪৭	১৫০০
৮।	মোট আয়	৩	৮৭	৫১	১০২
৯।	মোট ব্যয়	১৬	৭১	২২	৪৪
১০।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	৩৯৬	৬৫৫১	১৬৫৭	৩৩১৪
	ক) রপ্তানি	১৮৬	৩১০৭	৬৫৩	১৩০৬
	খ) আমদানি	৬২	২৯৫৯	৮৭৮	১৭৫৬
	গ) রেমিটেন্স	১৪৮	৪৮৫	১২৬	২৫২
১১।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৬	১৮	১৮	১৮
	ক) কর্মকর্তা	১৩	১৪	১৪	১৪
	খ) কর্মচারী	৩	৪	৪	৪
১২।	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়)	-	-	-	-

১৯৯৭ সালে ব্যাংকটি ২১০৯ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ এবং ১৭৫৭ মিলিয়ন টাকার ঋণ আদায় করে। ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটি ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৭০৬ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়ে ৪২৫ মিলিয়ন টাকার ঋণ আদায় হয়। খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেয়া হল।

সারণি - ২

খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	কৃষি ঋণ	শিল্প ঋণ		অন্যান্য	সর্ব মোট
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন		
১৯৯৬					
বিতরণ	-	-	৮৫	২	৮৭
আদায়	-	-	৯	-	৯
১৯৯৭					
বিতরণ	-	৬৯	২০২৯	১১	২১০৯
আদায়	-	-	১৭৫৭	-	১৭৫৭
৩১শে মার্চ, ১৯৯৮*					
বিতরণ	-	-	৭০২	৪	৭০৬
আদায়	-	-	৪১৮	৭	৪২৫
৩০শে জুন, ১৯৯৮**					
বিতরণ	-	-	১৪০৪	৮	১৪১২
আদায়	-	-	৮৪৬	৪	৮৫০

নোটঃ অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটসহ।
* সাময়িক।
** প্রাক্কলিত।

ব্যাংকটি শুরু থেকে মার্চ, ১৯৯৮ পর্যন্ত ১৫টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৫৯৬ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মমজুর করে যার পুরোটাই ছিল বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পের জন্য। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৭ পর্যন্ত ব্যাংকটি ১২টি প্রকল্পের আওতায় ৩৩৩ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ মঞ্জুর করেছিল। শিল্পের আকার-ভিত্তিক ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩ এ দেয়া হল।

সারণি - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		মোট
	বৃহৎ	ক্ষুদ্র ও কুটির	
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১২		১২
পরিমাণ	৩৩৩	-	৩৩৩
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	১০	-	১০
পরিমাণ	২৫৭	-	২৫৭
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	১৫	-	১৫
পরিমাণ	৫৯৬		৫৯৬
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩	-	৩
পরিমাণ	২৬৩	-	২৬৩
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৬	-	৬
পরিমাণ	৩৫৭	-	৩৫৭

নোটঃ অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটসহ।

ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি ১৯৯৭ সালের ৩৪৫ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালের প্রথম তিন মাসে ৬০৫ মিলিয়ন টাকায় (শিল্প ঋণ ৫৯৬ মিলিয়ন টাকা সহ) দাঁড়ায়। ব্যাংকের খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি সারণি-৪ এ দেয়া হয়েছে।

সারণি - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৮ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ				
২।	ক) শস্য				
৩।	খ) শস্য ব্যতীত অন্যান্য				
৪।	শিল্পঃ				
৫।	ক) বৃহৎ ও মাঝারী	৭৬	৩৩৩	৫৯৬	৬৯০
৬।	ক) ক্ষুদ্র ও কুটির	-	-	-	-
	পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা ও হোটেল	-	-	-	-
	বীমা অর্থ সংস্থা রিয়েল এষ্টেট ব্যবসা ও সার্ভিস	-	-	--	-
	পরিবহন ও যোগাযোগ	-	১০	৩	-
	অন্যান্য	২	২	৬	১০
	সর্বমোট	৭৮	৩৪৫	৬০৫	৭০০

নোটঃ অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটসহ।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান

সৌদি-বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (সাবিনকো)

বাংলাদেশ এবং সৌদি আরবের মধ্যে বিদ্যমান ভ্রাতৃত্ববোধের নিদর্শন স্বরূপ এবং বাংলাদেশের অথনৈতিক উন্নয়নের গতিকে যৌথ প্রচেষ্টায় আরো ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে সৌদি আরব এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী পর্যায়ে ১৫ই মে ১৯৮৩ সালে এক প্রোটোকল স্বাক্ষরের মাধ্যমে সৌদি-বাংলাদেশ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (সাবিনকো) স্থাপনের সূচনা হয়। এ চুক্তি মোতাবেক এবং কোম্পানী আইন ১৯১৩ অনুযায়ী একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে ১৯৮৪ সালের ২৪শে জুন সাবিনকো আত্মপ্রকাশ করে। ঢাকায় প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে ১৯৮৬ সালে এর কার্যক্রম শুরু হয়।

সাবিনকোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শিল্প এবং কৃষি ভিত্তিক শিল্পে বিনিয়োগ করে এগুলো পরিচালিত করা এবং দেশে বিদেশে পণ্য দ্রব্য এবং সেবার বিপণন করা। এছাড়া, সাবিনকো বিদ্যমান শিল্প কারখানাগুলোর অভ্যন্তরীণ সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সম্প্রসারণ কল্পে শিল্প ঋণের যোগান দিয়ে থাকে। সাবিনকো নিজের তত্ত্বাবধানে অথবা সহযোগী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে বিশেষ কোন প্রকল্প পরিচালনায়ও সহায়তা প্রদান করতে পারে।

সাবিনকোর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ যাবৎ সৌদি এবং বাংলাদেশ সরকার সমভাবে ৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিশোধ করেছে। বর্তমানে ছয় জন সদস্য নিয়ে কোম্পানীর বোর্ড গঠিত, তনমধ্যে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং দুজন সদস্য সৌদি সরকার কর্তৃক এবং ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং অপর দুজন সদস্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত।

সাবিনকো'র অর্থায়নে স্থাপিত একটি সিমেন্ট কারখানা

বিনিয়োগ নীতিমালা

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত শিল্প বিনিয়োগ নীতিমালার আওতায় কৃষিভিত্তিক শিল্পসহ বিবিধ শিল্প স্থাপন, সম্প্রসারণ/উন্নয়ন কার্যক্রমে সাবিনকো আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। সাবিনকো বাণিজ্যিক ভাবে লাভজনক বিনিয়োগ প্রস্তাবনা বিবেচনা করে থাকে। তবে নিম্নে উল্লেখিত প্রকল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকেঃ

ক) যে সব প্রকল্প স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে থাকে এবং উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানী বাজার বিদ্যমান;

খ) যে সব প্রকল্প মূলতঃ স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে থাকে এবং স্থানীয় বাজারে অপরিহার্য চাহিদা পূরণ করে;

গ) যে সব প্রকল্প আমদানিকৃত কাঁচামাল ব্যবহার করে কিন্তু উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানি বিদ্যমান এবং

ঘ) যে সব প্রকল্পে আমদানিকৃত কাঁচামাল ব্যবহার করা অপরিহার্য অথচ আমদানি বিকল্প পণ্য হিসেবে স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে।

উপরোল্লিখিত ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রকল্প শ্রমনিবিড় এবং অগ্র-পশ্চাৎ সম্পর্ক সমৃদ্ধবহুল, সেসব প্রকল্পসমূহকে অর্থায়নের ক্ষেত্রে সাবিনকো সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

অর্থায়ন পদ্ধতি

ক) মেয়াদী ঋণ প্রদান (মধ্যম/দীর্ঘ মেয়াদী) দেশীয় এবং বৈদেশিক মুদ্রা।

খ) সরাসরি মূলধন বিনিয়োগ।

গ) শেয়ার এবং ডিবেঞ্চারে পাবলিক ইস্যু অবলেখন (Underwriting)।

ঘ) প্রাইভেট ফান্ড প্লেসমেন্ট সিন্ডিকেশন-এর ব্যবস্থাকরণ এবং এরকম প্লেসমেন্ট-এ অংশ গ্রহণ।

ঙ) মূলধন বাজারে লেনদেন।

চ) বিনিয়োগ তহবিল গঠন ও তার তদারকি করণ।

ঋণের অনুমোদন এবং বিতরণ

১৯৯৭ সালে সাবিনকো ২.৫৭ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ৩৫৮ মিলিয়ন টাকার আর্থিক সহায়তা অনুমোদন করে। শুরু থেকে ১৯৯৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন শিল্প স্থাপনের জন্য মোট ৪৪টি প্রকল্প বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। অর্থায়িত ৪৪টি প্রকল্পে সাবিনকো ১৯৯৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১১টি শিল্প উপ-খাতে দেশী ও বিদেশী মুদ্রায় সর্বমোট ২৯৪৩ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুর করেছে, এই মঞ্জুরীকৃত ঋণের ২৩% বস্ত্রখাতে, ২১% রসায়ন, ঔষধ এবং সহযোগী খাতে এবং ১৩% মৎস্য/চিংড়ি চাষে মঞ্জুর করা হয়েছে। আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী অন্যান্য খাতগুলো হলঃ কাঁচ/সিরামিক, সিমেন্ট, চামড়া/চামড়াজাত দ্রব্য, মৎস্য চাষ সহায়ক প্রকল্প, প্রকৌশল, দুগ্ধ/ফল, খেলনা এবং কাগজ। সাবিনকো কর্তৃক বিভিন্ন খাতে অংগীকার এবং বিতরণের বিবরণ সারণি-১ এ দেখানো হ'ল।

সাবিনকো'র অর্থায়নে স্থাপিত মাছ ও হাঁসের খাবার তৈরির একটি কারখানা

সারণি-১

অংগীকার ও বিতরণ

(মিলিয়নে)

বছর	আর্থিক বিনিয়োগের অংগীকার		বিতরণ		ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক বিনিয়োগের অংগীকার		ক্রমপুঞ্জিভূত বিতরণ	
	টাকা	ডলার	টাকা	ডলার	টাকা	ডলার	টাকা	ডলার
১৯৯৫	৩১১	১.০	৩০০	১.০	১৬৫৪	১৫	১৪১৭	১৫
১৯৯৬	৩৩৭	০.৫	৩০৮	০.৪	১৯৯১	১৬	১৭২৫	১৫
১৯৯৭	১৯৭	১.০	১৭৭	৩.০	২০৪০	১৯	১৮৮১	১৮

সাবিনকোর ব্যালেন্স শীট এবং খাতওয়ারী প্রকল্প সংখ্যা যথাক্রমে সারণি-২ এবং সারণি-৩ এ দেয়া হল।

সারণি-২

সাবিনকোর ব্যালেন্স শীট (বছর শেষে)

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭
স্থায়ী সম্পত্তি		৩২	৩৩	৩৬
বিনিয়োগ		৩৮৯	৫২৪	৬৫০
দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ		১৩৩৬	১৩৬৫	১৫৮৫
বর্তমান পরিসম্পদ		১২৯৫	১৪০৫	১৪৫৭
বর্তমান দায়		১৪০	২১৭	১৭৯
নীট বর্তমান পরিসম্পদ		১১৫৫	১১৮৮	১২৭৮
দীর্ঘ মেয়াদী দায়		১৫০	১৩৬	১২১
নীট পরিসম্পদ		২৭৬২	২৯৭৪	৩৪২৮

সারণি-৩

খাতওয়ারী প্রকল্প সংখ্যা

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭
১।	বস্ত্র	৭	৭	৮
২।	রসায়ন, ঔষধ এবং সহযোগী শিল্প	৪	৫	৫
৩।	মৎস্য/চিংড়ি	১১	১১	১১
৪।	কাঁচ, সিরামিক, সিমেন্ট ও সহযোগী শিল্প	৪	৪	৫
৫।	চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য	৩	৩	৩
৬।	ভোজ্য তেল	২	২	২
৭।	মৎস্য চাষ ও হাঁস মুরগী খামার সহায়ক শিল্প	৩	৩	৩
৮।	প্রকৌশল শিল্প	২	২	২
৯।	দুগ্ধ / ফল প্রক্রিয়াকরণ	২	২	২
১০।	খেলনা	১	১	১
১১।	মন্ড ও কাগজ	২	২	২
	সর্বমোট	৪১	৪২	৪৪

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট লীজিং কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (আইডিএলসি)

দেশের উৎপাদনশীল খাত এবং শিল্পোন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে "কোম্পানী এ্যাক্ট, ১৯১৩" এর আওতায় ১৯৮৫ সালের ২৩শে মে তারিখে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে আইডিএলসি প্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন এবং পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন এবং ১৫০ মিলিয়ন টাকা। বিদেশী আর্থিক সংস্থা কোম্পানীটির ৪৫ শতাংশ এবং জনসাধারণ ও স্থানীয় আর্থিক সংস্থা ৫৫ শতাংশের মালিক। কোম্পানী ১৯৯০ সালে চট্টগ্রামে একটি শাখা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যবসাকে আরো সম্প্রসারণ করেছে এবং ১৯৯৩ সালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয়েছে। স্বল্প মেয়াদী ঋণদান ও গৃহে অর্থায়নের মাধ্যমে এ কোম্পানী তাদের কার্যক্রমকে আরও সম্প্রসারিত করেছে। ১৯৯৮ সালের জানুয়ারী মাসে কোম্পানীটি মার্চেন্ট ব্যাংকিং এর লাইসেন্স পেয়েছে।

আইডিএলসি প্রধানতঃ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থায়ন করে থাকে। অবশ্য নিয়ন্ত্রণমুক্ত ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী এবং সরকারের শিল্পোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহকেও কোম্পানীটি অর্থায়ন করে থাকে। একই সাথে আইডিএলসি জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এবং রপ্তানীমুখী ও আমদানি বিকল্প শিল্পকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তা প্রদান করে।

কোম্পানীর লীজ চুক্তি ও বিতরণের হিসাব সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-১

লীজ চুক্তি ও বিতরণের বিবরণ

(মিলিয়ন টাকায়)

বছর	চুক্তি	% পরিবর্তন	বিতরণ	% পরিবর্তন
১৯৯৫	৭০২	৪৮	৫৭২	৫৫
১৯৯৬	৯০১	২৮	৮১১	৪২
১৯৯৭	৯৪৭	৫	৮৬৮	৭

কোম্পানীর ব্যালেন্স শীট এবং লাভ লোকসানের হিসাব সারণি-২ এ দেয়া হল।

সারণি-২

ব্যালেন্স শীট এবং লাভ লোকসানের হিসাব

(মিলিয়ন টাকায়)

ব্যালেন্স শীট

দায়	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭
শেয়ার হোল্ডারগণের তহবিল	২২৮	২৮২	৩৭২
দীর্ঘ মেয়াদী দায়	৫৪২	৯৪২	১১১৮
মোট	৭৭০	১২২৪	১৪৯০
সম্পদ			
লীজ সম্পদ	১২৪১	১৫৭৩	১৮২১*
স্থায়ী সম্পদ	৯	৯	১০
নীট বর্তমান সম্পদ	(৪৮০)	(৩৫৮)	(৩৪১)
মোট	৭৭০	১২২৪	১৪৯০
লাভ লোকসান			
পরিচালনা লব্ধ আয়	৪২৯	৬১২	৭৬৯
পরিচালনা লব্ধ ব্যয়	৩৩৫	৫০৮	৬৫৫
পরিচালনা লব্ধ মুনাফা	৯৪	১০৪	১১৪
অপরিচালনা লব্ধ আয়	-	১	২
করপূর্ব মুনাফা	৯৪	১০৫	১১৬
কর বাবদ বরাদ্দ	২৫	২৫	২৫
নীট মুনাফা	৬৯	৮০	৯১

* স্বল্প মেয়াদী ও অর্থায়নসহ গৃহে।

ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্রমোশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (আইপিডিসি)

ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্রমোশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (আইপিডিসি) একটি বেসরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৮৩ সালে কর্মকান্ড আরম্ভ করে। কোম্পানীটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, কমনওয়েলথ উন্নয়ন সংস্থা (CDC) বিশ্ব ব্যাংকের আন্তর্জাতিক অর্থায়ন সংস্থা (IFC), জার্মান বিনিয়োগ এবং উন্নয়ন সংস্থা (DEG) এবং সুইজারল্যান্ডের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত আগাখান তহবিলের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত।

বিনিয়োগ নীতিমালা ও অর্থায়ন পদ্ধতি

বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নতুন কিংবা বিদ্যমান ব্যবসায়ের সম্প্রসারণে আইপিডিসি অর্থায়ন করে থাকে। কোম্পানী সাধারণতঃ "প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং" (Project Financing) করে থাকে। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই পর্যাপ্ত নগদ প্রবাহ (Cash Flow) থাকতে হবে যাতে মোট পরিচালন ব্যয়, সকল দায় পরিশোধ এবং বিনিয়োগকারীদের প্রাপ্য আয় প্রদানে কোন অসুবিধা না হয়। অন্যান্য সহযোগী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সহঅর্থায়নেও কোম্পানী উৎসাহ দিয়ে থাকে। আইপিডিসি প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং ছাড়াও অপরাপর বিনিয়োগকারী/ঋণ দাতাদেরকে ঋণ সিন্ডিকেশন, অবলেখন এবং নিশ্চয়তা প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকল্প তহবিল গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণের জন্য উদ্যোক্তাগণের নিজস্ব মূলধন মোট বিনিয়োগের শতকরা ২০-৪০ ভাগ থাকা আবশ্যক। দেশী-বিদেশী যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আইপিডিসি হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারে।

প্রকল্পসমূহের অর্থায়নের ক্ষেত্রে আইপিডিসি সরাসরি ঋণ প্রদান বা ইক্যুইটিতে অংশগ্রহণ বা উভয় পন্থাই অবলম্বন করে থাকে। একটি প্রকল্পের জন্য আইপিডিসি ঋণ ও মূলধনসহ সর্বোচ্চ ৪৫ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করে থাকে যা পরিশোধের সময়সীমা ৫-১০ বছর (৩ বছর অতিরিক্ত সময়সহ)। আইপিডিসি ১৯৯৭ সালে মোট ২০টি প্রকল্পের অধীনে ৪৩৪ মিলিয়ন টাকা অনুমোদন করে এবং ৩৩৫ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে। সারণি-১ এ খাত-ভিত্তিক প্রকল্প সংখ্যা, অনুমোদন এবং বিতরণের অবস্থা দেখানো হ'ল।

সারণি-১

১৯৯৭ সালে খাত ভিত্তিক প্রকল্প সংখ্যা, অনুমোদন এবং বিতরণ

(মিলিয়ন টাকায়)

খাত	প্রকল্প সংখ্যা	অনুমোদন	বিতরণ
কৃষি-ভিত্তিক শিল্প	১	৪	-
রসায়নিক	১	৫০	৬১
ইঞ্জিনিয়ারিং/হার্ডওয়্যার	২	৫৫	১৭
খাদ্য ও খাদ্যজাত	৪	১৪৫	৫
পেপার/প্যাকেজিং	২	৯৫	১১৭
টেক্সটাইল	১	৩৫	৬৫
সেবা(পরিবহন)	-	-	-
সিরামিক	১	৫০	-
চামড়া	-	-	২৫
ঔষধ	-	-	৪৫
মোট	১২	৪৩৪	৩৩৫

আইপিডিস্থির স্থিতিপত্র সারণি-২ এ দেখানো হ'ল।

সারণি-২

স্থিতি পত্রঃ ১৯৯৫/৯৭

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭
মোট মূলধন বিনিয়োগ	৪৪১	৫৯৭	৭৯৪
স্থায়ী পরিসম্পদ	১	৩	৪
বিনিয়োগ	৩৭১	৪২৮	৬৭৪
অন্যান্য	২৫	১	-
নীট বর্তমান পরিসম্পদ	৪৪	১৭০	১১৬
মোট বর্তমান সম্পদ	২৩৩	২৮৯	২৪৭
প্রাপ্তব্য হিসাব	১৫	২০	৪৭
প্রিপেমেন্টস এবং আমানত	১	৩	২
নগদ/ব্যাংক ব্যালান্স	২১৭	২৬৬	১৯৮
মোট বর্তমান দায়	২৩৩	১২০	১৩৪
তলবী ঋণ	১৬০	-	৮৩
পরিশোধযোগ্য হিসাব	১৩	৮৯	৯
কর প্রভিশন	১৫	১৮	১৮
নীট বর্তমান পরিসম্পদ	৪৫	১৭০	১১৬

ইউনাইটেড লীজিং কোম্পানী লিমিটেড (ইউএলসি)

ইউনাইটেড লীজিং কোম্পানী লিমিটেড এশিয়ান-ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, কমনওয়েলথ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, লরি গ্রুপ পিএলসি, ডানকান ব্রাদার্স (বাংলাদেশ) লিমিটেড, অক্টভিয়ান ষ্টীল এন্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড, শ-ওয়ালেস বাংলাদেশ লিমিটেড, ইউনাইটেড ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এবং ন্যাশনাল ব্রোকারস লিমিটেডের আর্থিক সহায়তায় ১৯৮৯ সালের ২৭শে এপ্রিল তারিখে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৯৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন এবং রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২০ মিলিয়ন, ৭০ মিলিয়ন এবং ১৮০ মিলিয়ন টাকা। কোম্পানীর বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৯৬ সালের ৮৫৮ মিলিয়ন টাকা থেকে ১৬৬ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালে ১০২৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এ বিনিয়োগের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস শেষে ১০৯৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। কোম্পানীটি ১৯৯৭ সালে ২৫৯ মিলিয়ন টাকার আমদানি বাণিজ্য পরিচালনা করে যার পরিমাণ ১৯৯৬ সালে ছিল ১৫৯ মিলিয়ন টাকা। ৩১ শে মার্চ, ১৯৯৮ তারিখে কোম্পানীতে মোট কর্মরত জনসংখ্যা হচ্ছে ৩১ জন। সারণি-১ এ কোম্পানীর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখানো হ'ল।

সারণি - ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	৩০ শে মার্চ, ১৯৯৭ (সাময়িক)	৩১শে মার্চ , ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	১২০	১২০	১২০	১২০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৭০	৭০	৭০	৭০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	১৩১	১৮০	২০৭	২৩৪
৪।	বিনিয়োগ	৮৫৮	১০২৫	১০৯৫	১১৬৬
৫।	মোট পরিসম্পদ	৬৫৮	৯৫৬	৯৪৫	৯৩৪
৬।	মোট আয়	৪৮০	৫২৩	১৪৫	৩০৮
৭।	মোট ব্যয়	৪০৪	৪৪৫	১২৯	২৭০
৮।	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা	১৭৮	২৭৬	৪২	৮৫
	ক) আমদানি	১৫৯	২৫৯	৪১	৮৫
	খ) রেমিটেন্স	১৯	১৭	১	-
৯।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	১৬	১৮	৩১	৩৩
১০।	শাখা (সংখ্যা)	১	১	১	১

ঋণ বিতরণ ও আদায়

বিভিন্ন লীজ অর্থায়নের মাধ্যমে কোম্পানী ১৯৯৬ সালের ৫১০ মিলিয়ন টাকা বিতরণের তুলনায় ১৯৯৭ সালে ৬০৭ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে। একই সময়ে আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩২৩ মিলিয়ন ও ৫১০ মিলিয়ন টাকা। ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-২ এ দেখানো হ'ল।

শিল্প ঋণ মঞ্জুরী

কোম্পানী শুরু থেকে ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মোট ৭৪৯টি লীজের আওতায় ২১৭৩ মিলিয়ন টাকার ঋণ প্রদান করে। এর মধ্যে ৬৯২টি লীজের আওতায় বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে ২০৪৪ এবং ৫৭টি লীজের আওতায় ক্ষুদ্র শিল্পে ১২৯ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে। আকার-ভিত্তিক শিল্প ঋণ পরিস্থিতি সারণি-৩ এ দেখানো হ'ল।

সারণি-২

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		শিল্প ঋণ		
		মেয়াদী ঋণ	চলতি মূলধন	মোট
১৯৯৬				
	বিতরণ	৫১০	-	৫১০
	আদায়	৩২৩	-	৩২৩
১৯৯৭				
	বিতরণ	৬০৭	-	৬০৭
	আদায়	৫১০	-	৫১০
৩১শে মার্চ, ১৯৯৮*				
	বিতরণ	১৬৫	-	১৬৫
	আদায়	১৩৫	-	১৩৫
৩০শে জুন, ১৯৯৮**				
	বিতরণ	৩১৬	-	৩১৬
	আদায়	২৮০	-	২৮০

* সাময়িক ** প্রাক্কলিত।

সারণি - ৩

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত : ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৭ তারিখে			
লীজ সংখ্যা	৬৬৩	৪৫	৭০৮
পরিমাণ	১৯৮৭	১০৯	২০৯৬
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
লীজ সংখ্যা	২১৮	২১	২৩৯
পরিমাণ	৬৫৪	৫৪	৭০৮
ক্রমপুঞ্জিভূত : মার্চ ৩১,১৯৯৮ তারিখে			
লীজ সংখ্যা	৬৯২	৫৭	৭৪৯
পরিমাণ	২০৪৪	১২৯	২১৭৩
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
লীজ সংখ্যা	৫২	১২	৬৪
পরিমাণ	১১০	৩৬	১৪৬
জানুয়ারি ১ হতে জুন ৩০, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
লীজ সংখ্যা	১০৩	২৫	১২৮
পরিমাণ	২৮৯	৭৩	৩৬২

খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

১৯৯৭ সালের শেষে মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ১৯৯৬ সালের ১৩৯৭ মিলিয়ন টাকা থেকে ৩৩৯ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ১০৫৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যার মধ্যে শিল্প ঋণের পরিমাণ ৭৫১ মিলিয়ন টাকা। কোম্পানীর মোট ঋণের স্থিতি ১৯৯৮ সালের মার্চ শেষে দাঁড়ায় ১০৯৬ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে শিল্প ঋণ ৭৮১ মিলিয়ন টাকা। খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতির পরিমাণ সারণি-৪ এ দেখানো হ'ল।

সারণি - ৪

খাত-ভিত্তিক ঋণের স্থিতি

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	মার্চ ৩১, ১৯৯৮ (সাময়িক)	জুন ৩০, ১৯৯৮ (প্রাক্কলন)
১।	কৃষি ও মৎস্য ঃ	৪১	২৬	৩৪	৪২
২।	শিল্পঃ	৮৯৫	৭৫১	৭৮১	৮১১
৩।	পাইকারী/খুচরা ব্যবসা এবং রেস্তোরা/হোটেল	১১	১৪	১৩	১৬
৪।	বীমা, রিয়েল এষ্টেট ও ব্যবসা সেবা	১২৭	৮৫	৮১	৯০
৫।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৫২	২৮	৩৩	৩৮
৬।	অন্যান্য	২৭১	১৫৪	১৫৪	১৬০
	সর্বমোট	১৩৯৭	১০৫৮	১০৯৬	১১৫৭

ইউ এ ই-বাংলাদেশ ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড

আবুধাবী ফান্ড ফর আরব ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (বর্তমানে আবুধাবী ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট) ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ৮ই নভেম্বর, ১৯৮৬ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক ইউ এ ই বাংলাদেশ ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড গঠিত হয় যা ১৯৮৭ সালের জুন মাসে প্রাইভেট কোম্পানী হিসেবে কোম্পানীসমূহের নিবন্ধকের দফতরে নিবন্ধিত হয় এবং ১৯৮৯ সালের জুন মাসে কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানীর ৬০ শতাংশ মালিকানা আবুধাবী ফান্ডের এবং ৪০ শতাংশ মালিকানা বাংলাদেশ সরকারের। কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ৫০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১৫৮ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে কোম্পানীর রিজার্ভ ফান্ডের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৫ মিলিয়ন টাকা। ৫ জন সদস্য সমন্বয়ে কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ গঠিত যার মধ্যে আবুধাবী ফান্ড কর্তৃক মনোনীত ৩ জন এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ জন। সভাপতি সর্বদাই আবুধাবী ফান্ড কর্তৃক মনোনীত।

কোম্পানীর বিনিয়োগ নীতিমালা ও অর্থায়ন রীতি

চুক্তি এবং কোম্পানীর সংঘ স্মারকে উল্লেখিত অনুবিধি অনুযায়ী অন্যান্য উদ্দেশ্যসহ নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত হয়ঃ

১। বাংলাদেশে আর্থিক ভাবে সফল প্রকল্পসমূহে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিনিয়োগ;

২। বাংলাদেশে প্রকল্প প্রণয়ন, উদ্যোগ গ্রহণ, ব্যবস্থাপনা এবং অর্থায়নের সংগে জড়িত হওয়া;

৩। আর্থিকভাবে সফল প্রকল্পসমূহের অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সহযোগিতায় সম্পূরক কোম্পানী গড়ে তোলা, বিদ্যমান কোম্পানী বা কর্পোরেশনে সমমূলধন বা ঋণ অথবা উভয় প্রকার অর্থায়নে অংশ গ্রহণ;

৪। এক/একাধিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অথবা সরাসরি আর্থিকভাবে সফল প্রকল্পসমূহ বা কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের শেয়ার, ষ্টক, বন্ড, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি কেনা-বেচা করা;

৫। বাংলাদেশে আর্থিকভাবে সফল প্রকল্পসমূহে অগ্রিম প্রদান, ঋণ ও চলতি মূলধন সরবরাহ করা।

১৯৯৭ সালে কোম্পানীটি ১টি বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পে ২৪ মিলিয়ন টাকা মঞ্জুরী দিয়েছে যা আলোচ্য বছরে বিতরণ করা হয়েছে। ইউ এ ই-বাংলাদেশ ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	৩১শে মার্চ, ১৯৯৮	৩০শে জুন, ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	১৫৮	১৫৮	১৫৮	১৫৮
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	৬৭	৭৫	৭৪	৭৮
৪।	মোট পরিসম্পদ	২২৫	২৩২	২৩২	২৩৬
৫।	মোট আয়	৮	৯	০.২	৫
৬।	মোট ব্যয়	২	২	০.৩	১
৭।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৬	৬	৭	৮
	ক) কর্মকর্তা	২	২	২	৩
	খ) কর্মচারী	৪	৪	৫	৫

ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী লিমিটেড (পিএলসি)

১৯৯৫ সালের এপ্রিল মাসে ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী বাংলাদেশে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কোম্পানীর অনুমোদিত এবং পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ৫০০ মিলিয়ন ও ৫০ মিলিয়ন টাকা। বর্তমানে এই কোম্পানীতে ১০ জন পরিচালক রয়েছেন। এই কোম্পানী বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি, প্লান্ট, সরঞ্জামাদি, বাণিজ্যিক কৃষিভিত্তিক ও শিল্পে ব্যবহারের জন্য যানবাহন ক্রয়ে ইজারা ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। ১৯৯৫ সালের এপ্রিল হতে এই কোম্পানী প্রাথমিকভাবে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা আরম্ভ করে। এই কোম্পানী মার্চ, ১৯৯৮ পর্যন্ত ২৭টি চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং মোট ৫৬২ মিলিয়ন টাকা লীজ সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য বিতরণ করে।

বিনিয়োগ নীতি ঃ

কোম্পানীটি নিম্নলিখিত খাতসমূহে বিনিয়োগ করে থাকে ঃ

১। যানবাহন
২। ইলেকট্রনিক্স ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি
৩। চামড়াজাত
৪। বস্ত্র
৫। পোশাক
৬। মুদ্রণ
৭। নৌযান
৮। ইস্পাত ও শিল্প প্রকৌশল
৯। বৈদ্যুতিক জেনারেটর/ট্রেইলর
১০। চিকিৎসা যন্ত্রপাতি এবং
১১। ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান

আর্থিক সহায়তার পদ্ধতি ঃ

ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী (পিএলসি) সরাসরি ১০০% অর্থ লীজ সম্পত্তির সরবরাহকারীকে যোগান দেয়। প্রাথমিকভাবে লীজকৃত সম্পত্তি ফিনিক্স লীজিং কোম্পানীর নামে ক্রয় করা হয় এবং লীজের মেয়াদ পূর্তিতে উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ঃ

ক) সম্পত্তির মালিকানা সেলভেজ (Salvage) মূল্য হিসাবে হস্তান্তর মূল্যের শতকরা ৫ ভাগ প্রদান সাপেক্ষে লীজ গ্রহীতাকে স্থানান্তর;
খ) বাৎসরিক ভিত্তিতে লীজ চুক্তির নবায়ন;
গ) লীজকৃত সম্পত্তি কোম্পানীর (পিএলসি) কাছে ফেরৎ দেয়া।

আর্থিক সহায়তার শর্তসমূহ

লীজের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদানের সময় নিম্নলিখিত শর্তসমূহ বিবেচনা করা হয় ঃ

অধিগ্রহণকৃত মূল্যঃ- সম্পত্তির আসল ক্রয়মূল্য এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ যেমন, ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়াম, আবগারী শুল্ক, কর, এলসি সংক্রান্ত খরচ, পরিবহন এবং পিএলসি কর্তৃক বহনকৃত অন্যান্য আর্থিক খরচ একত্রীভূত করার পর অধিগ্রহণ মূল্য নির্ধারিত হয়।

লীজের সময়ঃ- সাধারণত ২ বৎসর হতে ৫ বৎসর মেয়াদী লীজ চুক্তি সম্পাদন করা হয়। যানবাহনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩ বছর মেয়াদী চুক্তি সম্পাদন করা হয়।

কোম্পানীর অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত একটি আধুনিক প্রসাধনী সামগ্রী তৈরি শিল্প প্রতিষ্ঠান

লীজের কিস্তিঃ- সম্পত্তি অধিগ্রহণ মূল্য ও সুদের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে লীজের কিস্তি নির্ধারিত হয় যা সাধারণত মাসিক ভিত্তিতে প্রদেয়।

লীজের ডিপোজিটঃ- লীজ চুক্তি সম্পাদনের সময় ২ মাসের কিস্তির সমপরিমাণ অর্থ লীজ ডিপোজিট হিসাবে লীজ গ্রহীতাকে জমা দিতে হয়।

জামানতঃ- বিভিন্ন প্রকার জামানত পি,এলসির কাছে গ্রহণযোগ্য যেমন (ক) ব্যাংক গ্যারান্টি/ইনস্যুরেন্স গ্যারান্টি, (খ) নগদ অর্থে পরিবর্তনযোগ্য আমানত যেমন-পিএসপি, বিএসপি, এফডিআর ইত্যাদি। (গ) স্থাবর সম্পত্তি এবং তদসংগে নগদ জামানত (ক্ষেত্র বিশেষে যা পরিবর্তন যোগ্য)।

ইনস্যুরেন্স ঃ- লীজকৃত সম্পত্তিটি সম্পূর্ণ লীজ চুক্তির কালে যথাযথ ইনস্যুরেন্স করা হয়।

অন্যান্য ঃ ফিনিক্স লীজিং কোম্পানী জনসাধারণের সঞ্চয়কে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকার মেয়াদী আমানতের উপর আকর্ষণীয় সুদ/মুনাফা প্রদান করে থাকে।

এই হার নিম্নরূপঃ-

মেয়াদ	সুদের হার
৬ মাস	১০%
১ বৎসর	১১%
২ বৎসর	১২%
৩ বৎসর	১৩%
৪ বৎসর	১৪%
৫ বৎসর	৯.৫ %

সারণি-১-এ কোম্পানীর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখানো হ'ল।

সারণি-১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	৩১শে মার্চ, ১৯৯৮
১।	অনুমোদিত মূলধন	৫০০	৫০০	৫০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	৫০	৫০	৫০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	০.৭৯	৩.০৭	৩.০৭
৪।	আমানত	৩১	১৭৪	১৭২
৫।	অগ্রিম	১৩৫	৪১৫	৫৬২
৬।	মোট পরিসম্পদ	২১২	৫৩৯	-
৭।	বিনিয়োগ	১৪	১২	১২
৮।	মোট আয়	৩৮	১৫২	-
৯।	মোট ব্যয়	৩৪	১৪০	-
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	২৫	২৮	২৮
	(ক) কর্মকর্তা	১৫	১৯	১৯
	(খ) কর্মচারী	১০	৯	৯
১১।	শাখা (সংখ্যায়)	-	১	১

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী সারণি-২ এ দেয়া হ'ল।

সারণি - ২

শিল্পের আকার ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী

(মিলিয়ন টাকায়)

ঋণ মঞ্জুরী	শিল্পের আকার		
	বৃহৎ ও মাঝারী	ক্ষুদ্র ও কুটির	মোট
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯৭ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৫৬	২১০	২৬৬
পরিমাণ	৫৯৯	২০১	৮০০
জানুয়ারি ১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৭ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	৩৫	৮৭	১২২
পরিমাণ	৪০১	৫১	৪৫২
ক্রমপুঞ্জিভূত ঃ মার্চ ৩১,১৯৯৮ তারিখে			
প্রকল্প সংখ্যা	৫৮	২২৬	২৮৪
পরিমাণ	৬২৩	২১৭	৮৪০
জানুয়ারি ১ হতে মার্চ ৩১, ১৯৯৮ পর্যন্ত			
প্রকল্প সংখ্যা	২	১৬	১৮
পরিমাণ	২৪	১৬	৪০

নোটঃ ১। প্রকল্প সংখ্যা বলতে এখানে লীজ ফাইন্যান্সিং এর সংখ্যা বুঝানো হয়েছে।
২। ক্ষুদ্র ও কুটির = ২৫.০০ লক্ষ টাকার নীচে।
৩। বৃহৎ ও মাঝারী = ২৫.০০ লক্ষ টাকা ও তদূর্ধ্ব।

বে লীজিং এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড

১৯৯৬ সালের মে মাসে বে লীজিং এন্ড ইভেষ্টমেন্ট লিমিটেড একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানী ব্যবসা শুরু করে ৫০ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে। এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫০০ মিলিয়ন টাকা।

কার্যক্রম শুরু থেকে ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ পর্যন্ত কোম্পানীটি প্রায় ১৫৫ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করেছে। এই কোম্পানীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিনিয়োগের খাতসমূহ নিচে দেয়া হলঃ

ক) পরিবহন-বাস, ট্রাক, গাড়ী (নতুন ও রিকন্ডিশন্ড),
খ) বিএমআরই-র জন্য শিল্প যন্ত্রপাতি,
গ) চিকিৎসা সামগ্রী,
ঘ) কম্পিউটার ও ফটো কপিয়ার,
ঙ) জেনারেটর,
চ) কৃষি যন্ত্রপাতি,
ছ) স্থায়ী ভোগ্য পণ্য এবং
জ) লিফট।

অবশ্য কোম্পানীটি প্রথম বছরে মাত্র তিনটি খাতে অর্থ সংস্থান করেছে। খাতগুলো এবং অর্থ সংস্থানের পরিমাণ সারণি-১ এ দেয়া হল।

সারণি-১

অর্থসংস্থান

খাত	সংখ্যা	বিনিয়োগ (মিলিয়ন টাকা)	শতাংশ
১। নতুন গাড়ী	১৪৪	৭৬	৪৯
২। রিকন্ডিশন্ড গাড়ী	১৪৯	৫৩	৩৪
৩। শিল্প (বিএমআরই) এবং অন্যান্য	২৫	২৬	১৭
মোট	৩১৮	১৫৫	১০০

তহবিল উৎসঃ

মেয়াদী আমানত প্রাপ্তি এবং প্রমিজরি নোট আকারে শেয়ার পুঁজি এবং সঞ্চয়/আমানতই কোম্পানীর তহবিলের মূল উৎস। এ কারণে বে লীজিং এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড নিম্নোক্ত হারে সুদ প্রদান করে থাকে।

সারণি-২

সুদ হার

মেয়াদ	সুদ হার (শতাংশে)
১ বছর	১১.০০
২ বছর	১১.৫০
৩ বছর	১২.০০

জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড

যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাস হতে বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠিত দেশী ও বিদেশী উদ্যোক্তা এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোম্পানীটির অফিস ঢাকায় অবস্থিত এবং ১৯৯৮ সালের মার্চ পর্যন্ত কোম্পানীতে কর্মরত লোকের সংখ্যা ২২জন। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত কোম্পানীটি ২০টি প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে এবং ১৯৯৮ সালের মার্চ পর্যন্ত আরও ৩টি প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে।

কোম্পানীর অর্থায়নের নীতিমালা ও ক্ষেত্র:

জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী অর্থায়ন করে থাকে। দেশীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংগে সিন্ডিকেটেড ফাইন্যান্সিং ছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি বিদেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বৃহৎ প্রকল্পকে সহায়তা দিয়ে থাকে। ব্রিজ ফাইন্যান্সিং, শেয়ার/ডিবেঞ্চার ক্রয় এবং অবলেখক হিসেবেও প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। যে সমস্ত প্রক্রিয়ায় কোম্পানীটি অর্থায়ন করে থাকে তা হচ্ছে ঃ

(১) লীজ ফাইন্যান্স ও হায়ার পারচেজ,
(২) মূলধন বাজারে অর্থায়ন,
(৩) উদ্যোক্তা মূলধনের যোগান,
(৪) স্বল্প ও মাঝারী মেয়াদী ঋণ,
(৫) যৌথ কারবারে অর্থায়ন ও উপদেষ্টা কার্যক্রম,
(৬) প্রকল্প অর্থায়ন।

জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটিড ১৯৯৭ সালে দেশীয় মুদ্রায় ১০১ মিলিয়ন টাকার ও বৈদেশিক মুদ্রায় ২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের চুক্তি সম্পাদন করে যার বিপরীতে বিতরণ করে যথাক্রমে ৯২ মিলিয়ন টাকা ও ২ মিলিয়ন ডলার। কোম্পানীর বছর ভিত্তিক লীজ চুক্তি ও বিতরণের হিসাব সারণি-১ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-১

চুক্তি ও বিতরণ

(মিলিয়ন টাকা/ডলার)

বছর	চুক্তি		বিতরণ		ক্রমপুঞ্জিভূত চুক্তি		ক্রমপুঞ্জিভূত বিতরণ	
	টাকায়	ডলারে	টাকায়	ডলারে	টাকায়	ডলারে	টাকায়	ডলারে
১৯৯৭	১০১.৪৯	২.১৮	৯২.২৯	১.৯৮	১৪৪.২০	৩.১৮	১৩৫.০	২.৯৮
১৯৯৮ (মার্চ পর্যন্ত)	২৪.২৪	০.৫২	১৭.৮৪	০.৩৮	১৬৮.৪৪	৩.৭০	১৫২.৮৪	৩.৩৬

জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর ব্যালেন্স সীট সারণি-২ এ দেয়া হল।

সারণি-২

ব্যালেন্স সীট

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭
	দায়	১৫৬.৬২	১৭৮.৫৬
১।	মূলধন, রিজার্ভ ও অবন্টনকৃত লভ্যাংশ	১৪৯.৯৬	১৫৯.১৯
২।	দীর্ঘ মেয়াদী দায়	২.৪৬	৭.৯১
৩।	স্বল্প মেয়াদী জমা	৪.২০	১১.৪৬
	সম্পদ	১৫৬.৬২	১৭৮.৫৬
১।	লীজকৃত সম্পদ	২৭.৬০	৬১.৪১
২।	স্থায়ী সম্পদ	৭.১৪	৭.০৯
৩।	নীট চলতি সম্পদ	১২১.০৯	১০৯.৩১
৪।	অন্যান্য সম্পদ	০.৭৯	০.৭৫

ব্যালেন্স শীট এবং লাভ-লোকসান হিসাব

প্রাইম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড (পিএফআইএল)

দেশের শিল্পোন্নয়ন ও পুঁজি বাজারে অবদান ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে "কোম্পানী আইন-১৯৯৪" মোতাবেক ১৯৯৬ সালের ১০ই মার্চ প্রাইম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড (পিএফআইএল) ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পিএফআইএল আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২৫শে এপ্রিল, ১৯৯৬ তারিখে লাইসেন্স প্রাপ্ত একটি অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান। কোম্পানীর বর্তমান পরিশোধিত মূলধন ৫(পাঁচ) কোটি টাকা। কোম্পানীটি ১৯৯৬ সালের জুলাই মাস থেকে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

পিএফআইএল ইস্যু ম্যানেজমেন্ট, আন্ডার রাইটিং, শেয়ার এবং সিকিউরিটিজ ক্রয় বিক্রয় ও লীজিং এর মাধ্যমে অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে।

প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ঃ

(ক) দেশের পুঁজি বাজারের সার্বিক উন্নয়নে ইস্যু ম্যানেজার, পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও আন্ডাররাইটার হিসেবে কাজ করা। এছাড়া বিভিন্ন শেয়ার ও সিকিউরিটিজ-এ বিনিয়োগ করা।

(খ) দেশের উৎপাদনশীল খাত এবং শিল্পোন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহকে যন্ত্রপাতি লীজ দেওয়া।

(গ) বিদ্যমান কোম্পানীসমূহকে বিএমআরই এর জন্য সহায়তা প্রদান করা।

(ঘ) জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এবং রপ্তানীমুখী ও আমদানী বিকল্প শিল্পসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তা প্রদান করা।

(ঙ) স্বল্প ও মধ্য বিত্ত আয়ের পরিবারের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে গৃহসামগ্রী খাতে অর্থায়ন করা।

নিম্নে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সালের ব্যালেন্স শীট ও উক্ত তারিখে সমাপ্ত লাভ-লোকসান হিসাব সংক্ষেপে দেয়া হল।

ব্যালেন্স শীট

(মিলিয়ন টাকায়)

মূলধন ও দায়	১৯৯৬ (১৫ জুলাই-৩১ ডিসেম্বর)	১৯৯৭
শেয়ার হোল্ডারগণের তহবিল	২৬.৩	৫১.৮
দীর্ঘ মেয়াদী দায়	০.১	০.৩
মোট	২৬.৪	৫২.১
সম্পদ ও স্থিতি		
স্থায়ী সম্পদ	৩.৬	৪.৪
লীজ সম্পদ	-	-
বিনিয়োগ (হায়ার-পারচেজ)	২.৩	১২.৭
নীট বর্তমান সম্পদ	২০.৩	৩৫.০
ইনট্যানজিবল সম্পদ	০.২	-
মোট	২৬.৪	৫২.১

লাভ-লোকসান হিসাব

(মিলিয়ন টাকায়)

পরিচালনা লব্ধ আয়	৩.৩	৭.০
পরিচালনা লব্ধ ব্যয়	২.১	৬.৩
পরিচালনা লব্ধ মুনাফা	১.২	০.৭
অপরিচালনা লব্ধ আয়	০.২	২.৪
করপূর্ব মুনাফা	১.৪	৩.১
কর বাবদ বরাদ্দ	০.১	০.১
নীট মুনাফা	১.৩	৩.০

বণিক বাংলাদেশ লিমিটেড

শ্রীলংকা ও বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত " বণিক বাংলাদেশ লিমিটেড" একটি অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে "কোম্পানী এ্যাক্ট-১৯৯৪" এর আওতায় ১৯৯৬ সালের ৫ই নভেম্বর বাংলাদেশে তার কার্যক্রম শুরু করে। কোম্পানীটি বাংলাদেশ ব্যাংক হতে লাইসেন্স প্রাপ্ত হয় ১৯৯৭ সালের ১০ই অক্টোবর এবং এসইসি হতে মার্চেন্ট ব্যাংক এর লাইসেন্স প্রাপ্ত হয় ১৯৯৮ সালের ২২ শে জানুয়ারী। ১৯৯৭ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে ১০০০ মিলিয়ন টাকা এবং ৫ মিলিয়ন টাকা।

প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ঃ

কোম্পানীটি মুলত নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে ব্যবসা পরিচালনা করে থাকে ঃ

ক) লীজ ফাইন্যান্সিং,
খ) পুঁজি বাজার পরিচালনা এবং
গ) কর্পোরেট ফাইন্যান্স।

কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধনের বিস্তারিত বিবরণ সারণি-১ এ দেয়া হল।

সারণি-১

পরিশোধিত মূলধনের বিবরণ

ক্রমিক নম্বর	শেয়ার হোল্ডার	শেয়ারের পরিমাণ	টাকা	শতকরা হার
১।	বিদেশী	২০০০০০	২০০০০০০	৪০
২।	দেশী	৩০০০০০	৩০০০০০০	৬০
মোট		৫০০০০০	৫০০০০০০	১০০

কোম্পানীর ব্যালেন্স শীট এবং লাভ-লোকসান হিসাব যথাক্রমে সারণি-২ ও ৩ এ দেয়া হল।

সারণি-২

ব্যালেন্স শীট

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭
দায়		
শেয়ার হোল্ডারগণের তহবিল	৫২১৩	৭৮১৫৩
অন্যান্য তহবিল	০	৭৪৯
মোট	৫২১৩	৭৮৯০২
সম্পদ		
স্থায়ী সম্পদ	৭২১৮	১১৩০৯
নীট চলতি সম্পদ	(২০০৫)	৫৭৫৯৪
বিনিয়োগ	০	৯৯৯৯
মোট	৫২১৩	৭৮৯০২

সারণি-৩

লাভ-লোকসান হিসাব

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭
পরিচালনা লব্ধ আয়	০	০
পরিচালনা লব্ধ ব্যয়	৮২০	৯৪৭২
পরিচালনা লব্ধ লাভ/(লোকসান)	(৮২০)	(৯৪৭২)

ইন্টারন্যাশনাল লীজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড (আই এল এফ এস এল)

ইন্টারন্যাশনাল লীজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড (আই এল এফ এস এল) যৌথ মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, যার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারী ও বেসরকারী খাতে লাভজনক প্রকল্পে লীজিং অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনা করা। এই কোম্পানীর উদ্যোক্তারা হচ্ছে মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক, সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড, রূপালী ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এবং মতিউল ইসলাম এন্ড এসোসিয়েটস। কোম্পানীর অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ৩০০ মিলিয়ন টাকা এবং ৬০ মিলিয়ন টাকা।

এই কোম্পানী ছোট, মাঝারী ও বৃহৎ শিল্পে যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ, বৈদ্যুতিক উপকরণ, যানবাহন, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার ইত্যাদি সকল ধরনের উপকরণ লীজিং এর মাধ্যমে গ্রাহক সেবা প্রদান করে থাকে। এছাড়া দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ায় অর্থায়ন করে এ কোম্পানী দেশের সামগ্রিক উন্নতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ ৭ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। তন্মধ্যে বোর্ডের চেয়ারম্যান স্থানীয় উদ্যোক্তাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত এবং বাকী সদস্য মন্ডলী অন্যান্য উদ্যোক্তা কর্তৃক নির্বাচিত।

বিনিয়োগ নীতিমালা ঃ

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত শিল্প বিনিয়োগ নীতিমালার আওতায় কৃষি ভিত্তিক শিল্পসহ ঔষধ, সেবা, পাট, বস্ত্র, প্রকৌশল, পরিবহনসহ বিবিধ শিল্প স্থাপনে আই এল এফ এস এল আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও কোম্পানীটি বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক সকল প্রস্তাবনা বিবেচনা করে থাকে।

অর্থায়ন পদ্ধতি ঃ

(ক) গ্রাহকদের চাহিদা অনুসারে যানবাহন, বৃহৎ শিল্পের যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ আমদানি ও লীজ প্রদান।

(খ) ভবিষ্যতে মূলধন বাজারে লেনদেন, নতুন শেয়ার ইস্যুর ক্ষেত্রে ইস্যু ম্যানেজার, শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে পাবলিক ইস্যুর অবলেখন ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহণ।

কারিগরি সহায়তা ঃ

প্যারামাউন্ট লীজিং লিমিটেড, পাকিস্তান এ কোম্পানীকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে।

লীজ অনুমোদন ও বিতরণ ঃ

১৯৯৭ সালে আই এল এফ এস এল ৫৬টি প্রকল্পে মোট ১৭০.০২ মিলিয়ন টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। বিভিন্ন খাতে কোম্পানীটি কর্তৃক আর্থিক বিনিয়োগের অঙ্গীকার এবং বিতরণের বিবরণ সারণি-১ এ দেয়া হল।

সারণি-১

লীজ বিনিয়োগের অঙ্গীকার ও বিতরণ

(মিলিয়ন টাকায়)

বছর	আর্থিক বিনিয়োগের অঙ্গীকার	বিতরণ	ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক বিনিয়োগের অঙ্গীকার	ক্রমপুঞ্জিভূত বিতরণ
১৯৯৬	৭৭.৩২	৭১.০৯	৭৭.৩২	৭১.০৯
১৯৯৭	৯২.৭০	৯৮.১৫	১৭০.০২	১৬৯.২৪
১৯৯৮ (৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত)	১২.৮৩	১৩.৪৭	১৮২.৮৫	১৮২.৭১

আই এল এফ এস এল এর ব্যালেন্স শীট ও খাতওয়ারী প্রকল্প সংখ্যা যথাক্রমে সারণি-২ এবং সারণি-৩ এ দেয়া হল।

সারণি-২

ব্যালেন্স শীট (বছর শেষে)

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮(৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত)
স্থায়ী সম্পদ	১.৭৬	২.৩০	২.৬৩
লীজ সম্পদ	৬৬.৯৩	১৪০.০০	১৩৯.৫২
বর্তমান পরিসম্পদ	৩.৪৮	৭.৭৬	৯.০৩
বর্তমান দায়	০.৮৩	১.১৩	১.৭৫
নীট বর্তমান পরিসম্পদ	২.৬৫	৬.৬৩	৭.২৮
দীর্ঘমেয়াদী ঋণ	৯.৮৬	৭৬.১২	৭১.৮৯
নীট পরিসমঞ্চদ	৬১.৪৮	৭২.৮১	৭৭.৫৪

সারণি-৩

খাতওয়ারী প্রকল্প সংখ্যা

ক্রমিক নম্বর	খাত	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮(৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত)
১।	ঔষধ	৪	৬	৬
২।	সেবা	৫	৭	৭
৩।	পাট	২	২	২
৪।	বস্ত্র	৫	১৩	১৩
৫।	প্রকৌশল	৬	১৮	২১
৬।	পরিবহন	৩	৬	৭
৭।	বীমা	৩	৪	৪
	সর্বমোট	২৮	৫৬	৬০

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন

আবাসিক বাড়ী নির্মাণ, সংসস্কার এবং নির্মিত বাড়ীর রিমডেলিং বা কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালে জারীকৃত রাষ্ট্রপতির ৭ নম্বর আদেশ বলে ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন-কে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন হিসেবে পুনর্গঠিত করা হয়। কর্পোরেশনের ঋণ সুবিধা বর্তমানে থানা সদর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে। কর্পোরেশনের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ১১০০ মিলিয়ন ও ৯৭৩ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক, রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বীমা কর্পোরেশনের নিকট সরকার কর্তৃক গ্যারান্টিযুক্ত ঋণ পত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে কর্পোরেশন চলতি মূলধন সংগ্রহ করে থাকে। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পরিচালনা বোর্ড দ্বারা কর্পোরেশন পরিচালিত হয়ে থাকে। সদর দফতর ছাড়াও বর্তমানে ঢাকায় ৪টি এবং চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল বিভাগীয় সদরে একটি করে মোট ৯টি জোনাল অফিস এবং পটুয়াখালী ও রাংগামাটি ব্যতীত অন্যান্য পুরাতন জেলা সদরে কর্পোরেশনের ১২টি আঞ্চলিক অফিস রয়েছে।

কর্পোরেশনের ঋণের প্রকারভেদ

পূর্বে কর্পোরেশন থেকে নিম্নোক্ত ছয় প্রকার ঋণ প্রদান করা হতো ঃ

১। সাধারণ ঋণঃ একক বা যৌথ নামে (স্বামী ও স্ত্রীর জন্য) সাধারণ ঋণ,

২। গ্রুপ ঋণঃ একাধিক ব্যক্তি মালিকানাধীন প্লটে ফ্ল্যাট ভিত্তিক গ্রুপ ঋণ,

৩। ফ্ল্যাট/ এ্যাপার্টমেন্ট ঋণঃ নির্মীয়মান ফ্ল্যাট/ এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয়ের জন্য ফ্ল্যাট ঋণ,

৪। ছোট ছোট ইউনিট নির্মাণের জন্য ঋণ (প্রতি ইউনিট সর্বোচ্চ ১০০০ বর্গফুট)

৫। সেমিপাকা বাড়ীর জন্য ঋণ এবং

৬। সমন্বিত ঋণ।

তহবিল সংকটের কারণে ফ্ল্যাট/এ্যাপার্টমেন্ট ঋণ ছাড়া সকল ঋণ কার্যক্রম আপাততঃ স্থগিত রাখা হয়েছে।

কর্পোরেশন চলতি অর্থ বছরের মার্চ, ১৯৯৮ পর্যন্ত ৭১৩ মিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করে এবং ৯১৩

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের অর্থায়নে নির্মিত বাড়ী-ঢাকা (এপার্টমেন্ট)

মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে। জুলাই, ১৯৭২ হতে মার্চ, ১৯৯৮ পর্যন্ত সময়ে কর্পোরেশন সর্বমোট ২১১৮০ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করে। কর্পোরেশন কর্তৃক ঋণ মঞ্জুরী, বিতরণ এবং আদায় সংক্রান্ত বছর-ভিত্তিক পরিসংখ্যান সারণি-১ এ দেখানো হ'ল।

উন্নয়ন কর্মকান্ড

ঋণ গ্রহীতাদের সহায়তাকল্পে এইচবিএফসি যে সমস্ত কল্যাণমূখী উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হ'লঃ-

১। ঋণের আবেদনকারীদের পরামর্শ ও উন্নত সেবাদানের লক্ষ্যে সদর দফতরসহ প্রতিটি জোনাল অফিসে "কাউন্সেলিং কাউন্টার" খোলা হয়েছে;

সারণি-১

বছর ভিত্তিক ঋণ মঞ্জুরী, বিতরণ আদায় এবং বকেয়ার পরিমাণ

(মিলিয়ন টাকায়)

অর্থ বছর	ঋণ মঞ্জুরী	বিতরণ	আদায়	ঋণের স্থিতি	মোট বকেয়া/স্থিতি
১৯৯৫/৯৬	২৫৬৭	২৬০৬	১৩৭৬	২২২০১	১৯৭৬
১৯৯৬/৯৭	১১৮৪	১৭৮৯	১৬০১	২৪১১৫	২৪২৪
১৯৯৭/৯৮ (মার্চ ৯৮ পর্যন্ত*)	৭১৩	৯১৩	১২০২	২৫১৮৮	২১০৫

* সাময়িক।

২। কিস্তি রিসিডিউলের মাধ্যমে ঋণের বকেয়া নিয়মিত করার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে;

৩। মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে কিস্তি পরিশোধ করা হলে ঐ মাসের আসলের কিস্তির উপর সুদ চার্জ করা হয় না;

৪। নিয়মিত ঋণ পরিশোধকারীদের চার্জকৃত সুদের উপর শতকরা ১০ ভাগ ইনসেনটিভ দেয়া হয়;

৫। এককালীন সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করা হলে স্তর ভেদে শতকরা ৫ ভাগ থেকে শতকরা ২৫ ভাগ পর্যন্ত সুদের ব্যালেন্সের উপর রিবেট দেয়া হয়;

৬। দন্ড সুদের প্রথা রহিত করা হয়েছে এবং ১২ মাস পর্যন্ত বকেয়া কিস্তির উপর অতিরিক্ত সুদ চার্জ করা হয় না;

৭। ১২ মাস পর্যন্ত বকেয়া কিস্তি বছরের শেষে এককালীন পরিশোধ করলেও হিসাবটি নিয়মিত বলে গণ্য হবে;

৮। কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে বন্ধকী জমির অংশ বিশেষ অবমুক্তির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে;

৯। ঋণ গ্রহীতাদের বছরান্তে ১ বার কম্পিউটারাইজড ঋণ হিসাব বিবরণী দেয়া হয়;

১০। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে ফ্ল্যাট/এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয়ের জন্যে এবং জেলা শহরে টিন শেড (সেমি পাকা) গৃহ নির্মাণের জন্যে ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে;

১১। রেহেন দলিলের রেজিষ্ট্রেশন খরচ হ্রাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ২৫ লক্ষ টাকা ঋণের সর্বোচ্চ ৮ হাজার টাকা রেজিষ্ট্রেশন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে;

১২। এক বছরের অধিক বকেয়ার ক্ষেত্রে বকেয়া পরিশোধ করে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করলে পূর্ববর্তী প্রতি ১২টি মাসিক কিস্তির জন্য ২% হারে এবং চলতি বছরের জন্যে ১০% হারে চার্জকৃত সুদের উপর ইনসেনটিভ দেয়া হয়;

১৩। মধ্য ও নিম্ন বিত্ত শ্রেণীর লোকদের জন্য স্বল্প আয়তনের ফ্ল্যাট ঋণ (৫৫০ বর্গফুট থেকে ১০০০ বর্গফুট) স্কীমের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

সুদের হার ও কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ

ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকায় ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের সুদের হার ১৩% এবং ১৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ঋণের বার্ষিক সুদের হার ১৫%। দেশের অন্যান্য এলাকায় সিলিং নির্বিশেষে ঋণের সুদের হার ১০ শতাংশ। কর্পোরেশনের ঋণের কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ ১৫ বছর।

ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

১৯৭৬ সালের ১লা অক্টোবর ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ অধ্যাদেশ ৪০,১৯৭৬ বলে ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্পোরেশনটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৩০শে জুন, ১৯৯৭ তারিখে পূর্ববর্তী বছরের একই তারিখের ২০০ মিলিয়ন টাকায় অপরিবর্তিত থাকে। ১৯৯৬ সালের ৩০শে জুন রিজার্ভ ফান্ড পূর্ববর্তী বছরের একই তারিখের ২৯৩ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪৫ মিলিয়ন টাকার দাঁড়ায়। কর্পোরেশনটির আমানতের পরিমাণ ১৯৯৬ সালের ২২৩ মিলিয়ন টাকা থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালে ৮৮৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। কিন্তু অগ্রিম ১৯৯৬ সালের ৪২ মিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ৪১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বিনিয়োগ ১৯৯৬ সালের ২৬৯ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সালে ৩৬২ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। সংস্থাটির মোট আয়, মোট ব্যয় ও লাভ ১৯৯৭ সালে যথাক্রমে ২৪৫, ১৯৭ ও ৪৮ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩৯, ৩৫৯ ও ৮০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মোট কর্মচারীর সংখ্যা ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ এ ৩৭৯ জনে দাঁড়ায় এবং শাখা সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের ৭টিতে অপরিবর্তিত থাকে। আইসিবি এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট সারণি-১ এ দেয়া হল।

সারণি - ১

অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	১৯৯৬	১৯৯৭	৩১শে মার্চ, ১৯৯৭ (সাময়িক)	৩০শে জুন, ১৯৯৭ (প্রাক্কলিত)
১।	অনুমোদিত মূলধন	২০০	২০০	২০০	২০০
২।	পরিশোধিত মূলধন	২০০	২০০	২০০	২০০
৩।	রিজার্ভ ফান্ড	২৯৩	৩৪৫	৩৪৫	৩৪৫
৪।	আমানত*	২২৩	৮৮৮	১৬৭	২১৭
৫।	অগ্রিম**	৪২	৪১	৫০	৬০
৬।	বিনিয়োগ***	২৬৯	৩৬২	১৪৬	২৪৫
৭।	মোট আয়	২৪৫	৪৩৯	২৯৫	৩৭০
৮।	মোট ব্যয়	১৯৭	৩৫৯	২৪৮	৩৪৪
৯।	লাভ	৪৮	৮০	৪৭	২৫
১০।	মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)	৩২৬	৩৫৯	৩৭৯	৩৭৯
	ক) কর্মকর্তা	২০১	২৩০	২৪১	২৪১
	খ) কর্মচারী	১২৫	১২৯	১৩৮	১৩৮
১১।	শাখা (সংখ্যা)	৬	৭	৭	৭

* আইসিবি বিনিয়োগ হিসাবে গৃহীত আমানত। এ আমানতের উপর কোন সুদ প্রদান করা হয় না। এ আমানত বিনিয়োগ হিসাবের জন্য সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করা হয়।

** অবলেখন সহায়তার বিপরীতে বিতরণকৃত সেতু ঋণ (Bridge Finance)

*** কর্পোরেশন কর্তৃক সিকিউরিটিতে বিনিয়োগের পরিমাণ।

ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ ১৯৯৭-৯৮ সালে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করে ঃ

অবলেখন কার্যক্রম

(ক) আবেদনপত্র গ্রহণ ঃ

১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কর্পোরেশন ৯২২ মিলিয়ন টাকার ৭ টি আবেদনপত্র গ্রহণ করে এবং বছরের অবশিষ্ট সময়ে আরো ৫৬২ মিলিয়ন টাকার ৫টি আবেদনপত্র গ্রহণ সাপেক্ষে উক্ত অর্থ বছরে ১৪৮৪ মিলিয়ন টাকার মোট ১২টি আবেদনপত্র গ্রহণ করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে কর্পোরেশন ৪৮১ মিলিয়ন টাকার আর্থিক সহায়তার জন্য মোট ৯টি আবেদনপত্র গ্রহণ করেছিল।

(খ) সহায়তার অংগীকার ঃ

১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কর্পোরেশন ৯টি প্রকল্পে ২৬৬ মিলিয়ন টাকার সরাসরি অবলেখন/ব্রিজিং ঋণ/ডিবেঞ্চার অবলেখন/সরাসরি বিনিয়োগ সহায়তার অংগীকার করেছে এবং বছরান্তে সর্বমোট ১৮টি প্রকল্পে ৬২৫ মিলিয়ন টাকার আর্থিক সহায়তার অংগীকার করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ পর্যন্ত আইসিবি মোট ৩৪৭টি প্রকল্পে ২৩৫২মিলিয়ন টাকার সহায়তার অংগীকার করেছে। এ ছাড়া, কর্পোরেশন ১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ১ টি প্রকল্পের ২১৩ মিলিয়ন টাকার ডিবেঞ্চার ইস্যুর ট্রাষ্টি হিসেবে দায়িত্ব পালনে সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। প্রতিষ্ঠার পর হতে এ যাবত কর্পোরেশন মোট ১৪টি কোম্পানীর ১৬৬৫ মিলিয়ন টাকার ডিবেঞ্চার ইস্যুর ট্রাষ্টি হিসেবে কাজ করতে সম্মত হয়েছে। ১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছর হতে ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছর পর্যন্ত কর্পোরেশনের আর্থিক অংগীকার সহায়তা কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক চিত্র সারণি-২-এ প্রদত্ত হ'ল।

সারণি-২

তুলনামূলক অংগীকারের চিত্র

(মিলিয়ন টাকায়)

আর্থিক সহায়তার প্রকৃতি	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৬/৯৭	এপ্রিল-জুন ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)	১৯৯৭/৯৮ (মার্চ ৯৭ পর্যন্ত)
১। সরাসরি অবলেখন/ব্রিজিং ঋণ/ সরাসরি বিনিয়োগ	৩৮১	৩৪১	২৬৬	৩৫৯	৬২৫
২। ডিবেঞ্চার ইস্যুর ট্রাষ্টি	১৬৫	২০০	২১২	-	২১৩

ঋণ বিতরণ ঃ

চলতি অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কর্পোরেশন নিজস্ব অংগীকারের আওতায় ৩টি প্রকল্পে ৫০ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করেছে এবং বছরের অবশিষ্ট সময়ে আরো ৪টি প্রকল্পে ১০০ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করার আশাবাদের প্রেক্ষিতে উক্ত বছরে সর্বমোট ৭টি প্রকল্পে ১৫০ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সারণি-৩ এ ১৯৯৫/৯৬, ১৯৯৬/৯৭ এবং ১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের তুলনামূলক চিত্র দেয়া হল।

সারণি-৩

ঋণ বিতরণ চিত্র

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮ (মার্চ ৯৮ পর্যন্ত)	এপ্রিল-জুন ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)	১৯৯৭/৯৮ (প্রাক্কলিত)
ঋণ বিতরণ	৪২	৪১	৫০	১০০	১৫০

সারণি-৩ থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, ১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরের ১৫০মিলিয়ন টাকার প্রাক্কলিত ঋণ বিতরণ পূর্ববর্তী অর্থ বছরের ৪১ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণের তুলনায় ১০৯ মিলিয়ন টাকা বা শতকরা প্রায় ২৬৬ ভাগ বেশী হবে আশা করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, শুরু থেকে ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ পর্যন্ত কর্পোরেশন সর্বমোট ৩০৮টি প্রকল্পে ১০৪৮ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করেছে।

আইসিবি'র আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি

চলতি অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ ১৯৯৮ পর্যন্ত কর্পোরেশনের আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত ১টি প্রকল্প বাণিজ্যিক উৎপাদন ও ১টি প্রকল্প পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করার ফলে ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ পর্যন্ত আইসিবি'র আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত মোট ২৯৩টি প্রকল্প বাণিজ্যিক উৎপাদন এবং ৬টি প্রকল্প পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করেছে। অধিকন্তু, ১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরের অবশিষ্ট সময়ে আরো ২ টি প্রকল্প বাণিজ্যিক উৎপাদন এবং ১টি প্রকল্প পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ঋণ আদায়

১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত কর্পোরেশনের ১৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় এবং এপ্রিল-জুন সময়ে আরো ৫০ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায়ের আশাবাদের প্রেক্ষিতে উক্ত অর্থ বছরে মোট ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৬৯ মিলিয়ন টাকা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে কর্পোরেশন ৬৫ মিলিয়ন টাকা ঋণ আদায় করেছিল। সারণি-৪ এ ১৯৯৫/৯৬, ১৯৯৬/৯৭ এবং ১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরে ঋণ আদায়ের তুলনামূলক চিত্র প্রদর্শিত হ'ল।

সারণি-৪

ঋণ আদায়ের তুলনামূলক চিত্র

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮ (মার্চ ৯৮ পর্যন্ত)	এপ্রিল-জুন ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)	১৯৯৭/৯৮ (প্রাক্কলিত)
ঋণ আদায়	৫৬	৬৫	১৯	৫০	৬৯

বকেয়া/মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া

কর্পোরেশনটির মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া ঋণের পরিমাণ ৩০শে জুন, ১৯৯৭ তারিখে পূর্ববর্তী বছরের একই তারিখের ৩৫৯২ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮৯৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। কিন্তু অনুত্তীর্ণ ব্রীজিং ঋণ ৩০শে জুন, ১৯৯৬ তারিখের ৩৮৫ মিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ১৬০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় । অন্যদিকে, অনুত্তীর্ণ ডিবেঞ্চার ঋণ ৩০শে জুন, ১৯৯৬ তারিখের ৫ মিলিয়ন টাকায় অপরিবর্তিত থাকে। অনুত্তীর্ণ শেয়ার পুনঃক্রয় ঋণ ৩০শে জুন, ১৯৯৭ তারিখে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ১ মিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ০.৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আইসিবি র বছর ওয়ারী বকেয়া ও মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া ঋণের পরিমাণ সারণি-৫ এ দেখানো হ'ল।

সারণি-৫

বকেয়া/মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়ার পরিমাণ

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	৩০শে জুন, ১৯৯৬	৩০শে জুন, ১৯৯৭	৩০শে জুন, ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত
১।	মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া	৩৫৯২	৩৮৯৩	৪২৬০
২।	অনুত্তীর্ণ ব্রীজিং ঋণ	৩৮৫	১৬০	১৬৪
৩।	অনুত্তীর্ণ ডিবেঞ্চার ঋণ	৫	৫	৫
৪।	অনুত্তীর্ণ শেয়ার পুনঃক্রয় ঋণ	১	০.৫	০.৫
	মোট	৩৯৮৩	৪০৫৮.৫	৪৪২৯.৫

আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ

চলতি অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত আইসিবি কর্তৃক কোন কোম্পানীর বিরুদ্ধে পাওনা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করা হয়নি। এপ্রিল-জুন, ১৯৯৮ সময়ে ৩টি কোম্পানীর বিরুদ্ধে ৩৮মিলিয়ন টাকা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করার পরিকল্পনা রয়েছে। ফলে, চলতি অর্থ বছরে সর্বমোট ৩৮ মিলিয়ন টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা ৩টিতে দাঁড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে। শুরু থেকে ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ তারিখ পর্যন্ত মোট দায়েরকৃত মোকদ্দমার সংখ্যা এবং দাবিকৃত অংকের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১২১টি এবং ১৮১৮ মিলিয়ন টাকায়। ১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরে ৬টি কোম্পানীর বিরুদ্ধে ৩৬ মিলিয়ন টাকার দায়েরকৃত মামলার ডিক্রি পাওয়া গিয়েছে। ফলে, ৩১শে মার্চ ৯৮ পর্যন্ত ডিক্রিপ্রাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৩টি এবং দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ ৯০৫ মিলিয়ন টাকা। কর্পোরেশনের অনুকূলে ডিক্রি প্রাপ্ত ৬৩টি কোম্পানীর মধ্যে ২১টির ক্ষেত্রে ডিক্রি কার্যকরী করা বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে এক্সিকিউশন মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৪২ টি কোম্পানীর ক্ষেত্রে এক্সিকিউশন মোকদ্দমা দায়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মার্চেন্ডাইজিং কার্যক্রম

(ক) মিউচুয়্যাল ফান্ড

১৯৮০ সালে প্রথম আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড বাজারে ছাড়ার পর হতে কর্পোরেশন ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ১৭৫ মিলিয়ন টাকা মূল্যমানের ৮টি মিউচুয়্যাল ফান্ড বাজারজাত করেছে। সারণি-৬ এ ৮টি মিউচুয়্যাল ফান্ড এর পরিমাণ, ফান্ডের পত্রকোষের বাজার মূল্য, ১০০ টাকা সমমূল্যের প্রতিটি সার্টিফিকেটের বাজার মূল্য ও ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে সার্টিফিকেট প্রতি ঘোষিত লভ্যাংশ দেখানো হ'ল।

সারণি-৬

ইস্যুকৃত মিউচুয়্যাল ফান্ডসমূহের বিবরণ

ফান্ডসমূহ	ফান্ডের পরিমাণ	(মিলিয়ন টাকায়) ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ তারিখে ফান্ডের বাজার মূল্য (মিলিয়ন টাকায়)	৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ তারিখে ১০০ টাকা মূলের প্রতিটি সার্টিফিকেটের বাজার মূল্য (টাকায়)	১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে ঘোষিত লভ্যাংশ (সার্টিফিকেট প্রতি টাকায়)
প্রথম আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড	৫	১০২	১৫৫০	৭০
দ্বিতীয় আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড	৫	২৭	৪১৮	৪৫
তৃতীয় আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড	১০	৪৩	৩৭০	৩৮
চতুর্থ আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড	১০	৪৩	৩৮২	৪৫
পঞ্চম আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড	১৫	৪৫	৩০০	৩৫
ষষ্ঠ আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড	৫০	৮৪	২০০	২৪
সপ্তম আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড	৩০	৫২	১৮১	২১
অষ্টম আইসিবি মিউচুয়্যাল ফান্ড	৫০	৬৪	১৬৫	১৮

(খ) আইসিবি ইউনিট ফান্ড

চলতি অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ, ১৯৯৭/৯৮), ইউনিট ফান্ডের নীট বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬১৬ মিলিয়ন টাকার ৫০,৩০,৫৮৬টি ইউনিট। এপ্রিল-জুন, ১৯৯৮ সময়ে নীট ৯৩মিলিয়ন টাকার ৭,০২,২৬৭ টি ইউনিট বিক্রয়ের আশাবাদের প্রেক্ষিতে ১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরে নীট বিক্রয়লব্ধ টাকা ও ইউনিট-এর সংখ্যা যথাক্রমে ৭০৯ মিলিয়ন টাকা ও ৫৭,৩২,৮৫২ টিতে দাঁড়াবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ তারিখ পর্যন্ত ইউনিট ফান্ডের পত্রকোষে ২৩১টি সিকিউরিটিতে মোট ৪০১৫ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োজিত ছিল যার বাজার মূল্য ছিল ৪২১৮ মিলিয়ন টাকা। ফলে, ২০৪ মিলিয়ন টাকা (৫.০৮%) মূলধন প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। আইসিবি ইউনিট ফান্ড হতে ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার কমনওয়েলথ ডেভেলপমেন্ট ফান্ডে বিনিয়োগের একটি প্রস্তাব সক্রিয় বিবেচনাধীনে আছে। এ সময়ে ইউনিট সার্টিফিকেটধারীর সংখ্যা ছিল ৪৮,৪৮৫ জন। সারণি-৭ এ ইউনিট ফান্ড কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক চিত্র দেখানো হ'ল।

সারণি-৭

ইউনিট ফান্ড কার্যক্রমের তুলনামূলক বিবরণ

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮ (মার্চ, ৯৮ পর্যন্ত)	এপ্রিল-জুন, ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)	১৯৯৭/৯৮ (প্রাক্কলিত)
১। মোট বিক্রয়	১৪৭৯	১৪৯৯	৮০৫	১৬৪	৯৬৯
২। পুনঃ ক্রয়	১২৬	৩৮৯	১৮৯	৭১	২৬০
৩। নীট বিক্রয়	১৩৫২	১১১০	৬১৬	৯৩	৭০৯
৪। লভ্যাংশ প্রদান (ইউনিট প্রতি টাকায়)	১৭	১৮	-	-	-

ইনভেষ্টর্স স্কীম ঃ

এই স্কীমের অধীনে ১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ১৬৭ মিলিয়ন টাকার আমানতসহ ১১১৫টি হিসাব খোলা হয়েছে। উক্ত সময়ে বিনিয়োগ হিসাবসমূহে ঋণ অনুমোদন করা হয়েছে ২৫৭ মিলিয়ন টাকা এবং বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৮৬ মিলিয়ন টাকায়। আলোচ্য অর্থ বছরের এপ্রিল-জুন সময়ে ৫০ মিলিয়ন টাকার আমানতসহ আরো ৫০০টি বিনিয়োগ হিসাব খোলা, ৫০ মিলিয়ন টাকার ঋণ অনুমোদন এবং ১০০ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে উক্ত অর্থ বছরে মোট ২১৭ মিলিয়ন টাকার আমানতসহ ১৬১৫টি হিসাব খোলা, ৩০৭ মিলিয়ন টাকার ঋণ অনুমোদন এবং ৫৮৬ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। অন্যদিকে, চলতি অর্থ বছরে মোট ৩৫৬৬টি হিসাব বন্ধ হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। সারণি-৮ এ ইনভেষ্টর্স স্কীম কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক বিবরণ প্রদর্শিত হ'ল।

সারণি-৮

ইনভেষ্টর্স স্কীম কার্যক্রমের তুলনামূলক বিবরণ

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮ (মার্চ ৯৮ পর্যন্ত)	এপ্রিল-জুন ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)	১৯৯৭/৯৮ (প্রাক্কলিত)
১। হিসাব খোলার সংখ্যা	২৫৮৮	১৬৮০১	১১১৫	১৫০০	২৬১৫
২। হিসাব বন্ধের সংখ্যা	২০৫৮	২৭৯৭	২৫৬৬	১০০০	৩৫৬৬
৩। নীট চালু হিসাবের সংখ্যা	৫৩০	১৪০০৪	১৪৫১	৫০০	৯৫১
৪। আমানত গ্রহণের পরিমাণ (মিলিয়ন টাকায়)	২২৩	৮৮৮	১৬৭	৫০	২১৭
৫। ঋণ অনুমোদন (মিলিয়ন টাকায়)	৩৭৪	১৫৬২	২৫৭	৫০	৩০৭
৬।। বিনিয়োগ (মিলিয়ন টাকা)	৫৬০	১৬৩৮	৪৮৬	১০০	৫৮৬

পাবলিক ইস্যু

১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ ১৯৯৮ পর্যন্ত আইসিবির আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত কোন কোম্পানী শেয়ার ইস্যু করেনি। তবে এপ্রিল-জুন, ১৯৯৮ সময়ে ৩টি কোম্পানীর ১২০ মিলিয়ন টাকার শেয়ার ও ৫০ মিলিয়ন টাকার ডিবেঞ্চার বাজারে ছাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর হতে ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ তারিখ পর্যন্ত আইসিবি'র আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত ৮২টি কোম্পানী ১৫৫৭ মিলিয়ন টাকার শেয়ার বাজারে ছেড়েছে যা দেশের মূলধন বাজারে সিকিউরিটি সরবরাহে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। আইসিবি'র সহায়তাপ্রাপ্ত কোমঞ্চানীসমূহের শেয়ার/ডিবেঞ্চার ইস্যুর তুলনামূলক চিত্র সারণি-৯এ দেয়া হ'ল।

সারণি-৯

আইসিবি'র সহায়তাপ্রাপ্ত কোম্পানীসমূহ কর্তৃক শেয়ার বাজারজাতকরণ

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮ (মার্চ ৯৮ পর্যন্ত)	এপ্রিল-জুন ১৯৯৮ (প্রাক্কলিত)	১৯৯৭/৯৮ (প্রাক্কলিত)
শেয়ার					
কোম্পানীর সংখ্যা	২	৪	-	৩	৩
টাকার পরিমাণ	১৩০	২৪৮	-	১২০	১২০
মোট চাঁদার পরিমাণ	১৫৫	১৮০৩	-	১২০	১২০
ডিবেঞ্চার					
কোম্পানীর সংখ্যা	১	২	-	১	১
টাকার পরিমাণ	২৫	১৫০	-	৫০	৫০
মোট চাঁদার পরিমাণ	৩০	১৫০	-	৫০	৫০

সিকিউরিটি লেনদেন

১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত স্টক এক্সচেঞ্জে ১০৫০৪ মিলিয়ন টাকার ৭,৭৮,০৫,৯২৯টি সিকিউরিটি লেনদেন হয়েছে। এপ্রিল-জুন, ১৯৯৮ সময়ে আরো ৩৫০০ মিলিয়ন টাকার ২,৫০,০০,০০০টি সিকিউরিটি লেনদেন হওয়া সাপেক্ষে উক্ত অর্থ বছরে মোট লেনদেনের সংখ্যা ও পরিমাণ যথাক্রমে ১০,২৮,০৫,৯২৯টি সিকিউরিটি ও ১৪০০৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরের প্রথম ৯ মাসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে আইসিবি'র লেনদেনের পরিমাণ ছিল ১২১৮ মিলিয়ন টাকা যা স্টক এক্সচেঞ্জের মোট লেনদেনের প্রায় ১২ শতাংশ। এর মধ্যে ক্রয় করেছে ১০২০ মিলিয়ন টাকার সিকিউরিটি এবং বিক্রয় করেছে ১৯৮ মিলিয়ন টাকার সিকিউরিটি।

বিনিয়োজিত মূলধন

কর্পোরেশনটির দীর্ঘমেয়াদী সরকারী ঋণের পরিমাণ ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ তারিখে ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছর শেষের ৪২ মিলিয়ন টাকায় অপরিবর্তিত থাকে। ডিবেঞ্চার ঋণের পরিমাণ ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ তারিখে পূর্ববর্তী বছরের ৬৮৪ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০৩৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯৫/৯৬ অর্থ বছরে এ ঋণের পরিমাণ ছিল ৭২ মিলিয়ন টাকা। আইসিবি'র অন্যান্য ঋণের পরিমাণ ৩১শে মার্চ ১৯৯৮ তারিখে পূর্ববর্তী আর্থিক বছরের শেষের ১৫১ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৫১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আইসিবি'র বিনিয়োজিত মূলধনের বছর-ওয়ারী বিবরণী সারণি-১০ এ দেয়া হ'ল।

সারণি-১০

বিনিয়োজিত মূলধন

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮ (মার্চ ৯৭ পর্যন্ত)
১। পরিশোধিত মূলধন	২০০	২০০	২০০
২। রিজার্ভ ফান্ড	২৯৩	৩৪৫	৩৪৫
৩। দীর্ঘ মেয়াদী সরকারী ঋণ	৬২	৪২	৪২
৪। ডিবেঞ্চার ঋণ	৭২	৬৮৪	১০৩৪
৫। অন্যান্য	১৩৯	১৫১	২৫১
মোট	৭৬৬	১৪২২	১৮৭২

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এর কার্যক্রম ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ১৯৭৬ সালে পুনরায় শুরু হয়, যদিও ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ১৯৫৪ সালের ২৮শে এপ্রিল 'পূর্ব পাকিস্তান স্টক এক্সচেঞ্জ' হিসেবে গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৬২ সালের ২৩শে জুন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ হিসেবে এর পুনঃ নামকরণ করা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রেডিং এর কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৫৬ সালে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং এর কার্যক্রম নিজস্ব রুলস, বাই লজ, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের ১৯৬৯ এর অধ্যাদেশ, কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এবং সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এ্যাক্ট ১৯৯৩ অনুসারে পরিচালিত হয়। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ট্রেডিং কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জুন ১৯৯৮ নাগাদ অটোমেশন চালুর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের নীতি নির্ধারণকে ব্যবস্থাপনা থেকে পৃথক করা হয়েছে এবং এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার উপর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

অন্তর্ভুক্ত সিকিউরিটিসমূহ

১৯৯৮ সালের মার্চ মাস শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা দাঁড়ায় সর্বমোট ২২৩টি। পূর্ববর্তী ১৯৯৬/৯৭ সালে ৯টি মিউচুয়্যাল ফান্ড ও ১১টি ডিবেঞ্চারসহ সিকিউরিটিজের সংখ্যা ছিল সর্বমোট ২১৪টি।

সিকিউরিটিসমূহের টার্ণওভার

১৯৯৭/৯৮ (মার্চ পর্যন্ত) সালে সিকিউরিটিসমূহের টার্ণওভার দাঁড়ায় ৭৭ মিলিয়ন টাকা যার মোট বাজার মূল্য ১০৫০৪ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৬/৯৭ সালে (সম্পূর্ণ বছর) এর পরিমাণ ছিল ১১৯ মিলিয়ন টাকা এবং বাজার মূল্য ছিল ৩৫৪১৪ মিলিয়ন টাকা। বর্তমান বছরের লেনদেন হ্রাসের হার পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় সংখ্যার ক্ষেত্রে ৩৫% এবং মূল্যের ক্ষেত্রে ৭০% কম।

দৈনিক গড় টার্ণওভার

১৯৯৭/৯৮ (মার্চ পর্যন্ত) সালে ঢাকা স্টক একচেঞ্জ তালিকাভুক্ত শেয়ার ও ডিবেঞ্চারের দৈনিক গড় লেনদেনের পরিমাণ ছিল সংখ্যায় ০.৩৯ মিলিয়ন এবং মূল্যের ক্ষেত্রে ৫৪ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ১৯৯৬/৯৭ সালে যার পরিমাণ ছিল সংখ্যায় ০.৪২ মিলিয়ন এবং মূল্যে ১২৬ মিলিয়ন টাকা।

সিকিউরিটিসমূহের বাজার পুঁজিকরণ

১৯৯৭/৯৮ সালের মার্চ শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের অন্তর্ভুক্ত সিকিউরিটিসমূহের বাজার পুঁজিকরণের পরিমাণ ৬০৮০৬ মিলিয়ন টাকা যা ১৯৯৬/৯৭ সালের ১০৭৮২৭ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ৪৪% কম।

শেয়ার মূল্য সূচক

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার মূল্য সূচক ১৯৯৬/৯৭ সালের ১১১১.৫৫ পয়েন্ট থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৯৭/৯৮ সালের মার্চ মাসে ৬৪৪.৭৭ পয়েন্টে দাঁড়ায়।

(মিলিয়নে)

বিতরণ	১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭/৯৮ (১৯৯৮ সালের মার্চ পর্যন্ত)
অন্তর্ভুক্ত ইস্যু	২১৪	২২৩
সিকিউরিটিসমূহের সংখ্যা	৪৭১	৫২৩
মোট পরিশোধিত মূলধন এবং ডিবেঞ্চার		
ক) টাকায়	২৬৯০৭	৩০১০৯
খ) মার্কিন ডলারে	৬২৬	৬৪৬
বাজার পুঁজিকরণ		
ক) টাকায়	১০৭৮২৭	৬০৮০৬
খ) মার্কিন ডলারে	২৫০৮	১৩০৫
মূল্য সূচক	১১১২	৬৪৫
মোট টার্ণওভার		
ক) সংখ্যা	১১৭	৭৭
খ) মূল্য (টাকায়)	৩৫৪১৪	১০৫০৪
গ) মূল্য (মার্কিন ডলারে)	৮২৪	২২৫
দৈনিক গড় হস্তান্তর		
ক) সংখ্যা	০.৪২	০.৩৯
খ) মূল্য (টাকায়)	১২৬	৫৪
গ) মূল্য (মার্কিন ডলারে)	৩	১
নতুন পাবলিক ইস্যু		
ইস্যুর সংখ্যা		
পরিমাণ	১৮	১৩
ক) টাকায়	১১৬৭	৬২০
খ) মার্কিন ডলারে	২৭	১৩

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সি এস ই)

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ গত ১০ই অক্টোবর, ১৯৯৭ তারিখে তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করে। সুচনালগ্নে সিএসইর তালিকাভূক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ছিল ৩০টি (২৩টি কোম্পানী ও ৭টি মিউচ্যুয়াল ফান্ড) যা গত ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ তারিখে ১৪৩ (১৩০টি কোম্পানী, ৯টি মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ৪টি ডিবেঞ্চার) এ উন্নীত হয়। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সাথে তালিকাভুক্ত সব কটি সিকিউরিটিজের মূলধনের পরিশোধিত মূল্য ৩১শে অক্টোবর, ১৯৯৭ তারিখে ২১৫০২ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস শেষে ২৩০৪৮ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। এ এক্সচেঞ্জের সব কটি সিকিউরিটিজের বাজার পুঁজিকরণ ৩১শে অক্টোবর, ১৯৯৭ তারিখে ৫৯৪৮৩ মিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ তারিখে ৪৯৮৯০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। সেই সাথে শেয়ারের মূল্য সূচক সি এস ই'র সূচনালগ্ন ১০ই অক্টোবর, ১৯৯৫ তারিখের ৩৮৫.৪৩ থেকে হ্রাস পেয়ে ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ তারিখের কার্য দিবস শেষে ২৯৫.৭৪ এ দাঁড়ায়।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের মোট টার্ণওভার মূল্যের পরিমাণ ১৯৯৭ সালের অক্টোবর মাসে ৯৩৩ মিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে ৩৪৭ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। ৩১শে অক্টোবর, ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৮ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের কার্যক্রমের প্রধান প্রধান দিকগুলো সারণি-১ থেকে দেখা যেতে পারে।

১। অনগুর্ভূক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা,মূলধন, মূল্যসূচক

সারণি-১

বিতরণ	৩১শে অক্টোবর, ১৯৯৭	৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৯৭	৩১শে মার্চ, ১৯৯৮
মোট অন্তর্ভূক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা	১৩৭	১৪১	১৪৩
ক) কোম্পানী	১২৪	১২৮	১৩০
খ) মিউচ্যুয়াল ফান্ড	৯	৯	৯
গ) ডিবেঞ্চার	৪	৪	৪
সমূদয় অন্তর্ভূক্ত সিকিউরিটিজের পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন টাকায়)	২১৫০২	২২৭৬১	২৩০৪৮
ক) কোম্পানী	২১১২০৮	২১৮৪০	২২১২৮
খ) মিউচ্যুয়াল ফান্ড	২২৫	২২৫	২২৫
গ) ডিবেঞ্চার	১৯৫	৬৯৬	৬৯৫
সকল অর্ন্তভূক্ত সিকিউরিটিজের বাজার পুঁজিকরণ	৫৯৪৮৩	৫৫৮৩২	৪৯৮৯০
ক) কোম্পানী	৫৭৯৬৭	৫৪৩৭২	৪৮৪২৮
খ) মিউচ্যুয়াল ফান্ড	৭০৮	৬৬৪	৬৬৯
গ) ডিবেঞ্চার	৮০৮	৭৯৬	৭৯৩
মূল্য সূচকঃ	৩৬৬.০৫	৩৩২.৯৮	২৯৫.৭৪

২. টার্ণওভার

মাস	লেনদেন দিবস (সংখ্যা)	মোট লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	দৈনিক গড় লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)
১৯৯৭			
অক্টোবর	২৫	৯৩৩	৩৭.৩২
নভেম্বর	২৫	৫২৪	২০.৯৬
ডিসেম্বর	২১	৩৭০	১৭.৬১
১৯৯৮			
জানুয়ারী	২৩	৪৩১	১৮.৭৪
ফেব্রুয়ারী	২২	২৮৪	১২.৯১
মার্চ	২৫	৩৪৭	১৩.৮৮
মোট	১৪১	২৮৮৯	২০.২৪

বাঃসঃমুঃ-৯৭/৯৮-৬১৫৬-অফসেট—১০০০ বই

মুদ্রণে বি,জি, প্রেস (অফসেট)

Design by : *Nisha Advertising*